ইমাম ও
মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে

ওসীলার বৈধতা

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দু,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন

التوسل عند الأئمة والمحدثين

ইমাম ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে ওসীলার বৈধতা

মূল
শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

অনুবাদ ও সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

ইমাম ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে উসিলা
মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর ও সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ৩ জানুয়ারী ২০১১ ইং, ২৭ মুহাররম হিজরি ১৪৩২, ২০ পৌষ ১৪১২ বাংলা

মূল্য : ২২০ [দুইশত বিশ] টাকা মাত্র

Imam O Muhaddisine Keramer Dristite Osilar Boidota, By: Allamah Dr. Taher Al-kader. Translated By: Mawlana Kazi Mohammad Kamrul Ahsan. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 220/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَـيْـنِ وَالثَّـقَـلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَـيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

সূচীক্রম

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু (৬৮ হিঃ) ২
২. ইমাম যইনুল আবেদীন রাদিআল্লাহু আনহু (৯৫ হিঃ) ৩
৩. ইমাম আযম আবু হানিফা (১৫০ হিঃ) ৪
৪. ইমাম মালেক (১৭৯ হিঃ) ৫
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ শাফেয়ী (২০৪ হিঃ) ৬
৬. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদী (২০৬ হিঃ) ৭
৭. ইমাম ইবনে হিশাম (২১৩ হিঃ) ১১
৮. আল্লামা ইবনে সা'দ (২৩০ হিঃ) ১৩
৯. ইমাম ইবনু আবি শায়বাহ (২৩৫ হিঃ) ১৪
১০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হিঃ) ১৬
১১. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারমী (২৫৫ হিঃ) ১৭
১২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (২৫৬ হিঃ) ১৮
১৩. ইমাম মুসলিম (২৬১ হিঃ) ২২
১৪. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (২৭৯ হিঃ) ২৬
১৫. আল্লামা ইবনে জরীর তবরী (৩১০ হিঃ) ২৮
১৬. ইমাম আবু মনসুর মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ মাতুরীদি (৩৩৩ হিঃ) ২৯
১৭. মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতেম রাযী (৩৫৪ হিঃ) ৩০
১৮. ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আজরী (৩৬০ হিঃ) ৩১
১৯. ইমাম সুলায়মান ইবনে আহমদ তবরানী (৩৬০ হিঃ) ৩৪
২০. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী (৩৮০ হিঃ) ৪০
২১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী (৪০৫ হিঃ) ৪২
২২. ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আবদুল্লাহ আসবাহানী (৪৩০ হিঃ) ৪৬
২৩. ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী (৪৫৮ হিঃ) ৪৭
২৪. আল্লামা ইবনে আবদুল রব মালেকী (৪৬৩ হিঃ) ৫০
২৫. ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী (৪৬৫ হিঃ) ৫২
২৬. ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল গাজ্জালী (৫০৫ হিঃ) ৫৩
২৭. ইমাম জারুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর যেমখশরী (৫৩৮ হিঃ) ৫৪
২৮. কাজী আয়ায (৫৪৪ হিঃ) ৫৫
২৯. সৈয়্যদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (৫৬১ হিঃ) ৫৮
৩০. শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (৫৮৬ হিঃ) ৫৯
৩১. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জওযী (৫৯৭ হিঃ) ৬০
৩২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হিঃ) ৬১
৩৩. আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী (৬২০ হিঃ) ৬৩
৩৪. ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইবনে শারফ আন নব্বী (৬৭৬ হিঃ) ৬৫
৩৫. ইমাম কামালুদ্দিন ইবনে হুম্মাম হানাফী (৬৮১ হিঃ) ৬৭
৩৬. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আন নসফী (৭১০ হিঃ) ৬৮
৩৭. ইমাম কামালুদ্দীন যমলকানী (৭২৭ হিঃ) ৬৯
৩৮. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হিঃ) ৭০
৩৯. আল্লামা আহমদ বিন আবদুল লতিফ শরজী আল হানাফী (৭৩৫ হিঃ) ৭৪
৪০. ইমাম ইবনুল হাজ আল ফাসী (৭৩৭ হিঃ) ৭৫
৪১. ইমাম খাযেন শাফেয়ী (৭৪১ হিঃ) ৮০
৪২. আল্লামা ইবনে কাইম জওযিয়া (৭৫১ হিঃ) ৮০
৪৩. ইমাম তকিউদ্দীন আস সবকী (৭৫৬ হিঃ) ৮৩
৪৪. হাফেজ এমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (৭৪৪ হিঃ) ৮৫
৪৫. ইমাম নুরুদ্দীন আবু বকর হায়সমী (৮০৭ হিঃ) ৯১
৪৬. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (৮০৮ হিঃ) ৯৩
৪৭. আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন জযরী আশ শাফেয়ী (৮৩৩ হিঃ) ৯৪
৪৮. শায়খুল ইসলাম শিহাবুদ্দীন রমলী (৮৪৪ হিঃ) ৯৬
৪৯. ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (৮৫২ হিঃ) ৯৬
৫০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হিঃ) ১০০
৫১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (৯১১ হিঃ) ১০১

৫২. আল্লামা নুরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আস্ সমহুদী (৯১১ হিঃ) ১০৪
৫৩. ইমাম আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আল্-কস্তুলানী (৯১১ হিঃ) ১০৬
৫৪. আল্লামা ইবনুল হাজর আল মক্কী আল্ হায়তমী (৯৭৪ হিঃ) ১০৮
৫৫. শায়খ শামসুদ্দীন খতীব আশ শরবিনী (৯৭৭ হিঃ) ১১০
৫৬. শায়খ মোল্লা আলী ক্বারী হানফী (১০১৪ হিঃ) ১১০
৫৭. হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (১০৩৪ হিঃ) ১১৩
৫৮. ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ আল্ মুকারবী আত্তালমসানী (১০৪০ হি.) ১১৩
৫৯. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (১০৫২ হিঃ) ১১৪
৬০. আল্লামা খাইরুদ্দীন রমলী হানাফী (১০৮১ হিঃ) ১১৭
৬১. ইমাম আবু আবদুল্লাহ আয যুরকানী আল্ মালেকী (১১২২ হিঃ) ১১৭
৬২. আল্লামা ইসমাঈল হক্কী হানাফী (১১৩৭ হিঃ) ১১৮
৬৩. মখদূম মুহাম্মদ হাশেম ঠঠভী (১১৭৪ হিঃ) ১১৯
৬৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৭৪ হিঃ) ১২১
৬৫. আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী (১২০৬ হিঃ) ১২৪
৬৬. আল্লামা আহমদ সাবী মালেকী (১২২৩ হিঃ) ১২৫
৬৭. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (১২২৫ হিঃ) ১২৫
৬৮. আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাবী (১২৩১ হিঃ) ১২৬
৬৯. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১২৩৯ হিঃ) ১২৭
৭০. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (১২৪২ হিঃ) ১৩০
৭১. শাহ ইসমাঈল দেহলভী (১২৪৬ হিঃ) ১৩২
৭২. শাহ আবদুল গনী দেহলভী ১৩৩
৭৩. শায়খ মুহাম্মদ বিন আলী শওকানী (১২৫০ হিঃ) ১৩৩
৭৪. আল্লামা শিহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমূদ আলূসী (১২৭০ হিঃ) ১৩৮
৭৫. মাওলানা কাসেম নানুতবী (১২৯৭ হিঃ) ১৪২
৭৬. আল্লামা হাসান আল্ আদবী আল্ হামযাবী (১৩০৩ হিঃ) ১৪৩
৭৭. মুফতি আহমদ বিন যয়নী দহলান শাফেয়ী আল্ মক্কী (১৩০৪ হিঃ) ১৪৪
৭৮. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (১৩০৬ হিঃ) ১৪৪
৭৯. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানভূপালী (১৩০৭ হিঃ) ১৪৫
৮০. শায়খ রশীদ আহমদ গংগুহী (১৩২৩ হিঃ) ১৪৭
৮১. শায়খ ওয়াহিদুজ্জামান (১৩২৭ হিঃ) ১৪৮
৮২. মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১৩৪৬ হিঃ) ১৫১
৮৩. ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবহানী (১৩৫০ হিঃ) ১৫৩
৮৪. মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১৩৫৩ হিঃ) ১৫৫
৮৫. মাওলানা আশরফ আলী থানভী (১৩৬২ হিঃ) ১৫৯
৮৬. মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (১৩৬৯ হিঃ) ১৬৭
৮৭. আল্লামা যাহেদ আল্ কাউসারী (১৩৭১ হিঃ) ১৬৭
প্রমাণপঞ্জী ১৭০

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা, হতাশা, নিরাশা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তখন তারা ভগ্ন মনে তা হতে উদ্ধার পেতে পরম করুণাময়ের নিকট কাকুতি-মিনতি জানায়। এ সময় তারা স্ব-স্ব সৎকর্ম ও আল্লাহর প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যশীল বান্দাদের ওসীলা গ্রহণ করে নিজেদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'হাত তোলে দোয়া করে। আল্লাহ তা'আলা পরম করুণাময়, বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু, বান্দার দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কাউকে ওসীলা বানানোর ধরাবাধা কোন নিয়ম-নীতির তিনি তোয়াক্কা করেন না। তিনি বিনা মাধ্যমে আপন বান্দাদের দোয়া শুনতে ও কবুল করতে স্বাধীন। কিন্তু এটি আল্লাহর সুন্নাত যে, তাঁর প্রিয়ভাজন ব্যক্তিগণ ও সৎকর্মকে ওসীলা গ্রহণ করে দোয়া করলে তা তারই দরবারে গৃহিত হয়। ওসীলা গ্রহণের এই ধারাবাহিকতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, সাহাবীদের যুগ, তাবেয়ী, তাবঈ তাবেয়ীদের যুগ এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসীনের যুগ হতে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক মুসলিম সমাজে চলে আসছে। এ ব্যাপারে হাদীসে রাসূল, সাহাবীদের আছার, ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের অভিমতসহ অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু একটি কুচক্রী মহল ওসীলাকে কেন্দ্র করে তালকে তিল বানিয়ে নানা ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। সাধারণ মুসলমানের মনে ওসীলার প্রতি নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয় জাগিয়ে তুলে। তাদের কেউ কেউ ওসীলাকে শিরক-কুফরের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অপপ্রয়াসও চালায়। তাদের এই মিথ্যা অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত "التوسل عند الأئمة والمحدثين" নামক বইটি লিখে আমাদের সেই প্রয়োজনটি অতি সুচারুরূপে পূরণ করেছেন। উক্ত বইটিতে তিনি ওসীলার স্বপক্ষে বলিষ্ঠভাবে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন। যা জানা ও জ্ঞাত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বইটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন মনে করে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বায়তুল মুকাররমস্থ ইসলামী বই মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা লিখকের মূল আবেদন অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। তবে ভাল-মন্দ যাচাইয়ের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল। ইনশাআল্লাহ।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারের নৈকট্য অর্জন করা কিংবা নিজের কোন পেরেশানী, অভাব ও প্রয়োজনের সময় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়ার সময় কোন কবুল হওয়া আমল, নেককার বুযর্গ, বরকতময় স্থানের মধ্যস্থতা পেশ করাকে "তাওআসসুল" (ওসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ) বলা হয়। প্রথম যুগ থেকেই জমহুর মুসলমানগণ কর্তৃক এ বিষয়ে ইজমা হয়ে আসছে যে, সৎকার্যাদি অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরআন তেলাওয়াত এবং অন্যান্য উত্তম কর্মসমূহকে ওসীলা (মাধ্যম) বানানো জায়েয। এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। অবশ্যই কর্ম ব্যতীত অন্যকিছুকে ওসীলা বানানো, যেমন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানো, নেককার বান্দাদেরকে ওসীলা বানানো, আউলিয়ায়ে কেরামকে ওসীলা বানানো, বিভিন্ন নিদর্শনসমূহকে ওসীলা বানানোকে কিছু কিছু লোকেরা অস্বীকার করে। অথচ জমহুর ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সৎকার্যাদির ন্যায় সত্ত্বা ও ব্যক্তির ওসীলা গ্রহণ বৈধ হবার প্রবক্তা।

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াসমূহ দ্রুত কবুল হবার জন্য এবং আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে সৎকার্যাদির সাথে সাথে নেককার ব্যক্তিগণের ওসীলা নিয়েও দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত উসমান বিন হুনাইফ,[১] হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ[২] এবং ওয়াসুল ক্বরনী[৩] রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের হাদিস ইত্যাদি এ বিষয়ের সত্যনিষ্ঠ প্রমাণ। (সামনে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে)

নিম্নে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যাতে এ প্রকৃতসত্য উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে, সৎকর্ম ব্যতীত সৎকর্মশীল

---

১. ১. তিরমিযী : আস-সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, باب: في دعاء الضيف ৫/৫৬৯, হাদীস : ৩৫৭৮
২. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস্ সালাতে, باب ماجاء في صلاة الحاجة ১/৪৪১, হাদীস : ১৩৮৫
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ১/৭০৭, হাদিস : ১৯৩০

২. ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২৪/৩৫১, হাদিস : ৮৭১
২. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/২৫৬-২৫৭

৩. ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবা, باب من فضائل اويس قرني ৪/১৯৬৮, হাদীস : ২৫৪২
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/৪০৩, হাদিস : ৫৭১৯

ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযর্গদের ওসীলা গ্রহণ করাও শরিয়ত সম্মত মুবাহ ও বৈধ।[৪]

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু (৬৮ হি:)

"তানভীরুল মিক্কবাস মিন তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস" কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমার এ উক্তি বর্ণিত আছে ইহুদীরা তাদের শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করত। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন:

(وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ) مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالْقُرْآنِ (يَسْتَفْتِحُوْنَ) يَسْتَنْصِرُوْنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْقُرْآنِ (عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) مِنْ عَدُوِّهِمْ أَسَدُ وَ غَطْفَانُ وَمُزَيْنَةَ وَ جُهَيْنَةَ (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا) صِفَتُهُ وَنَعْتُهُ فِى كِتَابِهِمْ (كَفَرُوْا بِهِ) جَحَدُوْا بِهِ (فَلَعنَةُ الله) سَخَطُ الله وَعَذَابُهُ (عَلَى الْكَافِرِيْنَ) عَلَى الْيَهُوْدِ.

"(ইহুদীরা) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হবার পূর্বে নিজেদের শত্রু আসাদ, গাতফান, মুযায়না ও জুহায়নার (গোত্র) বিপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন মাজিদের ওসীলা দিয়ে বিজয় অর্জনের জন্য দোয়া করতেন। কিন্তু যাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তারা নিজেদের কিতাবের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল, যখন সেই রাসূল শুভাগমন করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল। তাই এ কুফরীর কারণে কাফের ইহুদীদের উপর আল্লাহর আযাব ও লা'নত।"[৫]

---

৪. আকীদায়ে তাওয়াস্সুলের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের এ বিষয়ে অন্য কিতাব 'আকীদায়ে তাওয়াসসুল' অথবা 'কিতাবুত তাওহীদ' স্টাডি করুন।

৫. ১. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
২. সুয়ূতী : আদ দুররুল মনসুর, ১/২১৭
৩. তাবরী : জামিউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ১/৩২৫
৪. আজরী : কিতাবুশ শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৫. শরবীনি : তাফসীরুস সিরাজিল মুনীর, ১/৭৬
৬. নসফী : মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবীল, ১/৬৭

ইমাম তবরী রহমতুল্লাহি আলাইহি (৩১০ হিজরী) এ বিষয় বস্তুটিকে ব্যাখ্যা সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

أَنَّ يَهُوْدَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ. فَلَمَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الْعَرَبِ، كَفَرُوْا بِهِ، وَجَحَدُوْا مَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَبَشَرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ أَخُوْ بَنِي سَلَمَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ! اِتَّقُوْا اللهَ وَأَسْلِمُوْا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ، وَتُخْبِرُوْنَنَا أَنَّهُ مَبْعُوْثٌ، وَتَصِفُوْنَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ.

"ইহুদীরা হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর বিজয় লাভ করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করত। যখন আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে অস্বীকার করল এবং তারা স্বয়ং যা বলত তাও অস্বীকার করল। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং বনু সালমা গোত্রের হযরত বিশর ইবনে বারা রাদিআল্লাহু আনহুমা সেই ইহুদীদেরকে বলল, হে ইহুদীরা! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং ইসলাম কবুল কর (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা আমাদের উপর বিজয় লাভের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করতে। অথচ সে সময় আমরা মুশরিক ছিলাম এবং তোমরা আমাদেরকে বলতে যে, অতিসত্বর সেই নবী প্রেরিত হবেন এবং তোমরা আমাদেরকে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে।"[৬]

২. ইমাম যইনুল আবেদীন রাদিআল্লাহু আনহু (৯৫ হি:)

শাহজাদায়ে খান্দানে বতুল রাদিআল্লাহু আনহু হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় সম্মানিত পিতামহ, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু

৭. যেমহশরী : তাফসীরে কাশ্‌শাফ, ১/১৬৪

৬. তাবরী : জামিউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ১/৩২৫

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে সাহায্য ও শাফাআত অর্জনের জন্য এভাবে নিবেদন করতে দেখা যায় :

يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ! أَنْتَ شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْنَ أَكْرِمْ لَنَا يَوْمُ الحَزِيْنِ فَضْلاً وَجُوْدًا وَالْكَرَمِ
يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ! أَدْرِكْ لَزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ مَحْبُوْسٌ أَيْدِيْ الظَّالِمِيْنَ فِى مَوْكَبٍ وَالْمُزْدَحَمِ

(হে সকল জগত সমূহের জন্য রহমত হয়ে আগমনকারী! আপনি গুণাহ গারদেরকে শাফাআত কারী। স্বীয় শান, বদান্যতা, দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা কাল কিয়ামতের দিন আমাদেরকে ও শাফায়াতের মর্যাদা দান করুন।)

(ওহে সকল জগত সমূহের জন্য রহমত হয়ে আগমনকারী। কিয়ামতের দিন যায়নুল আবেদীনকে সাহায্য করুন। যিনি অত্যাচারীদের হাতে বন্দী আছেন। (আপনার সাহায্যপ্রার্থী)[৭]

৩. ইমাম আযম আবু হানিফা (১৫০ হি:)

ইমামুল আইম্মাহ ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত নাতের কবিতা "কসীদা-ই-নূমান" এ হুজুর তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা ও সাহায্য প্রার্থী হয়ে নিবেদন করছেন:

يَا مَالِكِيْ كُنْ شَافِعِيْ فَاقَتِيْ إِنِّي فَقِيْرٌ فِى الْوَرَي لِغَنَاكَ
يَا أَكْرَمُ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزُ الْوَرَي جِدْ لِيْ بِجُوْدِكَ وَأَرْضِنِيْ بِرِضَاكَ
أَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ لأَبِي حَنِيْفَةَ فِى الأَنَامِ سِوَاكَ

(হে আমার মালিক! আমার প্রয়োজনকালে আপনি আমার সুপারিশকারী। সমগ্র সৃষ্টিজগতে আমি আপনার ঐশ্বর্যের সবচেয়ে বড় মুখাপেক্ষী।

(হে জ্বীন ইনসানের সবচেয়ে সম্মানিত মহাপুরুষ! হে মাখলুকাতের ধন ভান্ডার! আমাকে আপনার দানে ধন্য করুন এবং আপনার সন্তুষ্টি দানে আনন্দিত করুন)

(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমি আপনার বদান্যতাও করুণার প্রত্যাশী। আপনি ছাড়া জগতে আবু হানীফার আর কেউ নেই)[৮]

ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিআল্লাহু আনহুর এ পংক্তিগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল যে, 'খাইরুল কুরুন' (সর্বোত্তম যুগের ব্যক্তি) এর এই মহান

৭. কসিদায়ে ইমাম যায়নুল আবেদীন

৮. আবু হানিফা : কসিদায়ে নোমান, পৃষ্ঠা : ২০০

ইমামের দৃষ্টিতে শুধু হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানো বিশুদ্ধ তা নয়, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাওয়া ও বৈধ এবং শরীয়ত সম্মত। তিনি স্বীয় কসীদায় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরও নিবেদন করছেন-

يَـا سَـيِّدُ الـسَّادَاتِ جِئْتُـكَ قَاصِـدًا أَرْجُـوْ رِضَـاكَ وَاحْتَمِـيْ بِحِـمَاكَ

(হে মহান ইমামগণের ইমাম! আমি অন্তরের ইচ্ছা নিয়ে আপনার সন্তুষ্টি ও আশ্রয় লাভের জন্য আপনার কাছে এসেছি)[৯]

৪. ইমাম মালেক (১৭৯ হিঃ)

ইলমে ফিকহের চার ইমামের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি। কাযী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫৪৪ হিজরী) বর্ণনা করছেন যে, একবার খলিফা আবু জাফর মনসুর (১৫৮ হিজরী) মদীনা শরীফে আগমন করলেন। তিনি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলেন:

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُوْ أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ بَلْ اِسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفَعْ بِهِ فَيَشَفَّعَهُ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

"হে আবু আবদুল্লাহ! আমি কি (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের কবর শরীফ জিয়ারত করার সময়) দোয়া করার জন্য কিবলামূখী হব, নাকি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করব?" ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন, ("হে আমীর!) তুমি হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক থেকে কেন মুখ ফিরাবেন। অথচ তিনি

[৯]. আবু হানিফা : কসিদায়ে নোমান, পৃষ্ঠা : ২০০

তোমাদের জন্য এবং তোমাদের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামের জন্য কিয়ামতের দিনের ওসীলা? বরং তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ কর (মুনাজাত কর) এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অন্বেষণকারী হয়ে দোয়া কর। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সামনে তোমার জন্য সুপারিশ করবেন।" আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, এবং (হে হাবীব!) যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করে বসত। তারপর আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যেত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তবে তারা (এ ওসীলা ও শাফায়াতের কারণে) অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী অশেষ দয়ালু পেত।"[১০]

এ ঘটনা কাযী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আল্লামা সবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি "শিফাউস সিকাম ফি যিয়ারতে খায়রিল আনাম" গ্রন্থে, আল্লামা সমহুদী খোলাসাতুল ওয়াফাতে, ইমাম কুসতালানী আল মাওয়াহেবুল লুদুনিয়াহতে, ইবনে জামা হেদায়তুস সালেক এবং ইমাম ইবনে হাজর হায়সমী আল জওহারুল মুনাযযাম এ বর্ণনা করেছেন।

৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ শাফেয়ী (২০৪ হিঃ)

খতীবে বাগদাদী (৪৬৩ হিজরী) বর্ণনা করছেন যে, ইমাম শাফেয়ী যখন বাগদাদে থাকতেন তখন হযরত ইমাম আযম আবু হানিফার কবরের যিয়ারত করতেন এবং দোয়াতে তাঁকে ওসীলা বানাতেন। খতীবে বাগদাদী উল্লেখ করছেন, ইমাম শাফেয়ী ইমাম আবু হানিফার (১৫০ হিজরী) মাজারের বরকত প্রসঙ্গে স্বয়ং নিজ পরীক্ষিত আমল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

إِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَعْنِي زَائِرًا فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَجِئْتُ إِلَى قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ عِنْدَهُ فَمَا تَبْعُدُ عَنِّي حَتَّى تَقْضِىْ.

[১০]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯৬

"আমি ইমাম আবু হানিফার সত্ত্বা দ্বারা বরকত লাভ করি এবং প্রত্যহ তার কবর যিয়ারতে আসি। যখন আমার কোন প্রয়োজন ও মুশকিল পেশ হয়। তখন দুরাকাত নামায পড়ে তার কবরে আসি এবং তার পাশে দাড়িয়ে হাজত পূরণের জন্য আল্লাহ তা আলার নিকট দোয়া করি। অতঃপর আমি সেখান থেকে আসতে না আসতেই আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যেত।"[১১]

এটা এত বড় মর্যাদাপূর্ণ ইমামের ইরশাদ ও আমল ছিল। যার এলমী স্তর ও মর্যাদা সমগ্র ইসলামী জগতে স্বীকৃত। এ ঘটনাটি আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী "আল খায়রাতিল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আল আযম" এ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া স্বীয় বিখ্যাত রচনা "আস সাওয়ায়েকুল মুহারিকাহ আলা আহলির রফযে ওয়াদ্দালালে ওয়ায যানদিক্বাহ" তে হযরত ইমাম শাফেয়ীর নিম্ন বর্ণিত পংক্তিও উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি আহলে বায়তে নব্বীকে ওসীলা বানিয়েছেন।

آلُ النَّبِيِّ ذَرِيْعَتِيْ وَهُمْ وَسِيْلَتِيْ أَرْجُوْ بِهِمْ غَدًا بِيَدِ الْيَمِيْنِ صَحِيْفَتِيْ

(নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজন (আল্লাহর দরবারে) আমার মাধ্যম ও ওসীলা। আমি আশা করছি, তাদের ওসীলাতে কাল কিয়ামতের দিন আমার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।)[১২]

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (১০৫২ হিঃ) আশিয়্যাতুল লুমআতে হযরত মুসা কাযেম এর কবরে আনওয়ার এর প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর নিম্নে বর্ণিত উক্তি উল্লেখ করেছেন:

"হযরত মূসা কাযেম এর কবর শরীফ দোয়া কবুল হবার জন্য পরশ পাথরের মত পরীক্ষিত।"[১৩]

৬. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদী (২০৬ হিঃ)

আল্লামা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, হালবের যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ এক পর্যায়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হল, তখন হযরত কাব

[১১]. ১. খতিবে বাগদাদ : তারিখে বাগদাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৩
২. ইবনে হাজর হাইতি : আল খায়রাতুল হেসান ফি মানাকিবে ইমামে আযম, পৃষ্ঠা : ৯৪
৩. ইবনে আবেদীস শামী : রদ্দুল মুহতার, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১
৪. জাহেদ আল কওছারী : মাকালাতুল কওছারী, পৃষ্ঠা : ৩৮১

[১২]. ইবনে হাজর হাইতি : আস সওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা : ১৮০

[১৩]. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : আশি'য়াতুল লুমআত, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২৩

ইবনে যমরাহ রাদিআল্লাহু আনহু 'يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! يَا نَصْرَ اللهِ إِنْزِلْ' বাক্য দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইলেন। তিনি এঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 'ফুতুহুশ্ শাম' (فتوح الشام) কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

قَالَ مَسْعُوْدُ بْنُ عَوْنٍ اَلْعَجِيُّ : شَهِدْتُ الْخَيْلَ الَّتِيْ بَعَثَهَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ طَلَائِعَ مَعَ كَعَبَ بْنِ ضَمَرَةَ وَكُنْتُ فِيْهَا يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْنَا الْكُمَّيْنِ وَنَحْنُ فِي الْقِتَالِ، وَنَحْنُ لاَ نَظُنُّ أَنَّ لَهُمْ كَمَّيْنَا يَطْلُعُ مِنْ وَرَائِنَا وَإِذَا بِأَصْوَاتِ حَوَافِرِ الْخَيْلِ أَكْبَتُ عَلَيْنَا وَأَيْقَنَا بِالْهَلَكَةِ بَعْدَ مَا كُنَّا مُوْقِنِيْنَ بِالْغَلَبَةِ وَصِرْنَا فِي وَسْطِ عَسْكَرِ الْكُفَّارِ فَلَمْ يَكُنْ لَنَا بُدٌّ مِنَ الْقِتَالِ فَافْتَرَقَتْ الْمُسْلِمُوْنَ ثَلاَثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ مِنْهُمْ مُنْهَزِمَةٌ وَفِرْقَةٌ قَصَدَتْ قِتَالُ الْكَمَّيْنِ وَفِرْقَةٌ مَعَ كَعَبِ بْنِ ضَمْرَةَ قَصَدَتْ قِتَالُ يُوْقِنَا وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ مَسْعُوْدُ بْنُ عَوْنٍ : فَلِلَّهِ دُرُّ كِنْدَةٍ يَوْمَئِذٍ لَقَدْ قَاتَلُوْا قِتَالاً شَدِيْداً وَأَبْلُوْا بَلاَءً حَسَناً وَوَهَبُوْا أَنْفُسَهُمْ لله تَعَالَى حَتَّى قُتِلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَائَةُ رَجُلٍ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَعَمِلَ أَهْلُ الْكُمَّيْنِ عَمَلاً عَظِيْماً وَكَعَبُ بْنُ ضَمْرَةَ قَلَقٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاهَدَ عَنْهُمْ وَهُوَ يَجُوْلُ بِالرَّايَةِ وَيُنَادِيْ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! يَا نَصْرَ اللهِ اَنْزِلْ.

"মাসউদ ইবনে আউন আল আজী বর্ণনা করেছেন যে, আমি সেই সৈন্য বাহীনিতে অংশ নিয়েছিলাম, যা আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু বাহিনীর অগ্রগামী হিসেবে কাব ইবনুদ দ্বামরাহ রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে প্রেরণ করেছিলেন।

আমি সেদিনও উপস্থিত ছিলাম যেদিন উভয় বাহিনী পরস্পর সংঘর্ষ করেছিল। আমরা যুদ্ধ করছিলাম। হঠাৎ গুহাতে অবস্থানরত সৈন্যবাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করল। আমরা জানতামনা যে

তাদের সৈন্যরা গুহাতে ছিল। সৈন্যদেরকে আমাদের পিছন দিক থেকে দেখা গেল এবং সাথে সাথে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ উঁচু হল। সৈন্যরা হঠাৎ আমাদেরকে আক্রমণ করল এবং আমরা ও আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। অথচ (ইতিপূর্বে) আমরা গণীমতের মাল পাব বলে বিশ্বাস করেছিলাম। আমরা কাফের বাহিনীর মধ্যে ফেঁসে গেলাম এবং তখন যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। তখন মুসলমানগণ তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল পরাজিত হল। অপরদল আক্রমণস্থল থেকে আক্রমন করার এবং যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করল এবং তৃতীয়দল কাব ইবনে দ্বামরা রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে থাকল। তারা ইয়ুকানা ও তার সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল। মাসউদ ইবনে আউন বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ! কওমে কানদার লোকেরা অত্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করেছিল। তারা এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। তারা নিজের প্রাণ আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়েছিল। তাদের কওম থেকে সেই একদিনে একশত লোক শহীদ হয়েছিল। গুপ্তবাহিনীর লোকেরা বিরাট কান্ড করে বসেছিল। কাব ইবনে দ্বামরা রাদিআল্লাহু আনহু মুসলমানদের অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গেলেন। এ নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি পতাকা আঁকড়ে ধরে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে সাহায্য চেয়ে) উঁচু আওয়াজে আহবান করলেন: ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া নাসরাল্লাহে ইনযিল। হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হও।"[১৪]

ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদী ফতুহুশশাম দ্বিতীয় খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন- হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চেয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন:

[১৪]. ওয়াকেদী : ফুতুহুশ্ শাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪০

وَإِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ لَمَّا أَصَابَ الذَّنْبَ وَنَفَرَ عَنْهُ الْوَحْشُ خَرَجَ إِلَى فُلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ وَقَالَ : إِلَهِيْ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الَّذِيْ تَبْعَثُهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي فَأَجَابَ دَعْوَتَهُ.

"যখন দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে ভুল প্রকাশ পেল এবং বন্য জীবজন্তু তার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি নির্জন অরণ্যের এক প্রান্তে চলে গেলেন এবং (হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর, আমি তোমার কাছে সেই আরবী নবীর ওসীলা নিয়ে দোয়া করছি। যাঁকে তুমি শেষ যমানায় প্রেরণ করবে, (অর্থাৎ তুমি তাঁর ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও) তখন আল্লাহ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওসীলায়া তার দোয়া কবুল করে নিলেন।"[১৫]

আল্লামা ওয়াকেদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে কুরুত্ব রাদিআল্লাহ আনহু সফরে রওয়ানা হবার পূর্বে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। সে সময় কবরে আনওয়ারের নিকট সৈয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা, সৈয়্যেদা ফাতোমা যাহরা, হযরত আলী, হযরত হাসনাইনে করীমাইন রাদিআল্লাহু আনহুম বসা ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে কুরুত্ব হযরত আলী এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লা আনহুমকে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করলেন। এরপরে রেওয়ায়তের বর্ণনা হচ্ছে নিম্নরুপ:

فَرَفَعَ الْعَبَّاسُ ﷺ يَدَيْهِ وَعَلِيٌّ ﷺ كَذَلِكَ وَقَالاَ : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهَذَا النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُوْلُ الْمُجْتَبَى اَلَّذِيْ تَوَسَّلَ بِهِ آدَمُ فَأَجَبْتَ دَعْوَتَهُ، وَغَفَرْتَ خَطِيْئَتَهُ إِلاَّ سَهُلَتْ عَلَى عَبْدِ اللهِ طَرِيْقَهُ وَطَوِيَتْ لَهُ الْبَعِيْدُ وَأَيَّدَتْ أَصْحَابُ نَبِيُّكَ بِالنَّصْرِ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

[১৫]. ওয়াকেদী : ফুতুহুশ্ শাম, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫২

"হযরত আব্বাস এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা দুজনেই (রওযা মুবারকের সম্মুখেই) দোয়ার জন্য হাত উঠালেন ও এ দোয়া করলেন:

হে আল্লাহ! যদি তুমি আবদুল্লাহ ইবনে কুরুত্ব রাদিআল্লাহ আনহুর সফরকে সহজ করে না দাও এবং দূরত্বেক তার জন্য নিকেট টেনে না দাও এবং তাঁকে শক্তিশালী ও সাহায্য না কর, তাহলে আমরা তোমার নিকট এই নবী মুস্তফা ও রাসূলে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা পেশ করছি। যার ওসীলায় যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম পেশ করেছিলেন তখন তুমি তার দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন। তার ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তুমি সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আমাদের এ দোয়াও কবুল কর। নিশ্চয় তুমি দোয়াসমূহ অধিক শ্রবণকারী।"[১৬]

৭. ইমাম ইবনে হিশাম (২১৩ হিজরী)

প্রসিদ্ধ সর্বপ্রথম সীরাত প্রণেতা আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম হুমাইরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সীরাতে নববীর উপর স্বীয় বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ السيرة النبوية -তে বর্ণনা করছেন, মদীনাবাসীরা একবার অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। তখন তারা দরবারে রিসালতে উপস্থিত হয়ে এর অভিযোগ করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে তাশরীফ নিলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। যখন বৃষ্টি বেশী হয়ে গেল, তখন মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশের লোকেরা উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমরা তো ডুবে যাব। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। হে আল্লাহ! আমাদের চতুর্পার্শ্বে বর্ষণ হোক, আমাদের উপর না হোক, তখন আশেপাশের মেঘ তাজের মত সরে গেল। তখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন:

لَوْ أَدْرَكَ أَبُو طَالِبٍ هَذَا الْيَوْمَ لَسَرَّهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَأَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتَ قَوْلَهُ :

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

[১৬]. ওয়াকেদী : ফুতুহুশ্ শাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮

قَالَ : أَجَلْ.

"আজ যদি আবু তালেব থাকত, তাহলে নিশ্চয় তিনি আনন্দিত হতেন। একজন সাহাবা আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ইঙ্গিত তার এ পংক্তির দিকে নাকি?

"শুভ্র রং বিশিষ্ট, যার চেহারার ওসীলায় বৃষ্টির দোয়া প্রার্থনা করা হয় যিনি পিতৃহীন ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারী।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ।"[১৭]

ইমাম ইবনে হিশাম বর্ণনা করছেন যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পথে জিরানা তে তাশরীফ আনেন। তখন হাওয়াযিন গোত্রের ছয় হাজার শিশু ও মহিলা বন্দী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। উট ও বকরীর সংখ্যা তো অগণিত ছিল। হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হল। তারা আবেদন করল যে, আমাদের প্রতি ইহসান করুন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন: বন্দী ও গণীমতের সম্পদ দুটো থেকে একটিকে পছন্দ করে নাও। তারা আরয করল: আমরা বন্দীদেরকেই নেব। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন: যে বন্দী আমার অথবা বনি আবদুল মুত্তালিবের তা তোমাদের। অবশিষ্ট যেগুলো বণ্টন করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে এ পদ্ধতি অবলম্বন কর:

إِذَا مَا أَنَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالنَّاسِ فَقُومُوا فَقُولُوا : إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فِي أَبْنَائِنَا وَنِسَائِنَا ، فَسَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمْ.

"যখন আমি লোকজনকে নিয়ে যোহরের নামায পড়ে নেব, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে এটা বলবে: আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে আবেদন করছি, মুসলমানদের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ (শাফাআত) করুন এবং মুসলমানগণ আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আমাদের পিতৃপুরুষ ও মহিলাদের

[১৭]. ইবনে হিশাম : আস্ সিরাতুন নববিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৯

পক্ষে, তখন আমি তোমাদেরকে দান করে দেব এবং তোমাদের জন্য সুপারিশ করব।"[১৮]

সুতরাং তারা এটাই করল। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আমাদের কাছে যা আছে তা হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের। অন্যান্য সাহাবাদের সাথে তিনি ওয়াদা করলেন যে, প্রত্যেক বন্দীর বিনিময়ে গণীমতের মাল থেকে ছয়টি করে উষ্ট্রী দেওয়া হবে। এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় হাওয়াযিন গোত্রের সকল বন্দীদেরকে তারা ফিরে পেল। এ প্রসঙ্গে হযরত যুহাইর ইবনে সারদ রাদিআল্লাহু আনহু (সাহাবী) আরয করেছেন:

أَمْنِنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ

অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনি এমন ব্যক্তিত্ব, আমরা যার দয়া ও অনুগ্রহের আশা এবং অপেক্ষা করছি।[১৯]

৮. আল্লামা ইবনে সা'দ (২৩০ হি:)

আল্লামা ইবনে সাদ আততাবক্বা-তুল-কুবরা গ্রন্থে হযরত সুলাইম ইবনে আমের খাবায়েরী হতে বর্ণিত রেওয়ায়তে উল্লেখ করেছেন, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু এবং দামেস্কের অধিবাসীরা বৃষ্টির দোয়া করার জন্য এয়াজিদ ইবনুল আসওয়াদ আল জরশী রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা পেশ করেন। হযরত সুলাইম ইবনে আমের খাবায়েরী বর্ণনা করছেন:

أَنَّ السَّمَاءَ قَحَطَتْ فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَهْلُ دِمَشْقَ يَسْتَسْقُوْنَ، فَلَمَّا قَعَدَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : أَيْنَ يَزِيْدُ بْنُ الأَسْوَدَ الْجَرْشِيُّ؟ قَالَ : فَنَادَاهُ النَّاسُ فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِيَزِيْدِ بْنِ الأَسْوَدَ الْجَرْشِيِّ، يَا يَزِيْدُ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللهِ، فَرَفَعَ يَزِيْدُ

[১৮]. ইবনে হিশাম : আস্ সিরাতুন নববিয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৬
[১৯]. সোহাইলী : রওজাতুল আনফ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৬

يَدَيْهِ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَمَا كَانَ أَوْشَكُ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْمَغْرِبِ وَهَبَتْ لَهَا رِيْحٌ فَسَقَيْنَا حَتَّى كَادَ النَّاسُ لاَ يُصَلُّوْنَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ.

"(দীর্ঘদিন যাবত) আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়নি, তখন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু এবং দামেস্কবাসীরা বৃষ্টির দোয়া করার জন্য বাইরে বের হলেন। তারপর যখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু মিম্বরের উপর বসলেন, তখন বললেন, ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ আলজরশী কোথায়? লোকেরা তাঁকে ডাকলেন, তখন তিনি দৌঁড়ে তাশরীফ আনলেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার নির্দেশে তিনি মিম্বরে আরোহন করেন এবং তাঁর কদমের পাশে বসে যান। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! আমরা আজ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ওসীলা পেশ করছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে ইয়াজিদ ইবনুল আসওয়াদ আল জরশীর ওসীলা পেশ করছি। (তারপর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু বললেন) ইয়াজিদ! আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত উঠাও, তিনি হাত উঠালেন, সকল লোক ও হাত উঠাল, (এবং দোয়া করলেন) হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটি মেঘ উদয় হল। বাতাস প্রবাহিত হতে থাকল। ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হল। এমনকি লোকজনের ঘরে পৌঁছাও কষ্টকর হয়ে গেল।"[২০]

চিন্তা করুন যে, সেই সমাবেশে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমও ছিলেন এবং তাবেয়ীগণও ছিলেন। তাদের কেউ একজন নেককার লোকের ওসীলা নিয়ে দোয়া করার বিষয়ে আপত্তি করলনা। এটা সেই সকল সাহাবাও তাবেয়ীগণের পক্ষ থেকে তাওয়াস্সুল (ওসীলা গ্রহণ) বৈধ হবার উপর ইজমা।

৯. ইমাম ইবনু আবি শায়বাহ (২৩৫ হি:)

জলীলুল কদর হাদিস বিশারদ হাফেজ ইবনু আবি শায়বাহ (২৩৫ হিজরী) বর্ণনা করেন যে, খড়া ও অনাবৃষ্টির কারণে জর্জরিত হয়ে এক ব্যক্তি (হযরত বেলাল ইবনে হারেস) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বৃষ্টির দোয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করলেন। মালিকেদার রাদিআল্লাহু

[২০]. ইবনে সাআদ : আত্ তাবকাতুল কুবরা, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৪৪

আনহু যিনি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর খাদ্য গুদামের রক্ষক ছিলেন। তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন:

أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لاَ آلُو إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

"হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর যুগে জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ পতিত হল। তখন এক ব্যক্তি (হযরত বেলাল ইবনে হারেস রাদিআল্লাহু আনহু) হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মত তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। সেই সাহাবীকে স্বপ্নযোগে বলা হল। হযরত ওমরকে গিয়ে সালাম বল এবং তাঁকে বল যে, তোমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হবে। এটাও বল যে, (খিলাফতের দায়িত্ব পালনে অধিক) বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ কর। সেই সাহাবী হযরত ওমরকে এ সংবাদ দিলেন। তখন তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং আরয করলেন: হে আমার মহান রব! আমার যতটুকু সাধ্য আমি এতে কোন ত্রুটি করছিনা।"[২১]

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী বলেন যে, সাইফ ইবনে ওমর ফতুহ গ্রন্থে বলেছেন, যিনি এ স্বপ্ন দেখেন তিনি হচ্ছেন সাহাবী হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী রাদিআল্লাহু আনহু। তাছাড়া আল্লামা আসকালানী এ বর্ণনাসূত্রকে বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন:

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

'ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ এটাকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।'[২২]

[২১]. ১. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, খন্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩২, হাদিস : ১২০৫১
২. ইবনে হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৫

[২২]. ইবনে হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১২

একই ভাষ্যে আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কস্তুলানী এ সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন।[২৩]

১০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি:)

আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নাবহানী (১৩৫০ হিজরী) শাওয়াহেদুল হক ফিল এস্তেগাছা বে সাইয়্যেদিল খালক গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কর্তৃক ইমাম শাফেয়ীকে ওসীলা বানানোর উদ্ধৃতি সহকারে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ دَعَا اللهَ تَعَالَى مُتَوَسِّلاً بِالإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَعَجَّبَ إِبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّ الشَّافِعِيَّ كَالشَّمْسِ لِلنَّاسِ وَكَالْعَافِيَةِ لِلْبَدَنِ.

'ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করে হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে ওসীলা বানিয়েছেন। এতে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মানুষের জন্য সূর্য এবং শরীরের জন্য সুস্থতা স্বরূপ।'[২৪]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মসনদে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম হতে বর্ণনা করেন যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمْ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ.

"আবদালগণ সিরিয়ায় হবে। তাঁরা চল্লিশজন, যখন তাঁদের একজনের ওফাত হয়, তখন আল্লাহ অন্য একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দেন। তাঁদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তাঁদের মাধ্যমেই শত্রুদের

[২৩]. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭৭

[২৪]. নবহানী : শওয়াহিদুল হক, পৃষ্ঠা : ১৬৬

উপর বিজয় অর্জিত হয়। তাদের কারণে সিরিয়াবাসীদের আযাব দূর করা হয়।"[২৫]

মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

أَيْ بِبَرَكَتِهِمْ أَوْ بِسَبَبِ وُجُوْدِهِمْ فِيْهَا بِهِمْ يَدْفَعُ الْبَلاَءُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

'আবদালগণের বরকত এবং উম্মতের মধ্যে তাঁদের সৌভাগ্যবান অস্তিত্বের কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। শত্রুদের উপর বিজয় অর্জিত হয় এবং তাদের বরকতেই উম্মতে মুহাম্মাদীর বালা মুসিবত দূর হয়।'[২৬]

১১. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারমী (২৫৫ হি:)

ইমাম দারেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সুনানের ' باب ما أكرم الله تعالي نبيه بعد موته' এর অধীনে বর্ণনা করেন যে, মদীনবাসীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর রওযা শরীফের ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তিনি আবুল জাওযা আউস ইবনে আবদুল্লাহ হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন:

قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطاً شَدِيداً ، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ : فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطَراً حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ.

"মদীনার লোকেরা একদা বিরাট খড়াতে পতিত হন। তখন লোকেরা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে তাদের নাজুক পরিস্থিতির অভিযোগ করল। তিনি বললেন: হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকের পাশে যাও এবং তথায় একটি জানালা আসমানের দিকে এমনভাবে খুলে দাও, যাতে কবরে আনওয়ার ও আসমানের মধ্যখানে কোন আড়াল না থাকে।

[২৫]. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২১
[২৬]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬০

বর্ণনাকারী বলেন যে, তারা তাই করল। এরপর অনেক বেশী বৃষ্টিপাত হল। এমনকি অধিক ভাল ফসল জন্মাল এবং উটগুলো এত বেশী মোটাতাজা হল, মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো চর্বির কারণে ফেটে যাবে। সুতরাং সেই বছরের নামই 'আম-উল ফতক' (ফসল উৎপাদনের বছর) রাখা হয়েছিল।"[২৭]

ইমাম দারেমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিসের সনদের উদৃতিতে বিস্তারিত আলোচনা লেখকের কিতাব আক্বীদা এ তাওয়াস্‌সুলের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

১২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (২৫৬ হি:)

ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ' باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا' শিরোনাম দিয়ে অধ্যায় স্থির করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টির সময় জনগণ কর্তৃক স্বীয় ইমামের কাছে ইস্তেস্কা সম্বন্ধে সওয়াল করা। এর অধীনে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের ওসীলায় মানুষের বৃষ্টি প্রার্থনা করার কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাহমতুল্লাহি আলাইহির শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ.

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

[২৭]. ১. দারমী : আস সুনান, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩, হাদিস : ৯৩
২. ইবনে জওযী : আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮০১
৩. সবকী : শিফাউস্ সিকাম ফি যিয়ারতি খায়রিল আনাম, পৃষ্ঠা : ১২৮
৪. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭৬
৫. যুরকানী : শরহু মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫০

"আমি হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে হযরত আবু তালেব এর পংক্তিমালা আবৃত্তি করতে শুনেছি।

সেই শুভ্র মুখমন্ডল বিশিষ্ট, যার নূরানী চেহারার ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। যিনি পিতৃহারাদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের সাহায্য দাতা।

হযরত সালেম স্বীয় সম্মানিত পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি কোন কোন সময় কবির এ কথা স্মরণ করতাম এবং কখনও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারা দেখতাম। কেননা এর ওসীলাতে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হত। তিনি সেখান থেকে উঠার আগেই সকল নালা বৃষ্টিতে ভরে যেত।"[২৮]

উপরোক্ত পংক্তিমালা হযরত আবু তালেব কর্তৃক রচিত।

ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এরপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহুকে ইস্তেস্কার জন্য ওসীলা বানানোর উদৃতি দিয়ে হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে নিম্ন বর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেছেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

"হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, যখন অনাবৃষ্টি হত, তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ করতাম। এতে তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা তোমার দরবারে স্বীয় নবীর চাচাজানকে ওসীলা হিসেবে

[২৮]. ১. বুখারী : আস সহীহ, আবওয়াবুল ইস্তিস্কা, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৯৬৩

২. আইনী : উমদাতুল কারী শরহে বুখারী, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০

পেশ করছি। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হত।"[২৯]

ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে কিতাবুত তাওহীদে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা স্বীয় নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দাদের ওসীলায় জাহান্নামে প্রজ্জলিত অসংখ্যা লোকদেরকে মুক্তি দান করবেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى

[২৯]. বুখারী : আস সহীহ, আবওয়াবুল ইস্তিস্কা, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৯৬৩

الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"তোমরা আমার নিকট হক চাওয়ার ব্যাপারে, যা তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তা আজ এত অধিক কঠোর নয়, যে পরিমাণ কঠোরভাবে মুমেন সেদিন আল্লাহর কাছ থেকে হক চাইবে। যখন তারা দখবে যে, তারা নাজাত পেয়ে গেছে, তখন তারা তাদের ভাইয়ের হক চেয়ে আরয করবে: হে মহান রব! (এরা) আমাদের ভাই (যাদেরকে তুমি দোযখে নিক্ষেপ করেছ তারা) আমাদের সাথে নামায পড়ত, আমাদের সাথে রোযা রাখত এবং আমাদের সাথে (সৎ) কর্ম করত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন: যাও, যার অন্তরে দীনারের ওজন পরিমাণ ঈমান পাবে তাকে (দোযখ থেকে) বের করে আন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের শরীরকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন। তখন তারা এদের কাছে আসবে। যখন তাদের কিছু সংখ্যাক পা পর্যন্ত এবং অনেকে গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে ডুবন্ত থাকবে। সুতরাং তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করে আনবে। তারপর ফিরে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, যার অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমানও আছে, তাকে বের করে আন। তখন তারা যাদেরকে চিনবে বের করে আনবে। তারপর তারা ফিরে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও বের করে আন। তখন তারা যাদেরকে চিনে তাদেরকে বের করে আনবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, তোমাদের যদি এতে বিশ্বাস না হয় তাহলে এ আয়াত পাঠ কর, (নিশ্চয় আল্লাহ অণু বরাবর ও অত্যাচার করেননা, যদি কোন নেকী থাকে তাহলে তা দ্বিগুণ করে দেন) সুতরাং নবীগণ, ফেরেশতা ও মুমিনগণ শাফাআত করবেন। তখন মহান সৃষ্টিকর্তা ইরশাদ করবেন, আমার শাফাআত (ক্ষমা ও মাগফিরাত) অবশিষ্ট রয়ে

গেছে। তখন তিনি দোযখ থেকে (জাহান্নামীদেরকে) মুষ্টিভরে বের করবেন, যারা জ্বলে কয়লার মত হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের পাদদেশে আবে হায়াতের নহরে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তারা এমনভাবে তরতাজা হয়ে বের হবে। যেমনিভাবে প্লাবিত স্থান হতে বীজ জন্মে। যা তোমরা কোন পাথর বা গাছের কাছে দেখে থাক। অতঃপর এগুলোর মধ্য থেকে যা সূর্যের দিকে হয় তা সবুজ হয় এবং যা ছায়ায় থাকে তা সাদা থেকে যায়। তাদেরকে যেন মুক্তার মত বের করা হবে। তাদের ঘাড়সমূহ মোহরাঙ্কিত করা হবে। তারপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। তখন বেহেশতবাসীরা বলবেন, এরা দয়াময় আল্লাহর মুক্তিপ্রাপ্ত যে, তাদের কে তিনি আমল করা ব্যতীত এবং পূর্বে কোন কল্যাণ কাজ প্রেরণ ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করে দিয়েছেন। অতঃপর সেই সকল (জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত) লোকদেরকে বলা হবে: তোমাদের জন্য যা তোমরা দেখেছ তা এবং এর অনুরূপ (অতিরিক্ত) রয়েছে।"[৩০]

১৩. ইমাম মুসলিম (২৬১ হি:)

ইমাম মুসলিম রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর বরাতে বর্ণনা করছেন যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: (হে আমার সাহাবা!) তোমাদের কাছে ইয়েমেন থেকে একজন লোক আসবে। তার নাম উয়াইস হবে। তোমাদের মধ্যে থেকে যে তার সাক্ষাত পাবে। সে যেন তার দ্বারা তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করায়। কেননা তিনি এমন নৈকট্যপ্রাপ্ত স্থানে অধিষ্ঠিত যে) যদি তিনি শপথ করে কোন কথা বলে দেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটাই করে দেবেন। যদি তোমরা তার দ্বারা তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাতে পার। তাহলে অবশ্যই তা করিয়ে নেবে। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত উসাইর ইবনে জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে এ হাদিসটি নিম্নে বর্ণিত ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন:

---

[৩০]. ১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ, باب قول الله :وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৭০৭, হাদিস : ৭০০১

২. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب معرفة طرق الرؤية খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদিস : ১৮৩

৩. নাসায়ী : আস সুনান, কিতাবুল ঈমান, باب زيادة الإيمان খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১১২, হাদিস : ৫০১০

أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوْ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.

"কুফাবাসীর একটি প্রতিনিধিদল হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট গেল। সেই দলে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে হযরত উয়াইস রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে কৌতুক করত। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে করনের অধিবাসী কেউ আছ কি? তখন সেই ব্যক্তি সম্মুখে আসল। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কাছে ইয়েমেন থেকে একজন লোক আসবেন। তার নাম উয়াইস হবে। ইয়েমেনে তার মাতা ছাড়া কেউ থাকবেনা। তার কুষ্ঠরোগ ছিল। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা একটি দীনার বা দিরহাম বরাবর সাদা দাগ ব্যতীত অবশিষ্ট দাগ দূর করে দিলেন। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার সাক্ষাত পাবে সে যেন তার দ্বারা তোমাদের মাগফিরাতের দোয়া করে নেয়।"[৩১]

ইমাম মুসলিম হযরত উয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ সৈয়্যদুনা ফারুকে আযম রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে তার সাক্ষাত এবং তার দ্বারা দোয়া করানোর বরাত দিয়ে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

যাতে এটাও আছে যে, 'لَوْ أَقْسَمَ عَلَي اللهِ لأَبَرَّهُ فإن اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ' "যদি সে কোন বিষয়ে আল্লাহর শপথ করে বসে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই

[৩১]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবা, باب من فضائل اويس قرني খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯৬৮, হাদিস : ২৫৪২
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০৩
৩. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৯-৮০
৪. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল কবির, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬৩

সেটা পূরণ করবেন। যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। তাহলে তোমরা তার দ্বারা মাগফিরাতের দোয়া করাবে)" হযরত উসাইর ইবনে জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন।

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ : أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ : الْكُوفَةَ، قَالَ : أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ : أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، قَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ.

"হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে ইয়েমেন থেকে যখন কোন দল আসত। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে আমের রয়েছে? অবশেষে একদিন হযরত উয়াইস রাদিআল্লাহু আনহু তার কাছে আসলেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি উয়াইস ইবনে আমের? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আপনি কি মুরাদ গোত্রের লোক? তিনি বললেন হ্যাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করন এর অধিবাসী? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আপনার কি কুষ্ঠরোগ ছিল এবং এক দিরহাম এর সমান স্থানে দাগ রয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট দাগ নিঃশেষ হয়ে গেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, ইয়েমেনবাসীদের প্রতিনিধিদলের সাথে তোমার নিকট মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি আসবেন। তার নাম উয়াইস ইবনে আমের হবে। তার কুষ্ঠরোগ ছিল এবং এক দিরহাম পরিমাণ ব্যতীত বাকী শরীর সুস্থ হয়ে গেছে। করন শহরে তার একজন মাতা আছে। যার সাথে তিনি অত্যন্ত উত্তম ব্যবহার করেন। তিনি যদি কোন জিনিসে আল্লাহর শপথ করে বসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই পূরণ করে দেবেন। যদি তোমাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়, তাহলে তোমরা তার দ্বারা ক্ষমার দোয়া করাবে। সুতরাং এখন আপনি আমার ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। হযরত উয়াইস করনী হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর জন্য দোয়া করলেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, এখন আপনি কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, কুফায় যাব। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি কি কুফার আমেলের নিকট আপনার জন্য একটি পত্র লিখে দেবনা? হযরত উয়াইস রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, দরিদ্র লোকদের সাথে থাকাকে আমি অধিক ভালবাসি। পরের বছর কুফার নেতৃস্থানীয় এক লোক হজ্বে আসল। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে তার সাক্ষাত হয়েছিল। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাকে হযরত উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি তাকে স্বল্প সরঞ্জামসহ কুড়েঘরে দেখে এসেছি। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তোমাদের কাছে

একটি দলের সাথে মুরাদ গোত্রের উয়াইস ইবনে আমের করন শহর হতে আসবেন। তার কুষ্ঠরোগ ছিল। এক দিরহাম পরিমাণ ব্যতীত সম্পূর্ণ রোগ সুস্থ হয়ে গেছে। তার একজন মাতা আছেন। তিনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আল্লাহর তা'আলার দরবারে যদি কোন বিষয়ে শপথ করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা পূরণ করে দেন। তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে তোমরা তার দ্বারা তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাবে। তারপর সেই লোকটি হযরত উয়াইসের কাছে গিয়ে বলল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র উত্তম সফর করে এসেছ।

তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। লোকটি পুনরায় বলল: আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র উত্তম সফর করে এসেছ। তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর বললেন, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে কি তোমার সাক্ষাত হয়েছিল? সে বলল, হ্যাঁ! তারপর হযরত উয়াইস তার জন্য এস্তে গফার করলেন, এতে লোকেরা হযরত উয়াইসের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হলেন এবং তিনি (হযরত উয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহু) সেখান থেকে চলে গেলেন।"[৩২]

১৪. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (২৭৯ হি:)

ইমাম তিরমিযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মুসলমানদের সত্ত্বার ওসীলা গ্রহণকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি স্বীয় কিতাব আল-জামেউস সহীহ এর আবওয়াবুল জিহাদের একটি বাবের শিরোনাম 'باب ماجاء فى الاستفتاح بعصاليك المسلين' অর্থাৎ মুসলমান দরিদ্রদের ওসীলায় বিজয় চাওয়া নির্ধারণ করেছেন। হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, আমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি:

اَبْغُونِي فِي ضُعَفَاءِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ.

---

৩২. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবা, باب من فضائل اويس قرني খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯৬৮, হাদিস : ২৫৪২

২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫৬, হাদিস : ৫৭১৯

৩. বায্যার : আল-মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৯, হাদিস : ৩৪২

"তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যকার দুর্বল লোকদের মধ্যে অন্বেষণ কর। কারণ তোমাদেরকে দুর্বল (এবং দরিদ্র) লোকদের কারণেই রিযিক প্রদান করা হয় এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়"[৩৩]

ইমাম তিরমিযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'মানাকিবে ওমর বিন খাত্তাবে' হযরত আবদুল্লাহ ইবেন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করছেন যে, নবী করিম সাহেবে লাউলাকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আবু জেহেল বা ওমর ইবনে খাত্তাব এর মধ্যে যে তোমার নিকট প্রিয় তার মাধ্যমে ইসলামে বিজয় দান করুন।

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

"হে আল্লাহ! আবু জেহেল কিংবা ওমর ইবনে খাত্তাবের মধ্যে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।"[৩৪]

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু অধিক প্রিয় ছিলেন।

ইমাম তিরমিযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আবওয়াবুত দাওয়াতে বর্ণনা করছেন যে, একজন অন্ধ সাহাবী সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দৃষ্টিশক্তি অর্জনের জন্য উপস্থিত হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করা কিংবা শিরকের বহিঃপ্রকাশের আশংকা করার পরিবর্তে নিজের ওসীলা নিয়ে তাকে দোয়া করার জন্য নির্দেশ দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফরমালেন, তুমি আল্লাহর দরবারে এ বাক্য দ্বারা দোয়া প্রার্থনা কর।

---

[৩৩]. তিরমিযি : আস সুনান, আবওয়াবুল জিহাদ, باب ماجاء فى الاستفتاح بعصاليك المسلين খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৬, হাদিস : ১৭০২

[৩৪]. ১. তিরমিযি : আস সুনান, আবওয়াবুল মানাকিব, باب مناقب عمر بن الخطاب খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬১৭, হাদিস : ৩৬৮১

২. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৫, হাদিস : ৫৬৯৬

৩. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, খন্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৩০৫, হাদিস : ৬৮৮১

৪. ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৫, হাদিস : ৭৫৯

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

"হে আল্লাহ! আমি রহমতের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আমার স্বীয় এ প্রয়োজনে আপনার মাধ্যমে স্বীয় রবের প্রতি মনোনিবেশ করছি, যাতে এ প্রয়োজন পূরণ হয়। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ ও শাফায়াত কবুল কর।"[৩৫]

১৫. আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী (৩১০ হি:)

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী 'وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا'[৩৬] আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর বরাতে উল্লেখ করছেন যে, ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করত:

أَنَّ يَهُوْدَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ. فَلَمَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الْعَرَبِ، كَفَرُوْا بِهِ، وَجَحَدُوْا مَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ أَخُوْ بَنِي سَلْمَةَ: يَا

---

[৩৫]. ১. তিরমিযি : আস সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, باب فى دعاء الضعيف খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৬৯, হাদিস : ৩৫৭৮

২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৭, হাদিস : ১৯৩০

৩. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৮

৪. নাসায়ী : আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা, পৃষ্ঠা : ৪১৮, হাদিস : ৬৬০

৫. বুখারী : আত তারিখুল কবির, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১০, ২০৯

৬. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭, ১৬৬

[৩৬]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৯

مَعْشَرَ يَهُوْدَ، اِتَّقُوْا اللهَ وَأَسْلِمُوْا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ، وَتُخْبِرُوْنَنَا أَنَّهُ مَبْعُوْثٌ، وَتَصِفُوْنَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ.

"ইহুদীরা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর বিজয় লাভ করার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করত। যখন আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'আলা আরবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে অস্বীকার করল এবং তারা স্বয়ং যা বলত তাও অস্বীকার করল। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং বনু সালমা গোত্রের হযরত বিশর ইবনে বারা রাদিআল্লাহু আনহুমা সেই ইহুদীদেরকে বলল, হে ইহুদীরা! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং ইসলাম কবুল কর (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা আমাদের উপর বিজয় লাভের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করতে। অথচ সে সময় আমরা মুশরিক ছিলাম এবং তোমরা আমাদেরকে বলতে যে, অতিসত্ত্বর সেই নবী প্রেরিত হবেন এবং তোমরা আমাদের কাছে তার গুণাবলী বর্ণনা করতে।"[৩৭]

১৬. ইমাম আবু মনসুর মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ মাতুরীদি (৩৩৩ হি:)

ইমাম আবু মনসুর মাতুরীদি ফিকহে হানফী ব্যতীত ইলমুল কালাম ও ইলমুল উসূলেরও ইমাম ছিলেন। তিনি ' وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ'[৩৮] এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার আগে ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

[৩৭]. ১. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭
৪. শরবিনী : তাফসীরু সিরাজুল মুনির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬
৫. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৬. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৭. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬

[৩৮]. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৯

প্রার্থনা করত। তিনি স্বীয় তাফসীর তাবিলাতে আহলিস সুন্নাহতে বর্ণনা করেছেন:

قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ أَنْصُرْنَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِيْ تَبْعَثُهُ فَلَمَّا لَمْ يَجِئْهُمْ عَلَى هَوَاهُمْ وَمُرَادِهِمْ كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

"ইহুদীরা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বলে দোয়া করতেন যে, ' اَللّٰهُمَّ أُنْصُرْنَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِيْ تَبْعَثُهُ ' (হে আল্লাহ! তোমার সেই নবীর ওসীলায় যাকে তুমি এখনও প্রেরণ করনি, আমাদেরকে সাহায্য কর) কিন্তু যখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কামনা অনুযায়ী (বনী ইসরাঈল থেকে) আসেননি, তখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অস্বীকার করল। অতঃপর (এরূপ জেনেশুনে) অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর লানত হোক।"[৩৯]

১৭. মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতেম রাযী (৩৫৪ হি:)

খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ইবনে আবু হাতেম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইমাম আলী রেযা ইবনে মুসা রাহমতুল্লাহি আলাইহির মাযার মুবারক প্রসঙ্গে স্বীয় মুশাহাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

مَا حَلَّتْ بِي شِدَّةٌ فِي وَقْتِ مَقَامِيْ بِطُوْسٍ، وَزُرْتُ قَبْرَ عَلِيِّ بْنُ مُوْسَى اَلرِّضَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى جَدِّهِ وَعَلَيْهِ وَدَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى إِزَالَتَهَا عَنِّي إِلاَّ اَسْتَجِيْبُ لِي، وَزَالَتْ عَنِّي تِلْكَ الشِّدَّةُ وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا.

'তাউস শহরে অবস্থানকালে যখনই আমার কোন কঠিন অবস্থা পেশ হত এবং হযরত ইমাম মুসা রেযা রাদিআল্লাহু আনহুর মাযার মুবারকে উপস্থিত হয়ে, খোদা তা'আলার কাছে সেই মুশকিল দূর করার জন্য দোয়া করতাম। তখন সেই দোয়া অবশ্যই কবুল হয়ে যেত এবং

[৩৯]. মাতুরিদী : তাবিলাতে আহলিস সুন্নাহ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০

মুশকিল দূর হয়ে যেত। এটা এমনই সত্য যা আমি বহুবার পরীক্ষা করেছি।"[৪০]

১৮. ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আজরী (৩৬০ হি:)

ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আজররী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর একজন মহান ইমাম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি স্বীয় কিতাব 'الشريعة'-তে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার আগে ইহুদীদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করার বরাত দিয়ে লিখেছেন:

وَكَانُوْا قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَاتِلُوْنَ الْعَرَبَ ، فَكَانَتِ الْعَرَبُ تَهْزِمُ الْيَهُوْدَ ، فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَعَالَوْا حَتَّى نَسْتَفْتِحَ قِتَالَنَا لِلْعَرَبِ بِمُحَمَّدٍ ، اَلَّذِيْ نَجِدُهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَنَا أَنَّهُ يَخْرُجُ نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ ، وَكَانُوْا إِذَا اِلْتَقُوْا قَالُوْا : اَللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا أَنَّكَ تُخْرِجُهُ إِلاَّ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ ، فَأَجَابَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَنَصَرَ الْيَهُودَ عَلَى الْعَرَبِ ، فَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَفَرُوْا بِهِ حَسَدًا مِّنْهُمْ لَهُ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ حَقٌّ ، لاَ شَكَّ فِيْهِ عِنْدَهُمْ ، فَلَعَنَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

"হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে ইহুদীরা আরবের সাথে যুদ্ধ করত। যখন আরবরা ইহুদীদেরকে পরাজিত করত। তখন ইহুদীরা একে অপরকে বলত, চল, আমরা আমাদের যুদ্ধে আরবদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করি। যার বর্ণনা আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, তিনি

[৪০]. ইবনে আবি হাতেম : কিতাবুস সিকাত, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৫৭, হাদিস : ১৪৪১১

আরবদের মধ্যেই প্রকাশ হবেন। যখন তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হত, তখন তারা এ দোয়া প্রার্থনা করত: 'اَللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا أَنَّكَ تُخْرِجُهُ إِلاَّ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ' হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাদেরকে আরবদের উপর সাহায্য ও বিজয় না দাও, তাহলে আমরা তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রেরণের ওয়াদা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ, তার ওসীলায় আমরা দোয়া করছি। অর্থাৎ আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয়দানে ধন্য কর। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করতেন। আল্লাহ ইহুদীদেরকে আরবদের বিরুদ্ধে সাহায্য করতেন। কিন্তু যখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন, তখন এ সকল ইহুদীরা তাঁকে সত্যনবী জেনেও হিংসার বশবর্তী হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করল। অথচ তাঁর প্রেরিত হবার বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ সংশয় ছিলনা। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর লানত করলেন এবং এ আয়াত নাযিল করলেন: 'وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ' (অথচ ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং নবীয়ে আখেরুজ্জমান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন মাজিদের ওসীলা নিয়ে) কাফেরদের উপর বিজয় লাভের দোয়া প্রার্থনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট সেই নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন সাথে নিয়ে তাশরীফ আনলেন যাকে তারা আগে থেকেই জানত, তাঁর অস্বীকারকারী হয়ে গেল।"[৪১]

ইমাম আজরী আরও বর্ণনা করছেন যে, খায়বর এর ইহুদীরা গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

[৪১]. ১. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
২. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৩. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৪. যেমহশরী : আল-কাশ্‌শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৫. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৬. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭
৭. শরবিনী : তাফসীরু সিরাজুল মুনির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬

ওসীলা নিয়ে দোয়া করত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা ইরশাদ করেছেন:

كَانَتْ يَهُوْدُ خَيْبَرَ تُقَاتِلُ غَطْفَانَ فَكُلَّمَا اِلْتَقُوْا هَزِمَتْ يَهُوْدَ ، فَعَاذَتْ بِهَذَا الدُّعَاءِ : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ اَلَّذِيْ وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلاَّ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ ، فَكَانُوْا إِذَا اِلْتَقُوْا دَعُوْا بِهَذَا فَهَزِمُوْا غَطْفَانَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ كَفَرُوْا بِهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يَعْنِي وَقَدْ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

"খায়বরের ইহুদীরা গাতফান গোত্রের সাথে প্রায় যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। যখন দুদল মুখোমুখি হল তখন ইহুদীরা পরাজিত হল। তারপর তারা এ দোয়া পড়ে পুনরায় আক্রমণ করল (হে আল্লাহ) যদি তুমি আমাদেরকে আরবদের উপর বিজয় ও সাহায্য না কর, তাহলে আমরা তোমার কাছে সেই নবীয়ে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করছি, যাঁকে তুমি আখেরী যমানায় আমাদের কাছে প্রেরণ করার ওয়াদা করেছ। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, যখনই তারা শত্রুর মুখোমুখি হল, তখনই তারা এ দোয়া পাঠ করল এবং গাতফান গোত্রকে পরাজিত করল। কিন্তু যখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন। তখন তারা তাকে অস্বীকার করল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করল। অথচ ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন মাজিদের ওসীলা নিয়ে কাফেরদের উপর বিজয় লাভের (দোয়া) প্রার্থনা করত। অতঃপর যখন তাদের কাছে সেই নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন সাথে নিয়ে তাশরীফ আনলেন যাকে তারা আগে থেকেই চিনত তখন

তাকেই অস্বীকার করে বসল, সুতরাং এরূপ জেনে শুনে অস্বীকার কারীদের উপর আল্লাহর লানত।"[৪২]

১৯. ইমাম সুলায়মান ইবনে আহমদ তবরানী (৩৬০ হি:)

ইমাম তরবানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে মাগফিরাত চাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ اَلذَّنْبَ الَّذِيْ أَذْنَبَهُ ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ : تَبَارَكَ اِسْمُكَ . لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِيْ إِلَى عَرْشِكَ فَإِذَا فِيْهِ مَكْتُوْبٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللهِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اِسْمَهُ مَعَ اِسْمِكَ . فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ اِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَلَوْلاَ هُوَ مَا خَلَقْتُكَ.

"যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের এজতেহাদী ভুল হয়ে যায়। তখন তিনি স্বীয় মস্তক মুবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করলেন এবং নিবেদন করলেন, হে প্রভূ! যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর, তাহলে আমি তোমার কাছে বহক্কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অহী করলেন এবং বললেনত, হে আদম! মুহাম্মদ কি এবং মুহাম্মদ কে? হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে মুবারক নামের অধিকারী। যখন তুমি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছ, তখন আমি মাথা উঠিয়ে তোমার আরশ দেখেছি, তখন আরশে (পায়াতে) লেখা ছিল لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللهِ, তাই আমি বুঝে নিলাম, তুমি যাঁর নামকে তোমার নামের

[৪২]. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৮

সাথে সংযুক্ত করে লেখেছ, তিনি তোমার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অধিক প্রিয় হবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। সৃষ্টিজগতে তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে সমস্ত নবীদের মধ্যে আখেরী নবী এবং তার উম্মত তোমার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ উম্মত এবং হে আদম! যদি তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হতেন, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতম না।"[৪৩]

ইমাম তরবানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজ সত্ত্বা এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করেছেন:

لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أَسَدِ بن هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ: رَحِمَكِ اللهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، وتُشْبِعِينِي وتَعْرَيْنَ، وتُكْسِينِي، وتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبًا، وتُطْعِمِينِي تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغَسَّلَ ثَلاثًا، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ سَكَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ الله ﷺ قَمِيصَهُ، فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ وَكَفَّنَهَا بِبُرْدٍ فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، وَأَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، وَعُمَرَ بن الْخَطَّابِ، وَغُلامًا أَسْوَدَ يَحْفُرُونَ فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ، وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ: فَاضْطَجَعَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ الَّذِي

[৪৩]. ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৪৮, হাদিস : ৬৫০২
২. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮
৩. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮৯
৪. সুয়ুতী : খাছায়েসুল কুবরা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬
৫. সুয়ুতী : আর রিয়াদুল আনিকা, পৃষ্ঠা : ৪৮

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وأَدْخَلُوها اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﷺ.

"যখন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিআল্লাহু আনহুর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশেম ওফাত পান, তখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট তাশরিফ আনেন এবং তার শিয়রে বসে গেলেন। তারপর ইরশাদ করলেন, হে আম্মাজান। আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর দয়া করুন। আমার শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের পর আপনিই আমার মা ছিলেন। আপনি আমাকে ক্ষুধার সময় তৃপ্ত সহকারে খাওয়াতেন এবং নিজে ক্ষুধার্ত থাকতেন। আপনি আমাকে কাপড় দিতেন এবং ভাল জিনিস নিজে না খেয়ে আমকে খাওয়াতেন, আপনি এসব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের ঘাতিরে করতেন। তারপর হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাকে তিনবার গোসল দেওয়া হোক। অতঃপর যখন কর্পুর এর পানি আনা হল তখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে পানি ঢেলে দিলেন। নিজের জামা খুলে তা তাকে পরিধান করে দিলেন এবং নিজ চাদর দিয়ে তাকে কাফন পরালেন। তারপর হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব এবং হাবশী গোলামকে কবর খনন করার জন্য ডাকলেন। যখন তারা লাহাদ পর্যন্ত পৌঁছালেন তখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিজ হাত মুবারক দ্বারা খনন করলেন এবং তা থেকে নিজ হাতে মাটি বের করলেন। যখন তা শেষ করলেন, তখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে শুয়ে গেলেন। তারপর ইরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি স্বয়ং চিরঞ্জীব। তাঁর মৃত্যু নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমার মাতা ফাতেমা

বিনতে আসাদকে ক্ষমা কর এবং তাকে প্রশ্ন করার সময় উত্তর দেবার শক্তি দান কর। তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমার পূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কেরামের ওসীলায় তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। নিশ্চয় তুমি সকল দয়ালুদের দয়ালু। তারপর হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার তাকবীর বললেন অর্থাৎ জানাযার নামায পড়ালেন। অতঃপর হযরত আব্বাস এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুমা তাকে কবরে অবতরণ করলেন।"[৪৪]

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতে হুজুরের ওসীলায়ে দোয়া করার বরাত দিয়ে হযরত উসমান ইবনে খুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহুর সেই প্রসিদ্ধ বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যাতে এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দৃষ্টিশক্তির জন্য আবেদন করল এবং এরপর হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাপূর্ণ ওসীলায় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। ইমাম তবরানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল-মু'জামুল কবির গ্রন্থে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসাল এরপর তার ওসীলা গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে এ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় কোন উদ্দেশ্য ও হাজতের জন্য বারবার হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে যাচ্ছিলেন। হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু আনহু তার দিকে দৃষ্টিও দিতেন না এবং তার হাজতের কথা ভাবতেননা। লোকটি তখন হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে এ অভিযোগ করল। হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, একটি লোটা নাও এবং অযু কর। তারপর মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়ে এটা বলবে: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَي '

[৪৪]. ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, খন্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৩৫১, হাদিস : ৮৭১
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩, ১৫২, হাদিস : ১৯১
৩. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২১
৪. ইবনে জওযী : আল ইলাল মুতনাহিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯, ২৬৮, হাদিস : ৪৩৩
৫. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৭, ২৫৬
৬. সমহুদী : ওয়াফাউল ওয়াফাবি আখবারি দারিল মুস্তাফা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৯৯
৭. আলবানী : আত তওয়াস্সুল, পৃষ্ঠা : ১০২

رَبِّي فَتَقْضِي لِي حَاجَتِي' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের নবীর ওসীলা নিয়ে তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার ওসীলায় স্বীয় রবের প্রতি মনোনিবেশ করছি যে, তিনি যেন আমার এ হাজত পূরণ করে দেন) এরপর স্বীয় হাজতের কথা উল্লেখ করবে। সে লোকটি চলে গেল এবং তাকে যা বলা হল, সে তাই করল। এরপর যখন সে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু আনহুর দরজায় আসল, তখন দারোয়ান এসে তাকে হাত ধরে হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট পৌছে দিল। হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু তাকে স্বীয় চাটাইয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হাজত আছে বল? সে তার হাজতের কথা বর্ণনা করল, তখন হযরত আমীরুল মুমেনীন রাদিআল্লাহু আনহু তার হাজত পূরণ করে দিলেন এবং বললেন, তুমি এতদিন পর্যন্ত তোমার হাজতের কথা কেন বলনি? তিনি তাকে এটাও বললেন যে, ভবিষ্যত যে কোন প্রয়োজন হলে, আমার কাছে চলে আসবে। লোকটি সেখান থেকে বিদায় হয়ে হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে আরয করল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি তো আমার হাজতের ব্যাপারে খেয়াল ও করতেননা এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করতেননা। অবশেষে আপনি তার নিকট আমার জন্য সুপারিশ করলেন। তখন হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন:

وَاللهِ مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : فَتَصَبَّرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ، قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ.

"আল্লাহর শপথ! আমি বলিনি বরং একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক অন্ধলোক আসল এবং

থেকে আওয়াজ আসল যে, নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"[৪৭]

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহুদী কর্তৃক হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের দোয়া করার বরাত দিয়ে বর্ণনা করছেনঃ

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : كَانَتْ يَهُوْدُ خَيْبَرَ تُقَاتِلُ غَطْفَانَ فَكُلَّمَا اِلْتَقُوْا هَزِمَتْ يَهُوْدَ ، فَعَاذَتْ بِهَذَا الدُّعَاءِ : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ اَلَّذِيْ وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجُهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلاَّ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ ، فَكَانُوْا إِذَا اِلْتَقُوْا دَعُوْا بِهَذَا فَهَزِمُوْا غَطْفَانَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ كَفَرُوْا ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَيْ بِكَ يَا مُحَمَّدُ.

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, খায়বরের ইহুদিরা গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। যখন দুদল যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, তখন ইহুদীরা পরাজিত হল। তারপর তারা এ দোয়া পাঠ করে পুনরায় আক্রমণ করল। হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাদেরকে আরবদের উপর বিজয় ও সাহায্য দান না কর, তাহলে আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, সেই উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় যাকে তুমি আখেরী যমানায় আমাদের জন্য প্রেরণের অঙ্গীকার করেছ, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী কর। ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, যখনই তারা শত্রুর সামনে আসল তখনই তারা এ দোয়াই পাঠ করল এবং গাতফান গোত্র কে পরাজিত করল। কিন্তু যখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করল, এ ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং নবীয়ে আখেরুযযমান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআনের ওসীলা নিয়ে কাফেরদের উপর বিজয়ী

[৪৭]. কুরতুবী : আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৬৫

হবার দোয়া প্রার্থনা করত। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনার ওসীলায় বিজয় লাভের দোয়া করত।"[৪৮]

২১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী (৪০৫ হি:)

ইমাম হাকেম আল-মুসতাদরক গ্রন্থে সৈয়দুনা উমর ফারুক হতে বর্ণনা করেন, কিভাবে হযরত আদম আলাইহিস সালাম হুজুর নবী অকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং স্রষ্টা সেই ওসীলার বদান্যতায় তার প্রার্থনাকে কবুল করে ধন্য করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَمَّا اِقْتَرَفَ آدَمُ اَلْخَطِيْئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ : يَا آدَمُ ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ، لأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَضِفْ إِلَى اِسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ اللهُ : صَدَقْتَ يَا آدَمُ ، إِنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اُدْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইজতেহাদী ভুল হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন: হে প্রভূ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করছি তুমি আমার দোয়া কর। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অথচ আমি এখনও তাঁকে সৃষ্টি করিনি? হযরত আদম

[৪৮]. ১. কুরতুবী : আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭
২. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৩. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৪. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৩. যেমহশরী : আল-কাশ্‌শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৫. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৬. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭

আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার মধ্যে রূহ সঞ্চালন করেছেন, তখন আমি শির উঠিয়ে দেখলাম যে, আরশের পায়সমূহে لا إله إلا الله محمد رسول الله লেখা ছিল। সুতরাং এতে আমি অবগত হলাম যে, তুমি যার নামকে নিজের নামের সাথে মিলয়ে লিপিবদ্ধ করেছ, তিনি আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। তিনি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর তুমি যেহেতু তাঁর ওসীলায় দোয়া করেছ এজন্য আমি তোমার দোয়া কবুল করে নিলাম। যদি আমি মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতামনা।"[৪৯]

ইমাম হাকেম রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত উসমান বিন হানীফ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার অভিযোগ করল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর ওসীলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার শিক্ষা দিলেন। হাদিসটির ভাষ্য নিম্নরূপঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَجَاءَهُ رَجُلٌ ضَرِيْرٌ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذِهَابُ بَصَرِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : اِئْتِ الْمِيْضَأَةَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ

[৪৯]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭২, হাদিস : ৪২২৮
২. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮৯
৩. ইবনে জওযী : আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃষ্ঠা : ৩৩
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৪, হাদিস : ৬৫০২
৩. সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮
৫. সুয়ূতী : আল-খাছায়েসুল কুবরা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬
৬. সুয়ূতী : আর রিয়াদুল আনিকা, পৃষ্ঠা : ৪৮, ইমাম হাকেম বলেন, এ হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَجَلِّي لِي عَنْ بَصَرِيْ ، اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ ، وَشَفِّعْنِيْ فِي نَفْسِيْ. قَالَ عُثْمَانُ : فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا ، وَلاَ طَالَ بِنَا الْحَدِيْثُ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرٌّ قَطُّ.

"হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, আমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, যখন তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে দৃষ্টিশক্তি খর্ব হয়ে যাবার অভিযোগ করে আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে পথ দেখানোর কেউ নেই এবং আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইরশাদ করলেন, অযু করার জন্য পানির পাত্র এনে অযু করে নাও এবং দু'রাকাত নামায পড়। তারপর বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ওসীলায় নত হচ্ছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনার ওসীলায় আপনার রবের প্রতি নত হচ্ছি, যেন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নবীর শাফায়াতকে আমার হকে এবং আমার দোয়াকে ও আমার হকে কবুল কর। হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু বলছেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা মজলিশ থেকে তখন ও উঠিনি এবং বেশী কথাবার্তাও হয়নি। ইতিমধ্যে ঐ লোকটি সুস্থ চক্ষুসহকারে প্রবেশ করল। যেন তার কোন অন্ধত্বই ছিলনা।"[৫০]

ইমাম হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু عام الرماده (খরা ও ধ্বংসের বছর) হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহু কে

[৫০]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৭, হাদিস : ১৯৩০
২. নাসায়ী : আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, পৃষ্ঠা : ৪১৮, হাদিস : ৬৬০
৩. বুখারী : আত তারিখুল কবির, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০৯, ২১০
৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৮
৫. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৬৭
৬. সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ৪-১২৩
৭. ইবনে কাসীর : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৫৯

ওসীলা বানিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন। তারপর মানুষকে খুতবা প্রদান করেছেন:

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، يُعَظِّمُهُ ، وَيُفْخِمُهُ ، وَيَبَرُّ قِسْمُهُ فَاقْتَدُوْا، أَيُّهَا النَّاسُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ ، وَاتَّخِذُوْهُ وَسِيْلَةً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَا نَزَلَ بِكُمْ.

"হে লোকেরা! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে এমন মনে করতেন, যেমনি পুত্র পিতাকে মনে করেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করতেন এবং তার শপথ সমূহ পূরণ করতেন। হে লোকেরা! তোমরাও হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর এবং তাঁকে আল্লাহর দরবারে ওসীলা বানাও যেন তিনি তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"[৫১]

তারপর হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা এ দোয়া করলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِل بَلَاء إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَلَمْ يُكْشَف إِلَّا بِتَوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْم بِي إِلَيْك لِمَكَانِي مِنْ نَبِيّك ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْك بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْك بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْث.

"হে লোকেরা! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে এমন মনে করতেন, যেমনি পুত্র পিতাকে মনে করেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করতেন এবং তার শপথ সমূহ পূরণ করতেন। হে লোকেরা! তোমরাও হযরত আব্বাস

[৫১]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৪
২. আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭
৩. যুরকানী : শরহুস যুরকানী আলা মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২

রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর এবং তাঁকে আল্লাহর দরবারে ওসীলা বানাও যেন তিনি তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"[৫২]

তারপর হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা এ দোয়া করলেন:

আল্লাহ গুনাহের কারণেই বালা (দুঃখ) নাযিল হয় এবং শুধু তওবাই সেই বালা মুসিবতকে দূর করে দেয়। লোকেরা আমাকে তোমার দরবারে তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে ওসীলা বানিয়েছেন এবং আমাদের এই গুনাহে ভরপুর হাত তোমার সামনে রয়েছে ও আমাদের কপাল তওবা করে তোমার সম্মুখে ঝুকে আছে। আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।"

২২. ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আবদুল্লাহ আসবাহানী (৪৩০ হি:)

ইমাম আবু নাঈম আসবাহানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করছেন, একদা অনাবৃষ্টির সময়কালে একজন যাযাবর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহর দরবারে ওসীলা বানিয়ে আরয করলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ ، هَلَكَ الْمَالُ ، وَجَاعَ الْعِيَالُ ، فَادْعُ اللهَ لَنَا ، فَرَفَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا رَيْيَ فِي السَّمَاءِ قُزْعَةٌ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمْعَةَ الْأُخْرَى ، فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِي أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وغَرَقَ الْمَالَ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ : فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ.

[৫২]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৪
২. আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭
৩. যুরকানী : শরহুস যুরকানী আলা মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২

"ইয়া রাসুলুল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিবার পরিজন সন্তান সন্ততিরা খরায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার জন্য হাত মুবারক উঠিয়ে দিলেন। সেই সময় আকাশে মেঘের কোন টুকরো ছিলনা। সেই খোদার শপথ, যার কুদরতী হাতে আমার আত্মা, এখন ও তিনি দোয়া শেষ করেননি যে, পাহাড়ের ন্যায় বিরাটকার মেঘমালা এসে গেল। অতঃপর এখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে আরোহন করেননি। এমতাবস্থায় পানির ফোটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারকে পতিত হচ্ছিল। সুতরাং সারাদিন বর্ষণ হতে থাকল। পরের দিন, আবার এরপরের দিন, এভাবে দ্বিতীয় জুমার দিন আসল। তখনও বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। এক যাযাবর কিংবা অপর কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! বাড়ীঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে, সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি হাত মুবারক উঠালেন এবং ইরশাদ করলেন: হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি হোক। আমাদের উপর না হোক। বর্ণনাকারী বলেন, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘকে যে দিকে ইশারা করতেন মেঘ সে দিকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেত।"[৫৩]

২৩. ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী (৪৫৮ হি:)

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি দালায়িলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় প্রার্থনা করার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বীয় কিতাবে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কোন মওযু রেওয়ায়েত তাতে উল্লেখ করবেননা। ইমাম বায়হাকী স্বীয় সনদে বর্ণনা করছেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : لَمَّا اِقْتَرَفَ آدَمُ اَلخَطِيْئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ : يَا آدَمُ ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ، لأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ

[৫৩]. আবু নায়ীম ইসবাহানী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, পৃষ্ঠা : ৩৮৩

فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَضِفْ إِلَى اِسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ اللهُ : صَدَقْتَ يَا آدَمُ ، إِنَّهُ لأُحِبُّ الخَلْقَ إِلَيَّ وَإِذَا سَأَلْتَنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

"হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইজতেহাদী ভুল হয়েছিল, তখন তিনি বললেন, হে প্রভূ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করছি, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনেছ? আমি তো এখনও তাঁকে সৃষ্টি করিনি। হযরত আদম আলাইহিস সালাম আরয করলেন? হে আল্লাহ! যখন তুমি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছ এবং আমার মধ্যে রূহ সঞ্চালন করেছ, তখন আমি শির উঠিয়ে দেখলাম যে, আরশের পায়াসমূহে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللهِ লেখা ছিল। সুতরাং আতে আমি অবগত হলাম যে, তুমি যাঁর নামকে নিজের নামের সাথে মিলিয়ে লিপিবদ্ধ করেছ। তিনি তোমার কাছে সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ, তিনি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তুমি যেহেতু তাঁর ওসীলার দোয়া করেছ। এ কারণে আমি তোমার দোয়া কবুল করে নিলাম। যদি আমি মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করতাম,ন তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতামনা।"[৫৪]

[৫৪]. ১. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮৯
৩. ইবনে জওযী : আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃষ্ঠা : ৩৩
৪. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৪, হাদিস : ৬৫০২
৩. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮
৫. সুয়ুতী : আল-খাছায়েসুল কুবরা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬
৬. সুয়ুতী : আর রিয়াদুল আনিকা, পৃষ্ঠা : ৪৮

ইমাম তবরানীও এ হাদিসটি স্বীয় সনদে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[৫৫] ইমাম ইবনে জওযীও এ হাদিসটি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন এবং একই বিষয়বস্তুর হাদিস হযরত মাইসারাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে ও বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি দালায়িলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু হতে রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।[৫৭] তাছাড়া একই কিতাবের ১৪৭ পৃঃ এবং আস্ সুনানুল কুবরাতে তিনি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমার ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করার ঘটনাও বর্ণনা করেছেন।[৫৮]

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস ' اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ' এর ব্যাখ্যায় ইমাম বায়হাকী রাহমতুল্লাহি আলাইহির বরাতে এক বেদুইনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন:

جَاءَ رَجُل أَعْرَابِيّ إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، أَتَيْنَاك وَمَا لَنَا بَعِير يَئِطّ ، وَلَا صَبِيّ يَغِطّ . ثُمَّ أَنْشَدَهُ شِعْرًا يَقُول فِيهِ :

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَار النَّاس إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ

"একজন বেদুঈন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা আপনার খেদমতে এমতাবস্থায় উপস্থিত হয়েছি যে, না আমাদের কাছে কোন উট ছিল, যা দৌড়ে এসে যেত এবং না কোন

[৫৫]. তাবারানী : আল-মু'জামুস সগীর, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮২, ৮৩
[৫৬]. ইবনে জওযী : আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃষ্ঠা : ৩৩
[৫৭]. ১. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৬৭
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৭, হাদিস : ১৯৩০
৩. নাসায়ী : আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, পৃষ্ঠা : ৪১৮, হাদিস : ৬৬০
৪. বুখারী : আত তারিখুল কবির, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০৯, ২১০
৫. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৮
[৫৮]. ১. বায়হাকী : আস সুনানুল কুবরা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৫২
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৪
৩. আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭
৪. যুরকানী : শরহুস যুরকানী আলা মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২

শিশু ছিল যে, ক্রন্দন করে আসত। তারপর সে এ পংক্তি আবৃত্তি করল:

আপনি ব্যতিত আমাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং (হেদায়তের প্রত্যাশী) লোকেরা পালিয়ে নবীগণ ছাড়া আর কার কাছে যেতে পারে।"[৫৯]

২৪. আল্লামা ইবনে আবদুল বর মালেকী (৪৬৩ হিঃ)

আল্লামা ইবনে আবদুল বর রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'আল-ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু বয়োজৈষ্ঠ্য সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কুস্তনতুনিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। শত্রুর সীমানার নিকটবর্তী স্থানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি অসিয়ত করলেন:

إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلُوْنِي فَإِذَا صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادْفِنُوْنِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ.

"যখন আমি ওফাত প্রাপ্ত হব, তখন আমার শরীরকে তোমরা বহন করে নিয়ে যাবে। তারপর যখন শত্রুদের সামনে সারিবদ্ধ হবে, তখন আমাকে তোমাদের কদমের নীচে দাফন করে দেবে।"[৬০]

সুতরাং তার অসিয়ত অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে ইসলামের মুজাহিদগণ তাকে কিল্লার পাদদেশে দাফন করে দেন এবং শত্রুদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, যদি এ মহান মর্যাদাবান সাহাবীয়ে রাসূলের কবরের অসম্মান করা হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের কোন গীর্জা নিরাপদ থাকবেনা। সুতরাং শত্রুরাও তাঁর কবর মুবারককে সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হল এবং দ্রুত লোকেরা তাঁর ফয়ুয ও বরকাত সম্বন্ধে অবগত হলেন। সেখানে গমণকারীদের দোয়া অবশ্যই কবুল হত। আল্লামা ইবনে আবদুল বর রাহমতুল্লাহি আলাইহি আরও বর্ণনা করছেন:

وَقَبْرُ أَبِي أَيُّوْبَ قُرْبُ سُوْرِهَا مَعْلُوْمٌ إِلَى الْيَوْمِ مُعَظَّمٌ يُسْتَسْقُوْنَ بِهِ فَيُسْقَوْنَ.

"হযরত আবু আইয়ুব রাদিআল্লাহু আনহুর কবর দূর্গের গলির পাশে। সকলে অবগত আছেন যে, সেখানে গিয়ে লোকেরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাতে বৃষ্টি পতিত হয়।"[৬১]

[৫৯]. আসকালানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৫, ৪৯৬
[৬০]. ইবনে আবদিল বর : আল ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৪, ৪০৫

কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ও অলীয়ে কামেল হযরত মারুফ করখী রাহমতুল্লাহি আলাইহির ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, তার কবর মুবারকের ওসীলা নিয়ে লোকজন শেফা লাভের জন্য দোয়া করত। ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত মারুফ করখী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে নিজের পরীক্ষিত বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেছেন:

كَانَ مِنَ الْمَشَائِخِ الْكِبَارِ مُجَابُ الدَّعْوَةِ يَسْتَشْفِى بِقَبْرِهِ، يَقُوْلُ الْبَغْدَادِيُّوْنَ : قَبْرٌ مَعْرُوْفٌ تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ.

"তিনি অত্যন্ত বুযর্গ মাশায়েখদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুল হত। আজও তার কবর মুবারকের পাশে দাঁড়িয়ে আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা হয়। বাগদাদবাসীরা বলেন, হযরত মারুফ করখী রাহমতুল্লাহি আলাইহির কবর মুবারক এ জন্য অত্যন্ত পরীক্ষিত।"[৬৪]

২৬. ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল গাজ্জালী (৫০৫ হি:)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল গাজ্জালী ইহয়াউল উলূমুদ্দীনের আদাবুস সফর এর অধীনে বলছেন:

وَيَدْخُلُ فِى جُمْلَتِهِ زِيَارَةُ قُبُوْرَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمِ وَزِيَارَةُ قُبُوْرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ، وَكُلُّ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِمُشَاهَدَتِهِ فِى حَيَاتِهِ يَتَبَرَّكُ بِزِيَارَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

"সফরের দ্বিতীয় প্রকারে আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবা, তাবেয়ীন এবং অপরাপর ওলামা ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারসমূহ যিয়ারত করাও অন্তর্ভূক্ত। যে সকল লোকের জীবদ্দশাতে সাক্ষাত করলে বরকত অর্জন করা যায়। ওফাতের পরও তাদের যিয়ারতে বরকত অর্জন করা যায়।"[৬৫]

[৬৪]. ১. কুশাইরী : আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, পৃষ্ঠা : ৪১
২. খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২২
৩. ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৪

[৬৫]. গাজালী : ইহয়াউল উলুমুদ্দীন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৭

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আশি'য়াতুল লুমআত গ্রন্থে ওফাতের পর তাওয়াস্‌সুলের বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালীর বরাতে বলেছেন:

'হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: যাদের কাছ থেকে জীবদ্দশাতে সাহায্য অর্জন করা যায়, তাদের কাছ থেকে বেসালের পরও সাহায্য চাওয়া যায়। মাশায়েখ কেরামের মধ্যে কোন একজন বলেছেন, আমি চারজন বুযর্গকে দেখেছি যে, তারা যেভাবে স্বীয় জীবদ্দশাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তেমনিভাবে আপন কবরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন; বরং এর চেয়েও অধিক করতে পারেন। তারা হচ্ছেন শায়খ মারুফ করখী রাহমতুল্লাহি আলাইহি দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এবং তারা ব্যতীত আরও দুজনের নাম নিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এই চারজনে সীমাবদ্ধ ছিলনা; বরং স্বীয় মুশাহাদা বর্ণনাই ছিল উদ্দেশ্য।'[৬৬]

২৭. ইমাম জারুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর যেমখশরী (৫৩৮ হি:)

মক্কা মুকাররামায় ইমাম যমখশরী দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। এ কারণে তার নাম জারুল্লাহ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ৪৬৭ হিজরিতে যমখশর (খাওয়া রিজম) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় তাফসীর কাশ্‌শাফে ইহুদীগণ কর্তৃক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করার বরাত দিয়ে লেখেছেন:

﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذين كَفَرُواْ﴾ يَسْتَنْصِرُوْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ إِذَا قَاتَلُوْهُمْ قَالُوْا : اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِيْ نَجِدُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَيَقُوْلُوْنَ لأَعْدَائِهِمْ الْمُشْرِكِيْنَ : قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيْقِ مَا قُلْنَا فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ .

"তারা (ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে) কাফেরদের উপর সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করত। অর্থাৎ মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার কাছে সফলতার জন্য দোয়া করত। যখন

[৬৬]. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : আশি'য়াতুল লুমআত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭১৫

তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করত তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দোয়া করত: হে আল্লাহ! আখেরী যমানায় আগমনকারী যেই নবীর গুণাবলী আমরা (স্বীয় কিতাব) তাওরাতে পেয়েছি। তাঁর ওসীলায় আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান কর। সেই ইহুদীরা তাদের মুশরিক শত্রুদের কে বলত, অতিসত্ত্বর এই যমানা আসবে, যখন সেই নবী এ কথার সত্যায়ন করে তাশরীফ আনবেন, যা আমরা বর্ণনা করছি। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে আদ ও সমূদ জাতির ন্যায় হত্যা করব।"[৬৭]

২৮. কাজী আয়ায (৫৪৪ হি:)

কাজী আয়ায মালেকী (৫৪৪ হি:) বর্ণনা করছেন যে, একদা খলিফা আবু জাফর মনসুর (১৫৮ হি:) মদিনা মুনাওয়ারা আসলেন এবং তিনি ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন:

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُوْ أَمْ أَسْتَقْبِلْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ وَلِمَ تَصَرَّفَ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةَ أَبِيْكَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلْ اِسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفَعْ بِهِ فَيُشَفِّعَهُ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

'হে আবু আবদুল্লাহ! আমি কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ যিয়ারত করার সময় দোয়া করার জন্য কিবলা মূখী হব, নাকি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক মুখ করব? ইমাম মালেক রাহমতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন হে আমীর! তুমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৬৭]. ১. যেমহশরী : আল-কাশ্‌শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
২. শরবিনী : তাফসীরু সিরাজুল মুনির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬
৩. কুরতুবী : আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭
৪. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৫. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৬. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৭. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭

ওয়াসাল্লামের দিকে থেকে কেন মুখ ফিরাবে, অথচ তিনি তোমাদের জন্য এবং তোমাদের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামের জন্য কিয়ামতের দিনে ওসীলা হবেন? বরং তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ কর (মুনাজাত কর) এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ এর অন্বেষনকারী হয়ে দোয়া কর। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সামনে তোমার জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, এবং হে হাবীব! যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করে বসত। তারপর আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যেত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তবে তারা এই ওসীলা ও শাফাআতের কারণে অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী দয়ালু পেত।'[৬৮]

এ ঘটনা কাজী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আল্লামা সবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি শেফাউস সেকাম গ্রন্থে, আল্লামা সমহুদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি খুলাসাতুল ওয়াফা গ্রন্থে, ইমাম কুস্তলানী আল-মওয়াহেবুল লুদুনিয়া গ্রন্থে, ইবনে জামা হেদায়তুস সালেক গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনে হাজর হাইতমী আল-জওহারুল মুনাজ্জিম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কাজী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি শেফা গ্রন্থে সহীহ ও মশহুর বহু হাদিস দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালামের নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানোর কথা বর্ণনা করেছেন।[৬৯] তাছাড়া তিনি স্বীয় কিতাবের باب الزيارة، باب فضل النبي এবং আরও অনেক বাবে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও ফযিলত সমূহ বর্ণনা করেছেন।

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীন শিক্ষাদান করতেন। রাসুলের আশেকগণ সেই মিম্বরকে ও হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য

[৬৮]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯৬
[৬৯]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৭, ২২৮

www.AmarIslam.com

নিদর্শনাবলির মত প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন এবং তা দ্বারা বরকত অর্জন করতেন। কাজী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করছেন:

وَرُؤِيَ اِبْنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ.

'আর হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু কে দেখা যেত যে, তিনি মিম্বরে নববীর যে স্থানে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রাখতেন তা নিজ হাতে স্পর্শ করে নিজ চেহারায় মাখতেন।'[৭০]

কাজী আয়ায রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করছেন যে, হযরত খালেদ বিন অলিদ রাদিআল্লাহু আনহু যুদ্ধের ময়দানে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক এর ওসীলায় বরকত অর্জন করতেন। তিনি বর্ণনা করছেন:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ نَجْدَةَ قَالَتْ : وَكَانَتْ قَلَنْسُوَّةُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرِهِ ﷺ فَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَّتُهُ فِي بَعْضِ حُرُوْبِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا شِدَّةً أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ كَثْرَةً مَنْ قَتَلَ فِيْهَا فَقَالَ : لَمْ أَفْعَلْهَا بِسَبَبِ الْقَلَنْسُوَّةِ بَلْ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ شَعْرِهِ ﷺ لِئَلاَّ أَسْلَبَ بَرَكَتَهَا وَتَقَعُ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِيْنَ.

'হযরত সুফিয়্যা বিনতে নাজদাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ বিন অলিদ রাদিআল্লাহু আনহু এর টুপিতে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি চুল মুবারক ছিল। যখন সেই টুপি কোন জিহাদে পড়ে যায়, তখন তিনি তা নেওয়ার জন্য তীব্র গতিতে দৌড়ে গেলেন। যখন সেই জিহাদে অধিক সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হল, তখন লোকেরা তার নিকট অভিযোগ করল। তিনি বললেন: আমি শুধু টুপি নেওয়ার জন্য এত তড়িঘড়ি করিনি বরং সেই টুপিতে হুজুর নবী আকাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক ছিল। আমি ভয় করেছিলাম যে, যদি তাতে

[৭০]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন মুশরিকের হাত গলে যায়, তাহলে এর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব।'[৭১]

২৯. সৈয়্যদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (৫৬১ হি:)

হুজুর গাউসে আযম রাদিআল্লাহু আনহু মুসিবত ও কষ্টের সময় ওসীলা নিয়ে হাজত পূরণের বরাত দিয়ে বলেছেন:

مَنِ اسْتَغَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كَشَفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِي بِاسْمِيْ فِي شِدَّةٍ فُرِّجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللهِ فِي حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُوْرَةُ الإِخْلَاصِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللهِ بَعْدَ السَّلَامِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُنِي ثُمَّ يَخْطُوْا إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ إِحْدَى عَشْرَةَ خَطْوَةً وَيَذْكُرُ إِسْمِيْ وَيَذْكُرُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَى بِإِذْنِ اللهِ.

'যে ব্যক্তি কোন কষ্টের সময় আমার ওসীলা নিয়ে সাহায্যের আবেদন করবেন। তার সেই কষ্ট দূর করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় আমার নাম নেবে তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। যে কোন হাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার ওসীলা পেশ করবে, তার হাজত পূরণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায আদায় করবে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। সালাম ফেরানোর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করবে, তারপর ইরাকের দিকে এগার কদম যাবে। আমার নাম নিয়ে নিজ হাজত বর্ণনা করবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তার হাজত পূরণ করে দেওয়া হবে।'[৭২]

আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আত্তাযনী হালবী কলায়েদুল জাওয়াহের এ বর্ণনা করছেন যে, এরপর এ পংক্তি আবৃত্তি করবে:

أَيُدْرِكُنِيْ ضَيْمٌ وَأَنْتَ ذَخِيْرِيْ وَأَظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ

[৭১]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬১৯
[৭২]. শাতনুফী : বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা : ১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'আমার উপর কিভাবে অত্যাচার করা হবে, যখন আপনিই আমার ধনভান্ডার। দুনিয়াতে আমার উপর কিভাবে অত্যাচার করা হবে, যখন আপনি আমার সাহায্যকারী?'

وَعَارٌ عَلَي حَامِي الحِمَي وَهُوَ مُنْجِدِيْ إِذَا ضَلَّ فِي الْبَيْدَاءِ عِقَالُ بَعِيْرِيْ

(হুজুর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু আনহুর আশ্রয়ে থাকাবস্থায় যদি মরুভূমিতে আমার উটের রশি হারিয়ে যায়, তাহলে একথাটি রক্ষণের জন্য লজ্জার বিষয়)

এর চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাতে গাউসিয়ার নিয়ম স্বয়ং সৈয়দুনা গাউসে আযম রাদিআল্লাহু আনহু শিক্ষা দিয়েছেন, যা আল্লামা আলী বিন ইউসুফ আল্লাখমিনী আশশতনুনী, তারপর আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আত্তাযফী আল হালাবী (৯৬০ হি:) তারপর মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি[৭৩] এবং শায়কেখ মুহাক্কেক শাহ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী[৭৪] বর্ণনা করেছেন।

নুযহাতুল খাতের ওয়াল ফাতের গ্রন্থে মোল্লা আলী ক্বারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ওসীলা গ্রহণ করার বরাতে হুজুর গাউসে আযম রাদিআল্লাহু আনহুর এ বাণী উল্লেখ করেছেন:

مَنِ اسْتَغَاثَ بِي فِي كُرْبَةٍ كَشَفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِي بِاسْمِيْ فِي شِدَّةٍ فُرِّجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَي اللهِ فِي حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهُ.

'যে কেউ কোন দুঃখ দুর্দশায় আমার কাছে সাহায্য চাইবে, তার দুঃখদুর্দশা দূর হবে এবং যে বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আমাকে ডাকবে, তাহলে সেই বিপদ চলে যাবে। যে কোন হাজতের সময় মহান রবের কাছে আমাকে ওসীলা বানাবে তার হাজত পূরণ হবে।'[৭৫]

৩০. শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (৫৮৬ হি:)

হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাযকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সুলতান মাহমুদ গজনবী সোমনাথ যুদ্ধে এক নাজুক পর্যায়ে হযরত খাজা আবুল হাসান খিরক্বানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির জুব্বার ওসীলা পেশ করেছেন। এতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে বিজয় ও

[৭৩]. মোল্লা আলী কারী : নুযহাতুল খাতের ওয়াল ফাতের, পৃষ্ঠা : ৭৯
[৭৪]. আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী : যুবদাতুল আসরার, পৃষ্ঠা : ১০১
[৭৫]. মোল্লা আলী কারী : নুযহাতুল খাতের ওয়াল ফাতের, পৃষ্ঠা : ৬১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহায্য দান করেন। হযরত শায়খ ফরীদুদ্দিন আত্তার রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাযকিরাতুল আউলিয়ার ৩৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন:

"সুলতান মাহমুদ গজনভীর কাছে হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির জুব্বা মুবারক ছিল। সোমনাথ যুদ্ধের এক পর্যায়ে আশংকা করা হল যে, মুসলমানরা পরাজিত হবে। সুলতান মাহমুদ গজনভী হঠাৎ ঘোড়া থেকে নেমে এক পাশে চলে গেলেন এবং সেই জুব্বা হাতে নিয়ে সিজদায় গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করলেন:

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ بِبَرْكَةِ صَاحِبِ هَذِهِ الْخِرْقَةِ وَكُلُّ مَنْ يَحْصُلُ لِيْ مِنْ أَمْوَالِ الْغَنِيْمَةِ فَهُوَ صَدْقَةٌ عَلَي الْفُقَرَاءِ.

হে আল্লাহ! এ জুব্বার মালিকের ওসীলায় আমাদেরকে কাফেরদের উপর সাহায্য ও বিজয় দান কর এবং যত গণীমতের মাল হাতে আসবে তা সবই দরিদ্রদের জন্য সদকা করা হবে।"[৭৬]

এরপর শায়খ ফরীদুদ্দিন আত্তার রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন:

"হঠাৎ শত্রু পক্ষে শোরগোল শুরু হল, অন্ধকার তাদেরকে ঢেকে ফেলল এবং কাফেররা একে অপরকে হত্যা করতে লাগল ও বিভিন্ন অংশে ভাগ হয়ে গেল। ইসলামী বাহিনী বিজয় অর্জন করল। সেই রাতে মাহমুদ গজনভী হযরত আবুল হাসান খিরকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কে স্বপ্নে বলতে শুনেন:

يَا مَحْمُوْدُ لِمَ تَعْرِفُ مَكَانَةَ خِرْقَتِنَا فِي حَضْرَةِ اللهِ، وَلَوْ سَأَلْتَ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِسْلَامَ جَمِيْعُ الْكُفَّارِ لَأَسْلَمُوْا.

হে মাহমুদ! তুমি আল্লাহর দরবারে আমার জুব্বার যথার্থ মর্যাদা করনি। যদি তুমি সে সময় আল্লাহর দরবারে সকল কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করার আবেদন করতে। তাহলে তারা সকলেই ইসলাম কবুল করত।"[৭৭]

৩১. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জওযী (৫৯৭ হি:)

আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা এর প্রথম অধ্যায়ে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানোর

[৭৬]. ফরিদুদ্দীন আত্তার : তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা : ৩৪৪
[৭৭]. ফরিদুদ্দীন আত্তার : তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা : ৩৪৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কথা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আল্লামা ইবনে জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইহুদীগণ কর্তৃক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় বিজয় প্রার্থনা করার রেওয়ায়েতও উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন:

إِنَّ يَهُودَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ.

'নিশ্চয় ইহুদীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার আগে আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে বিজয়ের প্রার্থনা করত।'[৭৮]

আল্লামা ইবনে জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনীর উপর লিখিত স্বীয় সিফাতুস সফওয়া গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম বিন ইসহাক হারবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সম্বন্ধে লেখছেন:

وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ يَتَبَرَّكُ بِهِ النَّاسِ.

'এবং তাঁর কবর (স্বীয় ফয়েয ও বরকতের দিক থেকে) প্রসিদ্ধ। লোকেরা এর দ্বারা বরকত হাসিল করে থাকে।'[৭৯]

৩২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি:)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ' আয়াত শরীফের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেছেন:

[৭৮]. ১. ইবনে জওযী : আল-ওয়াফা বি আহওয়ালির মুস্তাফা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. কুরতুবী : আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭
৪. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৫. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৬. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৭. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭

[৭৯]. ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَنَّ الْيَهُودَ مِنْ قَبْلِ مَبْعَثِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَنُزُوْلُ الْقُرْآنِ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ ، أَيْ يَسْأَلُوْنَ الْفَتْحَ وَالنُّصْرَةَ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنُ : اَللَّهُمَّ اِفْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الأُمِّي.

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার এবং কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইহুদীরা তার ওসীলা নিয়ে বিজয়ের দোয়া প্রার্থনা করত। অর্থাৎ বিজয় ও সাহায্য প্রার্থনা করত। তারা এ বাক্য বলত, হে আল্লাহ! আমাদেরকে উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় সাহায্য ও বিজয় দান করুন।"[৮০]

ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ'[৮১] আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন:

وَثَالِثُهَا : اَلأَنْبِيَاءُ ، وَهُمُ الَّذِيْنَ أَعْطَاهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْمَعَارِفِ مَا لأَجْلِهِ بِهَا يَقْدِرُوْنُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي بَوَاطِنِ الخَلْقِ وَأَرْوَاحِهِمْ ، وَأَيْضاً أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لأَجْلِهِ يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي ظَوَاهِرِ الخَلْقِ.

"তাদের মধ্যে তৃতীয় নম্বর হচ্ছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তারা এমন বুযর্গ যাদেরকে মহান রব এলম ও মারেফাত এ পরিমাণ দান করেছেন, যা দ্বারা তারা মাখলুকের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও তাদের রূহ সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন এবং তাদেরকে এ পরিমাণ কুদরত ও শক্তি দিয়েছেন, যা দ্বারা মাখলুকের প্রকাশ্য অবস্থার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।"[৮২]

[৮০]. ১. ইমাম রাযী : তাফসীরে কবির, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮০
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৪. কুরতুবী : আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭
৫. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৬. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭

[৮১]. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৮৯

[৮২]. ইমাম রাযী : তাফসীরে কবির, খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৫৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম রাযী রাহমতুল্লাহি আলাইহি অত্যাচার ও ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার জন্য ওসীলা গ্রহণ ও সাহায্য প্রার্থনার বৈধতার উপর ' فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ '[৮৩] আয়াতের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন:

وَاعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِالنَّاسِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ جَائِزَةٌ فِي الشَّرِيْعَةِ.

"এবং এটা জেনে রেখ যে, শরীয়তে অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য মাখলুকের সাহায্য নেওয়া বৈধ।"[৮৪]

৩৩. আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী (৬২০ হি:)

আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী আল-মুগনী গ্রন্থে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সুপারিশ চাওয়া, তার রওযা শরীফের ওসীলা নেওয়া এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে ওসীলা গ্রহণ ও সাহায্য গ্রহণেরপ্রতি উৎসাহ দিতে গিয়ে বর্ণনা করছেন:

ثُمَّ تَأْتِي الْقَبْرَ فَتُوَلِّي ظَهْرَكَ الْقِبْلَةَ ، وَتَسْتَقْبِلُ وَسَطَهُ ، وَتَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَخِيرَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ ، وَدَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَعَبَدْتَ اللهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كَثِيرًا ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ، اللَّهُمَّ اجْزِ عَنَّا نَبِيَّنَا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ

[৮৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪২

[৮৪]. ইমাম রাযী : তাফসীরে কবির, খন্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ১১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي ، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي. إِلَى آخِرِ كَلَامِ ابْنِ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي فَانْظُرْ إِلَى الِاسْتِشْفَاعِ بِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ.

"কবরে আনওয়ারের যিয়ারতের নিয়ম হচ্ছে এটা যে, তুমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ারে আসবে এবং স্বীয় পিঠকে কেবলার দিকে করবে ও কবরের মধ্য অংশের দিকে মুখ করে এটা বলবে: হে নবী! আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ অবতীর্ণ হোক, হে আল্লাহর নবী ও তার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনার উপর নিরাপত্তা হোক। এতটুকু বলার পর এটা বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই সর্বোত্তম প্রতিদান দান কর, যা তুমি কোন আম্বিয়া ও মুরসালীনের মধ্যে কাউকে দান করনি। তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে (মক্কামে মাহমুদ) পৌঁছে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছে। যেই মকামের কারণে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই তার প্রতি ঈর্ষা করে। এতটুকু বলে এটা বলবে, হে আল্লাহ! তোমার এই বাণী সত্য এবং হে হাবীব! যদি সেই লোকেরা স্বীয় প্রাণের উপর অত্যাচার করে আপনার সমীপে হাজির হয়ে যেত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত, তাহলে তারা এ ওসীলা ও শাহাদাতের ভিত্তিতে অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী অত্যন্ত দয়ালু পেত। হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আমি আপনার পবিত্র দরবারে স্বীয় গুনাহের ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে আপনাকে ওসীলা হিসেবে পেশ করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। এ দলীল উল্লেখ করে ইবনে কুদামা রাহমতুল্লাহি আলাইহি এর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন: হে আপত্তিকারী হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শাফায়াত প্রার্থনা করা লক্ষ্য কর। অথচ তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কবরে আনওয়ারে তাশরীফ নিয়ে আছেন।"[৮৫]

[৮৫]. ইবনে কুদামা : আল-মুগনী, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৪. ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইবনে শারফ আন নববী (৬৭৬ হি:)

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-মজমু' গ্রন্থে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ ও তাঁর কবরে আনওয়ারের পাশে দাড়িয়ে শাফায়াতের প্রার্থনার বৈধতা বিষয়ে লেখেছেন:

وَأَعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهَمِّ الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحُ الْمَسَاعِيِّ...

إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْقَبْرَ الْكَرِيْمَ فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارُ الْقَبْرِ،

عَاضَ الطَّرْفُ فِي مَقَامِ الْهَيْبَةِ وَالإِجْلاَلِ فَيَقُوْلُ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ

اللهِ... إِلَى أَنْ قَالَ : وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ.

"এবং জ্ঞাতব্য যে, নিঃসন্দেহে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ারের যিয়ারত সকল নৈকট্য সমূহের চেয়ে অধিক নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম এবং সমস্ত প্রচেষ্টা সমূহের মধ্যে অধিক সফলতা অর্জনের উপায়। তারপর বলেছেন, তারপর যিয়ারতকারী ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ারের পাশে এসে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে। কবরে আনওয়ারের দেয়াল তার সামনে থাকবে এবং স্বীয় দৃষ্টিকে ভীতি ও মহামহিম মর্যাদার প্রতি মনোনিবেশ করে এরূপ বলবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তারপর (যিয়ারতকারী) হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় আত্মার জন্য ওসীলা বানাবে এবং আল্লাহর দরবারে তাকে ওসীলা হিসেবে পেশ করবে।"[৮৬]

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-মজমু' গ্রন্থে নবীর ওসীলা গ্রহণ এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারকের পাশে দাড়িয়ে শাফায়াত প্রার্থনার বৈধতা প্রসঙ্গে উতবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির বরাত দিয়ে বর্ণনা করছেন:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا

رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ اللهُ يَقُوْلُ : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ

[৮৬]. ইমাম নববী : আল-মজমু', খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا﴾ وَقَدْ جِئْتُكَ

مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِيْ مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّيْ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ :

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالأَكَمُ فِيْهِ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

"আমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এক বেদুঈন আসল এবং সে বলল: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ আমি কুরআন করিমের আয়াত "এবং হে হাবীব! যদি সেই লোকেরা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করত। আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে যেত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তখন তারা এ ওসীলা এবং শাফায়াতের ভিত্তিতে অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী অত্যন্ত দয়ালু পেত।" শুনেছি এবং আপনার কাছে এসেছি যে, আপনার সম্মুখে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আপনার ওসীলায় আল্লাহর নিকট শাফাআত প্রার্থনা করব। তারপর সে এ পংক্তিমালা পাঠ করেন: (যাদের হাড়সমূহ ময়দানসমূহে দাফন করা হয়েছে এবং সে সবের সুগন্ধে ময়দান ও ঠিলা মুখরিত হয়েছে। ওহে সে সকল পূণ্যাত্মাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব। আমার প্রাণ সেই কবরের প্রতি উৎসর্গ হোক। আপনি যার বাসিন্দা, যাতে রয়েছে পরহেযগারী, দানশীলতাও বদান্যতা।)"[৮৭]

ইমাম নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুল আযকারে باب الأذكار فى الإستسقاء অধীনে যাত তথা ব্যক্তিসত্ত্বার ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রসঙ্গে স্বীয় আকীদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যার তাকওয়া পরহেজগারী প্রসিদ্ধ, তাহলে তার যাত এর ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থন কর এবং এভাবে দোয়া কর।

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার অমুক মকবুল বান্দার ওসীলায় বৃষ্টি ও শাফাআত কামনা করছি। যেমন বুখারী শরীফে আছে যে, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা

[৮৭]. ইমাম নববী : আল-মজমু', খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন।[৮৮] ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এটাও বলেছেন যে, হযরত মুয়াবিয়া প্রমূখ[৮৯] হতে উত্তম ও মুত্তাকী লোকের ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা সাব্যস্ত আছে।"[৯০]

ইমাম আবু যকরিয়া বিন শরিফ নববী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুল আযকারের ২৭১ পৃষ্ঠায় লেখেছেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর পাদ্বয় অবশ হয়ে গেল। এক ব্যক্তি তাকে বলল:

أُذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ.

"আপনি আপনার কাছে সকল মানুষের চেয়ে যিনি অধিক প্রিয় তার কথা স্মরণ করুন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! তিনি তখনই সুস্থ হয়ে গেলেন। যেন তাকে বন্দী থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।"[৯১]

এভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে এক ব্যক্তির পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার কাছে সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় ব্যক্তির কথা স্মরণ কর। সে বলল, হে মুহাম্মদ! তখন তার পা সুস্থ হয়ে গেল।[৯২]

৩৫. ইমাম কামালুদ্দিন ইবনে হুম্মাম হানাফী (৬৮১ হি:)

ইমাম কামালুদ্দিন ইবনে হুম্মাম হানফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফতহুল কদির গ্রন্থে বর্ণনা করছেন যে, দোয়াপ্রার্থী আল্লাহ তা'আলার দরবারে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় স্বীয় হাজত পেশ করবে। তারপর হুজুর আকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাফাআতের আবেদন করবে এবং এভাবে আরয করবে:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللهِ.

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে শাফায়াতের আবেদন করছি এবং ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার জন্য ওসীলা বানাচ্ছি।"[৯৩]

---

[৮৮]. বুখারী : আস্ সহীহ, আবওয়াবুল ইস্তিস্কা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৯৬৩
[৮৯]. ইবনে সাআদ : আত তাবকাতুল কুবরা, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৪৪
[৯০]. নব্বী : কিতাবুল আযকার, باب الأذكار في الإستسقاء পৃষ্ঠা : ১৪০
[৯১]. নব্বী : কিতাবুল আযকার, পৃষ্ঠা : ২৭১
[৯২]. নব্বী : কিতাবুল আযকার, পৃষ্ঠা : ২৭১
[৯৩]. ইবনে হুমাম : ফতহুল কদির, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৬. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আন নসফী (৭১০ হি:)

ইমাম আবুল বরকাত আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আননসফী হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফাসসির ছিলেন। তিনি তাফসীর মাদারেক ব্যতীত কানযুদ্দাকায়েক এর মত ইলমী ও ফন্নী গ্রন্থ সমূহেরও লিখক। তিনি স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আয়াত ' وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ' এর বর্ণনায় ইহুদীগণ কর্তৃক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করার বরাতে লিখেন যে, ইহুদীরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করত, তখন তাঁর অসীরায় আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করত:

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِيْ نَجِدُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَيَقُوْلُوْنَ لِأَعْدَائِهِمُ الْمُشْرِكِيْنَ : قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيْقِ مَا قُلْنَا فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই নবীর ওসীলায় সাহায্য করুন যিনি আখেরী যমানায় প্রেরিত হবেন এবং যাঁর গুণাবলি আমরা তাওরাতে পাচ্ছি। সেই ইহুদীরা স্বীয় মুশরিক শত্রুদেরকে বলত, অতিসত্ত্বর এমন যুগ আসবে যে, সেই নবী এই কথার সত্যায়িত করে তাশরিফ আনবেন, যা আমরা বলছি, অতঃপর আমরা তার সাথে মিলে তোমাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির মত হত্যা করব।"[৯৪]

ইমাম নসফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সূরা ফাতেহার আয়াত ' إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ' এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:

وَقُدِّمَتِ الْعِبَادَةُ عَلَى الِاسْتِعَانَةِ لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْوَسِيْلَةِ قَبْلَ طَلَبِ الْحَاجَةِ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ.

---

[৯৪]. ১. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৪. কুরতুবী : আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭
৫. রাযী : তাফসীরে কবির, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮০
৬. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'বর্ণিত আয়াতে ইবাদতকে ইস্তেআনাত বা সাহায্য প্রার্থনা করার আগে আনা হয়েছে। কেননা হাজত প্রার্থনার পূর্বে ইবাদতের ওসীলা পেশ করা দোয়া কবুল হবার জন্য উত্তম।'[৯৫]

ইমাম নসফী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সূরা আরাফের আয়াত ' وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ' এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ لَمَّا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى هَذَا الْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَهُوَ الإِيمَانُ.

'এবং তারা বলবে: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদেরকে এখানে পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। (এখানে هَذَا অর্থ ঈমান অর্থাৎ) এই ঈমানের বদৌলতে যা এ মহান সফলতা অর্জনের ওসীলা।'[৯৬]

৩৭. ইমাম কামালুদ্দীন যমলকানী (৭২৭ হি:)

ইমাম কামালুদ্দিন যমলকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণতার সাথে সাথে অশেষ তীক্ষ্ম মেধাবী এবং সুদক্ষ চিন্তাবিদ ছিলেন। আল্লামা ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নিবহানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (১৩৫০ হি:) বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় তার অনেক অলংকার পূর্ণ কসীদা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এতে তিনি ওসীলা গ্রহণ ও সাহায্য চাওয়ার অস্বীকারকারীদেরকে খন্ডন করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন:

يَا صَاحِبَ الْجَاهِ عِنْدَ خَالِقِهِ ... مَا رَدَّ جَاهَكَ إِلاَّ كُلُّ أَفَّاكِ

হে দয়ালু মাহবুব! যিনি স্বীয় খালেক ও মালিকের কাছে মহান মর্যাদার অধিকারী। আপনার সেই খোদাপ্রদত্ত পদমর্যাদার অস্বীকার শুধু মিথ্যা অপবাদকারীরাই করেছে।

أَنْتَ الْوَجِيهُ عَلَى رَغْمِ الْعِدَا أَبَدًا ... أَنْتَ الشَّفِيعُ لِفَتَّاكٍ وَنَسَّاكِ

আপনি শত্রু ও মন্দ লোকদের সন্তুষ্টির বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত অধিক মর্যাদাও নৈকট্য অর্জনকারী। আপনিই অত্যচার ও শত্রুতার শিকার এবং ইবাদত গুজার লোকদের সুপারিশকারী।

[৯৫]. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০
[৯৬]. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلاَ حَظَيْتَ بِجَاهِ الْمُصْطَفَى أَبَدًا ... وَمَنْ أَعَانَكَ فِي الدُّنْيَا وَوَالاَكَ

হে অস্বীকারকারী! প্রিয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামর্যাদা ও বদান্যতার দ্বারা অকাট্যভাবে তোমার কোন উপকার নসীব না হোক। আর দুনিয়াতে তোমার সাহায্যকারী ও বন্ধুদের ও কোন উপকার না হোক।[৯৭]

৩৮. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি:)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাওয়াসসুল (ওসীলা গ্রহণ) প্রসঙ্গে স্বীয় কিতাব قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণী ' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ' এর ব্যাখ্যায় লেখেছেন:

فَابْتِغَاءُ الْوَسِيلَةِ إِلَى اللهِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ تَوَسَّلَ إِلَى اللهِ بِالإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ وَاتِّبَاعِهِ. وَهَذَا التَّوَسُّلُ بِالإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ، بَاطِناً وَظَاهِراً، فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، فِي مَشْهَدِهِ وَمُغِيبِهِ، لاَ يَسْقُطُ التَّوَسُّلُ بِالإِيمَانِ بِهِ وَبِطَاعَتِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَلاَ بِعُذْرٍ مِنَ الأَعْذَارِ، وَلاَ طَرِيقَ إِلَى كَرَامَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَالنَّجَاةِ مِنْ هَوَانِهِ وَعَذَابِهِ إِلاَّ التَّوَسُّلُ بِالإِيمَانِ بِهِ وَبِطَاعَتِهِ. وَهُوَ ﷺ شَفِيعُ الْخَلاَئِقِ صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، فَهُوَ أَعْظَمُ الشُّفَعَاءِ قَدْراً وَأَعْلاَهُمْ جَاهاً عِنْدَ اللهِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى عَنْ مُوسَى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا﴾ وَقَالَ عَنِ الْمَسِيحِ: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾. وَمُحَمَّدٌ ﷺ أَعْظَمُ جَاهاً مِنْ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، لَكِنَّ شَفَاعَتَهُ وَدُعَاؤُهُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهِمَا مَنْ شَفَعَ لَهُ الرَّسُولُ وَدَعَا لَهُ، فَمَنْ دَعَا لَهُ الرَّسُولُ وَشَفَعَ لَهُ تَوَسَّلَ إِلَى اللهِ بِشَفَاعَتِهِ وَدُعَائِهِ، كَمَا كَانَ

[৯৭]. নবহানী : শওয়ায়িদুল হক, পৃষ্ঠা : ২৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَصْحَابُهُ يَتَوَسَّلُوْنَ إِلَى اللهِ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ، وَكَمَا يَتَوَسَّلُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا.

'আল্লাহ তা'আলার দরবারে ওসীলা পেশ করা শুধু হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এবং তার আনুগত্যের কারণেই। আর হুজুরের আনুগত্য ও তাঁর প্রতি ঈমানের কারণে এ ওসীলা গ্রহণ করা প্রত্যেকের উপর সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে ও গোপনে এবং তার জীবদ্দশাতে ও ওফাতের পর মওজুদ ও গায়েব অবস্থায় ফরয। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোন অবস্থাতে কোন মানুষের পক্ষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান ও আনুগত্যের বিষয়টি কোন ওযরের কারণে রহিত হতে পারেনা। আল্লাহর রহমত পর্যন্ত পৌছার জন্য ও তার আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও তার আনুগত্যকে ওসীলা বানানোটাই একমাত্র পথ। কেননা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মখলুকের শাফায়াতকারী ও মক্বামে মাহমুদের মালিক, যার প্রতি পূর্বাপর সকলেই ঈর্ষা করবেন। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সবচেয়ে মহান এবং সকল শাফায়াতকারীর মধ্যে সবেচেয়ে উচ্চ। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে তিনি সম্মানিত মর্যাদাবান ছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে দুটোতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত নবীগণ আলাইহি হতে অধিক মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও দোয়া দ্বারা শুধু সেই ব্যক্তিই উপকৃত হবে, যার জন্য তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত ও দোয়া করবেন। অতঃপর যার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়াত ও দোয়া করবেন, সেই ব্যক্তিই তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও দোয়াকে ওসীলা বানাবে, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহু ওসীলা বানাতেন।'[৯৮]

একদা আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানো বৈধ কিনা? তখন তিনি এটাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। আল-ফতওয়া আল কুবরার ভাষ্য নিম্নরূপ:

هَلْ يَجُوزُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لله ، أَمَّا التَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَطَاعَتِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَبِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَفْعَالِ الْعِبَادِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي حَقِّهِ . فَهُوَ مَشْرُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

'আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হল: হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানো বৈধ কিনা? তখন তিনি বললেন, আল হামদুলিল্লাহ! হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্য তার মুহাব্বত। তাঁর উপর সালাত ও সালাম, তার দোয়া ও শাফায়াত এবং তেমনি ভাবে তার কার্যাবলি এবং হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকে বান্দার সেই আহকাম যা তাদের জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে, এসবকে ওসীলা বানানো মুসলমানদের ঐক্যমতে শরিয়ত সম্মত।'[৯৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আরও বর্ণনা করছেন:

"সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হায়াতে তাঁকে ওসীলা বানাতেন এবং তার বেসাল মুবারকের পরে তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা গ্রহণ করেছেন।[১০০] যেভাবে তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ করতেন।"[১০১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আরও লেখেছেন:

---

৯৮. ইবনে তাইমিয়া : কায়েদা জলিলাহ ফিত তাওয়াসসুলে ওয়াল উসিলা, পৃষ্ঠা : ৫-৬
৯৯. ইবনে তাইমিয়া : আল-ফতওয়া আল কুবরা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪০
১০০. বুখারী : আস্ সহীহ, আবওয়াবুল ইস্তিস্কা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৯৬৩
১০১. ইবনে তাইমিয়া : মজমু' ফতওয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَنَقُوْلُ : قَوْلُ السَّائِلِ لله : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، أَوْ بِجَاهِ فُلاَنٍ أَوْ بِحُرْمَةِ فُلاَنٍ. يَقْتَضِي أَنَّ هَؤُلاَءِ لَهُمْ عِنْدَ الله جَاهٌ، وَهَذَا صَحِيْحٌ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ لَهُمْ عِنْدَ الله مَنْزِلَةٌ وَجَاهٌ وَحُرْمَةٌ يَقْتَضِي أَنْ يَرْفَعَ الله دَرَجَاتَهُمْ وَيُعَظِّمُ أَقْدَارَهُمْ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ إِذَا شَفِعُوْا، مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾.

"আমরা এটা বলি যে, যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী এটা বলে যে, আমি তোমার কাছে অমুকের ওসীলায় এবং অমুক ফেরেশতা আম্বিয়া ও নেককার প্রমুখের ওসীলায় প্রার্থনা করছি। অথবা অমুকের মর্যাদা ও অমুকের সম্মানের ওসীলায় প্রার্থনা করছি। এ দোয়ার অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে এসকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মর্যাদা রয়েছে এবং এ দোয়া করা বিশুদ্ধ। কেননা আল্লাহর কাছে সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদার স্তর সমুন্নত করবেন। তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবেন এবং যখন তারা শাফায়াত করবেন, তখন তাদের শাফাফাত কবুল করবেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কে তার নিকট শাফায়াত করতে পারে।"[১০২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাওয়াস্‌সুলের হাদিস 'يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَي رَبِّكَ فِي حَاجَتِي' এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করছেন:

وَكَذَلِكَ مِمَّا يُشْرَعُ التَّوَسُّلُ بِهِ فِي الدُّعَاءِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ شَخْصًا أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَتَوَسَّلُ بِك إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي لِيَقْضِيَهَا اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِالنَّبِيِّ فَفِيْهِ حَدِيْثٌ فِي

[১০২]. ইবনে তাইমিয়া : মজমু' ফতওয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

السُّنَنِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : إِنِّي أُصِبْتُ فِي بَصَرِي فَادْعُ الله لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْأَلُك وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَشَفَّعُ بِك فِي رَدِّ بَصَرِي . اللَّهُمَّ شَفِّعْ نَبِيَّك فِيَّ وَقَالَ : فَإِنْ كَانَتْ لَك حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَرَدَّ الله بَصَرَهُ.

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রিসালতের বরাত দিয়ে আস্ সারিমুল মাসলুল গ্রন্থে লিখেছেন:

وَ بِالْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ قِيَامَ دِيْنُ الله فِي الأَرْضِ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوةُ الله وَ سَلاَمِهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، فَلَوْلاَ الرُّسُلُ لِمَا عَبَدَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ لَمَّا عَلِمَ النَّاسُ أَكْثَرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَ الصِّفَاتِ الْعُلَى وَ لاَ كَانَتْ لَهُ شَرِيْعَةٌ فِي الأَرْضِ.

"সারকথা হচ্ছে একজন জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকের অবগত থাকা উচিত যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের প্রতিষ্ঠা শুধু রাসুলদের মাধ্যমেই হয়েছে। যদি রাসুল আগমন না করতেন তাহলে লা শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হতনা এবং মানুষ আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা ও উচ্চ সিফাত (আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ ও গুণাবলি) সম্বন্ধে জানতনা। যে সকল নাম ও গুণের উপযোগী শুধু তিনিই এবং তার শরিয়তও বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতনা।"[১০৩]

৩৯. আল্লামা আহমদ বিন আবদুল লতিফ আশ শরজী আল হানাফী (৭৩৫ হি:)

আল্লামা শরজী লেখেছেন যে, যে ব্যক্তির কোন হাজত হবে, তাহলে সে চার রাকাত নামায এই নিয়মে পড়বে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস দশবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ইখলাস ত্রিশবার চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ইখলাস চল্লিশ বার পড়বে। নামায শেষ করে এভাবে দোয়া করবে তাহলে তার দোয়া কবুল হবে।

[১০৩]. ইবনে তাইমিয়া : আস সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা : ২৪৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ وَجَلاَلِكَ وَبِحَقِّ هَذَا الإِسْمِ الأَعْظَمِ وَبِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِيْ وَتُبْلِغُنِيْ سُوْئِى.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার নূর, তোমার মহানত্ব, এই ইসমে আযম এবং তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করছি। তুমি আমার হাজত পূরণ করে দাও আমার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।"[১০৪]

৪০. ইমাম ইবনুল হাজ আল ফাসী (৭৩৭ হি:)

ইমাম ইবনুল হাজ আল ফাসী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে কঠোরতা আরোপকারী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য করা হলেও তিনি স্বীয় কিতাব আল-মাদখাল এর মধ্যে যিয়ারতের আদব এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নেওয়া ও সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। নিচে তার কিতাব থেকে কিছু উদ্ধৃতি বর্ণনা করা গেল।

ثُمَّ يَتَوَسَّلُ بِأَهْلِ تِلْكَ الْمَقَابِرِ أَعْنِي بِالصَّالِحِينَ مِنْهُمْ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدِيهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِأَقَارِبِهِ وَلِأَهْلِ تِلْكَ الْمَقَابِرِ وَلِأَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَحْيَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَلِمَنْ غَابَ عَنْهُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَيَجْأَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ عِنْدَهُمْ وَيُكْثِرُ التَّوَسُّلَ بِهِمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اجْتَبَاهُمْ وَشَرَّفَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ فَكَمَا نَفَعَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَفِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ ، فَمَنْ أَرَادَ حَاجَةً فَلْيَذْهَبْ إِلَيْهِمْ وَيَتَوَسَّلُ بِهِمْ ، فَإِنَّهُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَخَلْقِهِ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ وَعُلِمَ مَا للهِ تَعَالَى بِهِمْ مِنَ الاعْتِنَاءِ ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ، وَمَا زَالَ النَّاسُ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَالْأَكَابِرِ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ مَشْرِقًا وَمَغْرِبًا يَتَبَرَّكُونَ بِزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ وَيَجِدُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ حِسًّا وَمَعْنًى.

[১০৪]. কিতাবুল ফওয়ায়েদ ফিস সালাতে ওয়াল আওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা : ৬৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"তারপর স্বীয় হাজত সমূহ পূরণ এবং গুনাহের ক্ষমার জন্য আউলিয়া কেরামের ওসীলা পেশ করবে। অতঃপর নিজের জন্য মাতাপিতা, মাশায়েখ ও নিকটাত্মীয়দের জন্য কবরবাসীদের জন্য এবং জীবিত মৃত সকল মুসলমান ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাদের সন্তানদের জন্য ও যে সকল ভাই অনুপস্থিত তাদের সকলের জন্য দোয়া করবে। সেই সকল আউলিয়ায়ে কেরামের পাশে দাড়িয়ে নম্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে এবং অধিকহারে তাদের ওসীলা পেশ করবে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দানে ধন্য করেছেন। যেমনিভাবে দুনিয়াতে তাদের দ্বারা উপকার দান করেছেন। আখিরাতে এর চেয়ে ও অধিক উপকার রয়েছে। যে ব্যক্তি কোন হাজতের ইচ্ছা করবে তাহলে সে এ সকল বুজুর্গগণের পাশে গিয়ে তাদের ওসীলা পেশ করবে। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মাখলুকের মধ্যে মাধ্যম স্বরূপ।

শরিয়তে প্রমাণিত ও সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ তা'আলা এসকল বুযর্গগণের কতইনা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এ বিষয়টি বেশী ঘটেছে এবং প্রসিদ্ধ যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পূর্বসূরী প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম আউলিয়া কেরামের মাজার সমূহের যিয়ারত করে বরকত হাসিল করতে থাকেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে এর বরকত লাভে ধন্য হচ্ছেন।"[১০৫]

ইমাম ইবনুল হাজ আল ফাসী শায়খ ইমাম আবু আবদুল্লাহ আন নোমানের বাণী উল্লেখ করছেন যে, আউলিয়ায়ে কেরামের কবরের পাশে দোয়া করা এবং তাদেরকে ওসীলা বাজানো আমাদের মুহাক্কিক ওলামা ও আইম্মায়ে দ্বীনের আমল। শায়খ ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনুন নূমান রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফরমাচ্ছেন:

تَحَقَّقَ لِذَوِي الْبَصَائِرِ ، وَالِاعْتِبَارِ أَنَّ زِيَارَةَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ مَحْبُوبَةٌ لِأَجْلِ التَّبَرُّكِ مَعَ الِاعْتِبَارِ ، فَإِنَّ بَرَكَةَ الصَّالِحِينَ جَارِيَةٌ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ كَمَا كَانَتْ فِي حَيَاتِهِمْ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ ، وَالتَّشَفُّعُ بِهِمْ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ.

[১০৫]. ইবনুল হাজ্ব : আল-মদখল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"সূক্ষ্মদর্শী ও গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রমাণিত যে, আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহ যিয়ারত বরকত ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য পছন্দনীয়। কেননা আউলিয়ায়ে কেরামের বরকত তাদের (যাহেরী) জিন্দেগীর ন্যায় বেসালের পর ও চালু থাকে। আউলিয়ায়ে কেরামের কবর সমূহের নিকট দোয়া করা এবং তাদেরকে ওসীলা বানানো আমাদের মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে দ্বীনের আমল।"[১০৬]

এরপর ফরমাচ্ছেন যে, স্বীয় হাজত সমূহ পূরণ করা এবং গুনাহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের ওসীলা পেশ করবে। তাদের বদৌলতে সাহায্যের আবেদন করবে এবং স্বীয় হাজতসমূহ তাদের কাছ থেকে চাইবে। দৃঢ়বিশ্বাস রাখবে যে, তাদের বরকতে দোয়া কবুল হবে। তিনি ফরমাচ্ছেন:

وَأَمَّا عَظِيمُ جَنَابِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَيَأْتِي إِلَيْهِمْ الزَّائِرُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ قَصْدُهُمْ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ ، فَإِذَا جَاءَ إِلَيْهِمْ فَلْيَتَّصِفْ بِالذُّلِّ ، وَالِانْكِسَارِ ، وَالْمَسْكَنَةِ ، وَالْفَقْرِ ، وَالْفَاقَةِ ، وَالْحَاجَةِ ، وَالِاضْطِرَارِ ، وَالْخُضُوعِ وَيُحْضِرْ قَلْبَهُ وَخَاطِرَهُ إِلَيْهِمْ ، وَإِلَى مُشَاهَدَتِهِمْ بِعَيْنِ قَلْبِهِ لَا بِعَيْنِ بَصَرِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَبْلَوْنَ وَلَا يَتَغَيَّرُونَ ، ثُمَّ يُثْنِي عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَيَتَرَضَّى عَنْ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ يَتَرَحَّمُ عَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، ثُمَّ يَتَوَسَّلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِهِمْ فِي قَضَاءِ مَآرِبِهِ وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ وَيَسْتَغِيثُ بِهِمْ وَيَطْلُبُ حَوَائِجَهُ مِنْهُمْ وَيَجْزِمُ بِالْإِجَابَةِ بِبَرَكَتِهِمْ وَيُقَوِّي حُسْنَ ظَنِّهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ بَابُ اللهِ الْمَفْتُوحِ ، وَجَرَتْ سُنَّتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَبِسَبَبِهِمْ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ فَلْيُرْسِلْ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَذِكْرِ مَا

[১০৬]. ইবনুল হাজ্ব : আল-মদখল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ حَوَائِجِهِ وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ وَسَتْرِ عُيُوبِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ السَّادَةُ الْكِرَامُ ، وَالْكِرَامُ لَا يَرُدُّونَ مَنْ سَأَلَهُمْ وَلَا مَنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ ، وَلَا مَنْ قَصَدَهُمْ وَلَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِمْ.

"যিয়ারতকারী আম্বিয়া ও রাসূল আলাইহিমুস সালামের মহান দরবারে উপস্থিত হবে এবং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে দূর দূরান্ত থেকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করবে। যখন তাদের দরবারে উপস্থিত হবে তখন অনুনয়, বিনয়, দারিদ্রতা, অভাব, হাজত, দুর্বলতা ও বিনম্রতার গুণে গুণান্বিত হবে। স্বীয় অন্তর ও খেয়াল কে তাদের দরবারে উপস্থিত করবে। মাথার চক্ষুতে নয় বরং অন্তরের চক্ষু দিয়ে তাদের যিয়ারতের প্রতি মনোনিবেশ করবে। কেননা আম্বিয়া ই কেরামের শরীর মুবারকে ময়লা ও পরিবর্তন সৃষ্টি হয়না। তারপর আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য মর্যাদানুযায়ী প্রশংসা, তা'রীফ করবে। আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর দরূদ প্রেরণ করবে। তাদের সাহাবীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির দোয়া করবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুযায়ী জীবন পরিচালনকারীদের জন্য রহমতের দোয়া করবে। তারপর স্বীয় হাজত সমূহ পূরণ ও যাবতীয় গুনাহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে আম্বিয়া-ই কেরামের ওসীলা পেশ করবে। তাদের বদৌলতে সাহায্যের আবেদন এবং তাদের নিকট থেকে নিজ হাজত সমূহ তালাশ করবে। দৃঢ়বিশ্বাস রাখবে তাদের বরকতে দোয়া কবুল হবে এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাল ধারণার সাথে কাজ করবে। কেননা এসকল বুযর্গগণ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার উম্মুক্ত দরজা স্বরুপ।

আল্লাহ তা'আলার একটি মহান সুন্নাত হচ্ছে যে, তিনি তাদের কারণে এবং তাদের হাতেই হাজত সমূহ পূরণ করেন। যে লোক তাদের দরবারে উপস্থিত হতে পারবেনা, সে তাদের দরবারে সালাম প্রেরণ করবে এবং স্বীয় হাজত সমূহ ও গুণাসমূহের ক্ষমা, যাবতীয় গোপন দোষক্রটি ইত্যাদি উল্লেখ করবে। কেননা তারা হচ্ছেন সম্মানিত সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী। দয়ালু বুযর্গগণ প্রশ্নকারী, ওসীলা গ্রহণকারী, আশাপোষনকারী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের দোয়া ফিরিয়ে দেননা।"[১০৭]

[১০৭]. ইবনুল হাজ্ব : আল-মদখল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫১-২৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ এবং তার আদবের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করছেন:

وَأَمَّا فِي زِيَارَةِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ ، وَالْآخِرِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَكُلُّ مَا ذُكِرَ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَضْعَافَهُ أَعْنِي فِي الِانْكِسَارِ ، وَالذُّلِّ ، وَالْمَسْكَنَةِ ؛ لِأَنَّهُ الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ الَّذِي لَا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ وَلَا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ وَلَا مَنْ نَزَلَ بِسَاحَتِهِ وَلَا مَنْ اسْتَعَانَ ، أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ ، إِذْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُطْبُ دَائِرَةِ الْكَمَالِ وَعَرُوسُ الْمُلْكَةِ اللهِ.

"হুজুর সৈয়্যদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের সময় নিজের দুর্বলতা তথা বিনম্রতা, অনুনয় ও মুখাপেক্ষীতা অধিক হারে প্রকাশ করবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মকবুল উশ শাফায়াত ও সুপারিশকারী যাঁর শাফায়াত ফিরিয়ে দেওয়া হয়না। তার নিকট প্রত্যাশাকারী তার দরবারে হাজিরা প্রদানকারী তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা অন্বেষণকারীকে বঞ্চিত ফেরত দেওয়া হয়না। কেননা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়েরা এ কামাল (সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের) কুতুব এবং আল্লাহর সাম্রাজ্যের দুলহা।"[১০৮]

তিনি আরও বলেছেন, মুশাহাদা ও প্রমাণাদি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ এবং তার সাহায্যপ্রার্থীকে কখনও বঞ্চিত করা হয়না। তিনি লেখেছেন:

فَمَنْ تَوَسَّلَ بِهِ ، أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ ، أَوْ طَلَبَ حَوَائِجَهُ مِنْهُ فَلَا يُرَدُّ وَلَا يَخِيبُ لِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْمُعَايَنَةُ ، وَالْآثَارُ وَيَحْتَاجُ إِلَى الْأَدَبِ الْكُلِّيِّ فِي زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ : إِنَّ الزَّائِرَ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا هُوَ فِي حَيَاتِهِ ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ

[১০৮]. ইবনুল হাজ্ব : আল-মদখল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

"যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ করে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিংবা স্বীয় হাজত সমূহ কামনা করে সে বঞ্চিত হয়না। মুশহাদা ও প্রমাণাদি এর প্রকৃষ্ট দলীল। তার যিয়ারতের সময় পরিপূর্ণ আদব থাকা আবশ্যক। আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলছেন যে, যিয়ারত কারী এরূপ মনে করবে যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দন্ডায়মান, যেমনিভাবে তার প্রকাশ্য হায়াতে ছিল। কেননা তাঁর হায়াত ও ওফাতে কোন পার্থক্য নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের অবস্থাদি নিয়ত ইচ্ছা ও ধারণাসমূহ দেখেন। এসব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুস্পষ্ট। এতে কোন কিছু গোপন নেই।"[১০৯]

৪১. ইমাম খাযেন শাফেয়ী (৭৪১ হি:)

ইমাম খাযেন রাহমতুল্লাহি আলাইহি হিজরী অষ্টম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুফাসসির। তিনি স্বীয় তাফসীর লুবাবুত তাবিল ফি মা'আনিত তানযিলে আয়াত 'فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَنُ' এর অধীনে বর্ণনা করেন যে, বিপদাপদ ও কষ্টের সময় আল্লাহর মাখলুকের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া বৈধ। এতে কোন ক্ষতি নেই, তার স্বীয় ভাষ্য নিম্নরূপ:

اَلِاسْتِعَانَةُ بِالْمَخْلُوْقِ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ جَائِزٌ.

"দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহর মখলুকের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া বৈধ।"[১১০]

৪২. আল্লামা ইবনে কাইয়িম জওযিয়া (৭৫১ হি:)

আল্লামা ইবনে কাইয়িম জওযিয়া আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার শিষ্য ছিল। তিনি একজন বড় হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তিনি স্বীয় তরিকুল

[১০৯]. ইবনুল হাজ্ব : আল-মদখল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫২

[১১০]. খাযেন : লুবাবুত তাবিল ফি মা'আনিত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিজরতাইন গ্রন্থে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে মাধ্যম ও ওসীলা সাবাস্ত্য করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন:

وَيَكْفِي فِي فَضْلِهِمْ وَشَرَفِهِمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِخْتَصَّهُمْ بِوَحْيِهِ، وَجَعَلَهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى رِسَالَتِهِ وَوَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وَخُصَّهُمْ بِأَنْوَاعِ كَرَامَاتِهِ : فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَهُ خَلِيْلاً، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَهُ تَكْلِيْماً، وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَهُ مَكَاناً عَلِياً عَلَى سَائِرِهِمْ دَرَجَاتٌ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِعِبَادِهِ وُصُوْلاً إِلَيْهِ إِلاَّ مِنْ طَرِيْقِهِمْ، وَلاَ دُخُوْلَ إِلَى جَنَّتِهِ إِلاَّ خَلْفَهُمْ، وَلَمْ يُكْرِمْ أَحَداً مِنْهُمْ بِكَرَامَةٍ إِلاَّ عَلَى أَيْدِيْهِمْ، فَهُمْ أَقْرَبُ الخَلْقِ إِلَيْهِ وَسِيْلَةً، وَأَرْفَعُهُمْ عِنْدَهُ دَرَجَةً، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَخَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّمَا نَالَهُ الْعِبَادُ عَلَي أَيْدِيْهِمْ وَبِهِمْ عَرَّفَ اللهُ وَبِهِمْ عُبِدَ وَأُطِيْعَ وَبِهِمْ حَصَلَتْ مَحَابَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الأَرْضِ.

"আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অহীর জন্য মনোনীত করেছেন, স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব দান করেছেন এবং তাদেরকে তার ও তার বান্দাদের মধ্যখানে মাধ্যম বানিয়েছেন। তাদেরকে স্বীয় নানা প্রকার কারামাতের সাথে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে তিনিও রয়েছেন যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় খলীল বানিয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনিও আছেন যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে তিনি ও আছেন যাকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাদানে ধন্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য তার নিকট পৌঁছার জন্য তাদেরকে ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা বানাননি। তাদের অনুসরণ করা ব্যতীত তারা জান্নাতে ও প্রবেশ করতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের কাউকেই মর্যাদাও সম্মান দানে ধন্য করবেন না কিন্তু শুধু এ সকল (আম্বিয়ায়ে কেরাম) এর হাতেই দান করেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁরা ওসীলার দিক থেকে সমস্ত মাখলুকের মধ্যে তাঁর দরবারে অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে অধিক মর্যাদাবান। সারকথা হচ্ছে, মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ তাদের হাতের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানা গেছে। তাদের মাধ্যমেই তার ইবাদত ও আনুগত্য করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই এ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।"[১১১]

আল্লামা ইবনে কাইয়িম স্বীয় কিতাব যাদুল মা'আদ এ লেখছেন:

لاَ سَبِيْلَ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلاَحِ لاَ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ عَلَى أَيْدِيْ الرُّسُلِ وَلاَ يَنَالُ رِضَى اللهُ اَلْبَتَّةَ إِلاَّ عَلَى أَيْدِيْهِمْ.

"দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা সম্মানিত রাসূলগণের হাতেই হতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও তাদের বদৌলতেই অর্জিত হতে পারে।"[১১২]

আল্লামা ইবনে কাইয়িম হেদায়তুল হায়ারা গ্রন্থে লেখেছেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ تُقَاتِلُ غَطْفَانَ فَلَمَّا اِلْتَقَوْا هَزِمَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ فَعَاذَتِ الْيَهُودُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَالَتْ : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا اَنْ تُخْرِجُهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلاَّ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ قَالَ فَكَانُوْا إِذَا اِلْتَقَوْا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَهَزَمُوْا غَطْفَانَ فَلَمَّا بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ كَفَرُوْا بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾ يَعْنِي بِكَ يَا مُحَمَّدُ.

"খায়বারের ইহুদীরা গাতফান গোত্রের সাথে সর্বদা যুদ্ধে লেগে থাকত। যখন উভয়দল মুখোমুখী হল, তখন ইহুদীরা পরাজিত হয়ে গেল। তখন তারা এ দোয়া পাঠ করে পুনর্বার আক্রমন করল: হে আল্লাহ! যাদি গাতফান গোত্রের উপর তুমি আমাদেরকে সাহায্য ও

[১১১]. ইবনে কাইয়িম : তরিকুল হিজরতাইন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫১৫
[১১২]. ইবনে কাইয়িম : যাদুল মা'আদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিজয়দান না কর, তাহলে আমরা তোমার কাছে সেই নবীয়ে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করছি। যাকে তুমি আখেরী যমানাতে আমাদের জন্য প্রেরণ করবেন বলে অঙ্গীকার আমাদের সাথে করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, যখনই তারা শত্রুর সম্মুখীন হত তখন তারাএ দোয়াই পাঠ করত এবং এভাবে গাতফান গোত্রকে পরাজিত করেছিল। কিন্তু যখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অস্বীকার করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন: "অথচ ইতিপূর্বে তারা নিজেরাই নবীয়ে আখেরুজ্জমান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআনের ওসীলা নিয়ে কাফেরদের উপর বিজয় লাভের দোয়া প্রার্থনা করত।" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনার ওসীলায় (বিজয়ের দোয়া প্রার্থনা করত)"[১১৩]

৪৩. ইমাম তকীউদ্দীন আস্ সবকী (৭৫৬ হি:)

আল্লামা তকীউদ্দিন সব্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহি শেফাউস সেকাম গ্রন্থে তাওয়াস্সুলের (ওসীলা গ্রহণ) বৈধতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ, সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে শাফাআতের আবেদন করা বৈধ এবং মুস্তাহসান। তিনি লেখেছেন:

إِعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوْزُ وَيُحْسِنُ التَّوَسُّلُ وَالإِسْتِعَانَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَبِّهِ وَجَوَازُ ذَاكَ وَحُسْنُهُ مِنَ الأُمُوْرِ الْمَعْلُوْمَةِ لِكُلِّ ذِيْ دِيْنٍ، اَلْمَعْرُوْفُ مِنْ فِعْلِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَسِيْرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ.

[১১৩]. ১. ইবনে কাইয়িম : হেদায়তুল হায়ারা, পৃষ্ঠা : ৪৯৩
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৪. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৫. কুরতুবী : আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭
৬. রাযী : তাফসীরে কবির, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮০
৭. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"(হে সত্যের অন্বেষণকারী!) তুমি জেনে রাখ, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ, সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে শাফায়াতের প্রার্থনা করা বৈধ ও উত্তম। এর বৈধতা ও সৌন্দর্য এমন সব বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যা সকল মুমেন অবগত আছে এবং তা আম্বিয়া, মুরসালীন, সলফে সালেহীন, ওলামা ও সর্বসাধারণ মুসলমানদের পন্থা।"[১১৪]

আল্লামা সবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করছেন যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ সর্বাবস্থায় বৈধ। তিনি বলেছেন:

وَأَقُوْلُ : إِنَّ التَّوَسُّلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ جَائِزٌ فِي كُلِّ حَالٍ، قَبْلَ خَلْقِهِ وَبَعْدَ خَلْقِهِ فِي مُدَّةِ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَبَعْدَ حَيَاتِهِ فِي مُدَّةِ الْبَرْزَخِ وَبَعْدَ الْبَعْثِ فِي عَرْصَاتِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ.

"এবং আমি এটা বলছি যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ, তাঁর সৃষ্টির আগে ও তাঁর সৃষ্টির পরে, তার দুনিয়াবী জীবনে এবং বেসালের পর কবর জীবনে এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হওয়া এবং বেহেশতে প্রবেশ করার সময় সর্বাবস্থায় বৈধ।"[১১৫]

আল্লামা তকীউদ্দিন সবকী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইবনে আব্বাসের ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনার রেওয়ায়তের অধীনে সৎকর্মশীলদের ওসীলা গ্রহণ করার বৈধতার আলোচনা করতে গিয়ে লেখছেন:

وَكَذَالِكَ يَجُوْزُ مِثْلُ هَذَا التَّوَسُّلِ بِسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ وَهَذَا شَيْءٌ لاَ يُنْكِرُ مُسْلِمٌ بَلْ مُتَدَيِّنٌ بِمِلَّةٍ مِّنَ الْمِلَلِ.

"এবং এভাবে এ ঘটনা থেকে সকল সৎকর্মশীলদের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা সাব্যস্ত হয় এবং মুসলমানরা একে অস্বীকার করেনা; বরং পূর্ববর্তী উম্মতের কোন দ্বীনদার উম্মতও একে অস্বীকার করেনি।"[১১৬]

[১১৪]. সবকী : শেফাউস সেকাম ফি যিয়ারতে খাইরিল আনাম, পৃষ্ঠা : ১৬১
[১১৫]. সবকী : শেফাউস সেকাম ফি যিয়ারতে খাইরিল আনাম, পৃষ্ঠা : ১৬১
[১১৬]. সবকী : শেফাউস সেকাম ফি যিয়ারতে খাইরিল আনাম, পৃষ্ঠা : ১২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৪. হাফেজ ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (৭৪৪ হি:)

ইমাম ইবনে কাসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা নিসার আয়াত ' وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا'[১১৭] এর তাফসীরে তাওয়াস্‌সুলের মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন। তিনি আতবীর রেওয়ায়তের উপর কোন অভিযোগ করেননি। যাতে এক বেদুঈন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকে শাফাআত এর আবেদন নিয়ে এসেছিল। হাফেজ ইবনে কসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে লেখছেন:

يُرْشِدُ تَعَالَى الْعُصَاةُ وَالْمُذْنِبِيْنَ إِذَا وَقَعَ مِنْهُمُ الخَطَأُ وَالْعِصْيَانُ أَنْ يَأْتُوْا إِلَى الرَّسُوْلِ ﷺ فَيَسْتَغْفِرُوا اللهَ عِنْدَهُ، وَيَسْأَلُوْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ: اَلشَّيْخُ أَبُوْ نَصْرُ بْنُ اَلصَّبَّاغِ فِي كِتَابِهِ الشَّامِلِ اَلْحِكَايَةُ الْمَشْهُوْرَةُ عَنِ العُتْبِي، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِيْ مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالقَاعِ أَعْظُمُهُ ... فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ القَاعُ وَالأَكَمُ
نَفْسِيْ الفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ ... فِيْهِ العَفَافُ وَفِيْهِ الجُوْدُ وَالْكَرَمُ

[১১৭]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ثُمَّ انْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: يَا عُتْبَى، اَلْحِقْ الأَعْرَابِيَّ فَبَشِّرْهُ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ.

"(এ আয়াতে করীমায়) আল্লাহ তা'আলা গুনাহগার ও পাপীদেরকে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে, যখন তাদের কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। তখন তাদের উচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা এবং স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ নিবেদন করা উচিত যে, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। যখন তারা এরূপ করবে তখন নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের উপর দোয়া করবেন। আবু মনসুর সাবাগ স্বীয় কিতাব যাতে প্রসিদ্ধ ঘটনাবলি লেখেছেন, তাতে বর্ণনা করেছেন যে, আতবীর বর্ণনা রয়েছে: আমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে বসা ছিলাম। একজন বেদুঈন আসল এবং সে বলল- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ আমি কুরআনে করিমের আয়াত এবং "(হে হাবীব) যদি এ সকল লোকেরা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করত আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে যেত, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তখন তারা এই ওসীলা ও শাফায়াতের ভিত্তিতে অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী অত্যন্ত দয়ালু পেত।" আয়াতটি আমি শুনেছি এবং আপনার কাছে এসেছি যে, গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আপনার শাফায়াত কামনা করব। তারপর সে এ পংক্তিমালা আবৃত্তি করল:

যত লোকের হাড়সমূহ ময়দানের মধ্যে দাফন করা হয়েছে এবং সেগুলোর সুগন্ধিতে সেই ময়াদন ও টিলাসমূহ সুরভিত হয়ে উঠেছে। ওহে সে সকল লোকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিত্ব। আমার প্রাণ এই কবরের উপর উৎসর্গ হোক, যার অধিবাসী আপনি। যাতে রয়েছে পরহেজগারী, দানশীলতা, ও দয়া।

তারপর বেদুঈন তো ফিরে গেল এবং আমার নিদ্রা এসে গেল, আমি স্বপ্নে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আতবী! এই বেদুঈনকে সুসংবাদ শুনাও যে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[১১৮]

ইমাম ইবনে কসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল বিদায়া ওয়ান নেহায়াতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানোর ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এ রেওয়ায়তটিকে মওযু ইত্যাদি হবার কোন হুকুম আরোপ করেননি। তিনি আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়াতে সেই লোকের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারকের পাশে এসে বৃষ্টির জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানিয়েছেন এবং এ বর্ণনাকে তিনি সহীহ বলেছেন। এছাড়া এই কিতাবে তিনি এটাও বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধের ধ্বনি ছিল يَا مُحَمَّدَاهْ হে মুহাম্মদ সাহায্য করুন।

ইমাম ইবনে কসীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে ইবনে কসীরে বর্ণনা করছেন যে, ইহুদীরা স্বীয় শত্রুদের উপর বিজয় লাভের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। তিনি লেখছেন:

﴿لوكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَيْ: وَقَدْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ مَجِيءِ هَذَا الرَّسُولِ بِهَذَا الْكِتَابِ يَسْتَنْصِرُوْنَ بِمَجِيْئِهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذَا قَاتَلُوْهُمْ، يَقُوْلُوْنَ : إِنَّهُ سَيَبْعَثُ نَبِيٌّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ، كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ قَالَ : قَالُوْا: فِيْنَا وَاللهِ وَفِيْهِمْ يَعْنِي فِي

[১১৮]. ১. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫১৯
২. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৫, ৪৯৬, হাদিস : ৪১৭৮
৩. ইবনে কুদামা : আল-মুগনী, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৫৭
৪. নববী : কিতাবুল আযকার, পৃষ্ঠা : ৯২, ৯৩
৫. ইবনে আসাকির : তারিখে ইবনে আসাকির, পৃষ্ঠা : ৪৬
৬. হাইতি : আল-জওহারুল মুনায্যিম, পৃষ্ঠা : ৫১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الأَنْصَارِ وَفِي الْيَهُودِ الَّذِيْنَ كَانُوْا جِيْرَانُهُمْ، نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةِ يَعْنِي: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ قَالُوْا كُنَّا قَدْ عَلَوْنَاهُمْ دَهْرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَكَانُوْا يَقُولُونَ: إِنَّ نَبِيًّا مَنْ يَبْعَثُ الآنَ نَتَّبِعُهُ، قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ، نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ قُرَيْشٍ كَفَرُوْا بِهِ.

"অথচ ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং (নবীয়ে আখেরুজ্জমান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআনের ওসীলা নিয়ে) কাফেরদের উপর বিজয়লাভের (দোয়া) প্রার্থনা করত। অর্থাৎ সেই (ইহুদীরা) এ রাসুলের এ কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) সহ আগমনের পূর্বে তাদের মুশরিক শত্রুদের উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ওসীলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করত। যখনই ইহুদী ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ হত তখন ইহুদীরা বলত যে, অতিসত্ত্বর এক আজীমুশশান পয়গম্বর তাশরীফ আনবেন। তখন আমরা তার সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদেরকে আদ ও সমুদ গোত্রের ন্যায় হত্যা করব। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করছেন যে, এ আয়াত আনসার ও ইহুদী যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। "এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই কিতাব কুরআন আসল, যা তাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। অথচ ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং নবীয়ে আখেরুজ্জমান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন এর ওসীলা নিয়ে কাফেরদের উপর বিজয়লাভের দোয়া প্রার্থনা করতেন। সুতরাং যখন তাদের নিকট সেই নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন সাথে করে তাশরিফ আনলেন, যাকে তারা পূর্ব থেকেই চিনত, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল।" আনসারীরা বলেন যে, আমরা জাহেলী যুগে সেই সকল ইহুদীদের উপর শক্তি সামর্থে বিজয়ী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৫. ইমাম নুরুদ্দীন আবু বকর হায়সমী (৮০৭ হি:)

ইমাম হায়সমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মাজমাউয যওয়ায়েদ গ্রন্থে শোরাইহ বিন উবাইদ হতে বর্ণনা করছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আবদালের ওসীলায় সিরিয়াবাসীদেরকে বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করা হত। তারা শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করত এবং তাদের ওসীলাতে আযাব বন্ধ করে দেওয়া হত। তিনি বর্ণনা করছেন:

ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمْ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ.

"হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর কাছে সিরিয়াবাসীদের কথা বলা হল। তখন তিনি ইরাকে ছিলেন। লোকেরা বলল, হে আমীরুল মুমেনীন। সিরিয়াবাসীদের উপর আপনি লানত করুন। তিনি বললেন, না; বরং আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, সিরিয়াতে চল্লিশ জন আবদাল হবেন। তাদের মধ্যে থেকে যখন একজনের ওফাত হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তদস্থলে অন্য একজনকে আবদাল নিযুক্ত করে দেন। তাদের কারণেই সিরিয়া বাসীরা বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত হন। আবদালের ওসীলায় শত্রুদের উপর তাদেরকে বিজয় দান করা হয় এবং তাদের ওসীলায় সিরিয়াবসীদের আযাব বন্ধ করে দেওয়া হয়।"[১২৪]

হাফেজ নুরুদ্দীন আবু বকর হায়সমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কিছু বিশেষ বান্দা এমন আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওসীলায় বান্দাদের হাজত পূরণ করেন। হাদিসের ভাষ্য এরূপ:

[১২৪]. ১. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২১১
২. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কিছু খাস বান্দা এমন রয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার বান্দাদের হাজত পূরণ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ভীত হয়ে নিজেদের হাজত সমূহ তাদের কাছে নিয়ে আসেন। তারা এমন বান্দা যারা আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ।"[১২৫]

ইমাম আবু বকর হায়সমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি মাজমাউয যাওয়ায়েদে হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এবং নিজের ওসীলা নেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে ফরমাচ্ছেন:

لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أَسَدِ بن هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ (إِلَى أن قال) فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاضْطَجَعَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وأَدْخَلُوهَا اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

"হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, যখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এর আম্মাজান হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম রাদিআল্লাহু আনহা ওফাত পান এবং তার লাহাদ খনন করা সমাপ্ত করলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লাহাদে শুয়ে গেলেন। তারপর ইরশাদ করলেন: হে আল্লাহ তা'আলা যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি স্বয়ং

[১২৫]. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৯২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সর্বদা জীবিত সত্ত্বা। তার মৃত্যু আসবেনা। হে আল্লাহ! তুমি আমার মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা কর এবং তাকে প্রশ্ন করার সময় উত্তরসমূহ শিখিয়ে দাও। আর স্বীয় নবী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের ওসীলায় তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। নিশ্চয় তুমি সকল দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়ালু। তারপর হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার তাকবীর বললেন অর্থাৎ জানাযার নামায পড়ালেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আব্বাস এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁকে লাহাদে (কবরে) নামালেন।"[১২৬]

৪৬. আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (৮০৮ হি:)

ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ আল মুকাররী আত্তালমাসানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব নফহুত তিব এ বর্ণনা করছেন যে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বীয় প্রার্থনা পেশ করার জন্য হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানিয়ে নিবেদন করছেন:

يَا سَيِّدُ الرُّسُلِ الْكِرَامِ ضَرَاعَةً تَقْضِي مِنِّي نَفْسِي وَتَذْهَبُ حُوْبِي
هَبْ لِي شَفَاعَتَكَ الَّتِي أَرْجُو بِهَا صَفْحاً جَمِيْلاً عَنْ قَبِيحِ ذُنُوبِي

(হে রাসুলে কেরামগণের শিরোমনি! আল্লাহ তা'আলার সমীপে একটি আবেদন পেশ করে দিন। যা আমার অন্তরের উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দেবে। আমাকে আপনার শাফাআত দ্বারা ধন্য করুন। যার কারণে আমি আশা করতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার মন্দ গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন।)

[১২৬]. ১. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৬, ২৫৭
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, খন্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৩৫১, হাদিস : ৮৭১
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫২, হাদিস : ১৯১
৪. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২১
৫. ইবনে জওযী : আল-ইলালুল মুতনাহিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৮, হাদিস : ৪৩৩
৬. সমহুদী : ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৯৯
৭. আলবানী : আত তওয়াস্‌সুল, পৃষ্ঠা : ১০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৭. আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন জযরী আশশাফেয়ী (৮৩৩ হি:)

ইমাম মুহাম্মদ বিন জযরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-হিসনুল হাসিন গ্রন্থে দোয়া করার আদাব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আম্বিয়া ও সালেহীনদের ওসীলা পেশ করার বরাতে লেখছেন:

وَتَوَسَّلَ إِلَى اللهِ بِأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

"(প্রার্থনকারী দোয়া করার সময়) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সৎকর্মশীলদের ওসীলা পেশ করবে।"[১২৭]

শায়খ মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি:) উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লেখছেন:

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَهُوَ مِنَ الْمَنْدُوْبَاتِ فَفِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ..... حَدِيْثُ عُمَرَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ وَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ ، وَلِحَدِيْثِ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ فِي شَانِ الأَعْمَي رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَلَي الصَّحِيْحِ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَي شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

"লেখক বলেছেন যে, তাওয়াস্‌সুলের এ আমলটি মুস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত। সহীহ বুখারী শরিফের আবওয়াবুল ইস্তিস্কাতে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন: আগে আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করতাম। তখন (হে আল্লাহ তা'আলা) তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা আমাদের নবীর শ্রদ্ধেয় চাচার ওসীলায় দোয়া করছি তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হত।[১২৮] তেমনিভাবে উসমান বিন হুনাইফের হাদিসে[১২৯] অন্ধ সাহাবীর শানে হুজুর নবী

[১২৭]. জযরী : আল-হিসনুল হাসিন, পৃষ্ঠা : ৩৪
[১২৮]. ১. বুখারী : আস্ সহীহ, আবওয়াবুল ইস্তিস্কা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৯৬৩
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৪
৩. আইনী : উমদাতুল কারী শরহে বুখারী, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০
৪. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২
[১২৯]. ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আবওয়াবু ইকামাতিস সালাতে, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদিস : ১৩৮৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করার বর্ণনা রয়েছে যা ইমাম হাকেম স্বীয় মুসতাদরক গ্রন্থে রেওয়ায়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদিস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।"[১৩০-১৩১]

ইমাম মুহাম্মদ বিন জযরী রেজালে গায়ব (অদৃশ্য ব্যক্তিগণ) হতে সাহায্য প্রার্থনা করার বরাতে আরও বলেছেন:

إِذَا إِنْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدُكُمْ فَلْيُنَادِ : أَعِيْنُوْا يَا عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ : يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْنُوْنِيْ، يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْنُوْنِيْ ، يَا عِبَادَ اللهِ أَعِيْنُوْنِيْ وَقَدْ جُرِّبَ ذَالِكَ.

"যখন কোন মানুষের বাহন হারিয়ে যাবে, তাহলে সে আহবান করবে: হে আল্লাহর বান্দারা! সাহায্য কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহম করুন। আর যখন সাহায্য নিতে চায় তখন বলবে: হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য কর। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়।"[১৩২]

عِبَادَ اللهِ শব্দের অধীনে মোল্লা আলী কারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-হিরজুস্ সমীন এ বলছেন:

اَلْمُرَادُ بِهِمْ اَلْمَلَائِكَةُ أَوِ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْجِنِّ أَوْ رَجَالُ الْغَيْبِ اَلْمُسَمُّوْنَ بِأَبْدَالٍ.

"عِبَادَ اللهِ দ্বারা হয়ত ফেরেশতা কিংবা মুসলমান জ্বীন কিংবা রেজালে গাইব অর্থাৎ আবদাল উদ্দেশ্য।"[১৩৩]

তারপর বলেছেন:

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُوْنَ وَأَنَّهُ مُجَرَّبٌ.

২. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৮
৩. বায়হাকী : দলায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৬৭
১৩০. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৭, হাদিস : ১৯৩০
১৩১. মোল্লা আলী কারী : আল-হিরজুস্ সমীন, পৃষ্ঠা : ১৭৬
১৩২. জযরী : আল-হিসনুল হাসিন, পৃষ্ঠা : ২২
১৩৩. মোল্লা আলী কারী : আল-হিরজুস্ সমীন, পৃষ্ঠা : ২০২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"এ হাদিস হাসান, মুসাফিরদের জন্য এ হাদিসটি অত্যন্ত জরুরী এবং এ আমলটি পরীক্ষিত।"[১৩৪]

৪৮. শায়খুল ইসলাম শিহাবুদ্দীন রমলী (৮৪৪ হি:)

শায়খ শিহাবুদ্দিন রমলী একজন প্রসিদ্ধ শাফেয়ী ফকীহ। তিনি শরহু মিনহাজুল উসূল, শরহু মিলহাতুল ইরাব এবং শরহু সহীহিল বুখারী এর মত উচু স্তরের গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। হাসানুল আদবী আল হামযাবী মাশারিকুল আনওয়ারে তার আক্বীদা সম্বন্ধে লেখেছেন:

سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ اَلرَّمَلِيُّ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فُلَانٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَلْ لِلْمَشَائِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الإِغَاثَةَ بِالأَوْلِيَاءِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ جَائِزَةٌ، فَإِنَّ لَهُمْ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ كَحَيَاتِهِمْ، فَإِنَّ مُعْجِزَاتُ الأَنْبِيَاءِ كَرَامَةٌ لِلأَوْلِيَاءِ.

"শায়খুল ইসলাম রমলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সর্বসাধারণ লোকেরা বিপদপাদের সময় ইয়া শায়খ অমুক ইত্যাদি বলে থাকে। মাশায়েখ কেরাম কি বেসালের পর সাহায্য করেন? তিনি বললেন: আউলিয়া আম্বিয়া, সালেহীন এবং আলেমগণের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া বৈধ। কেননা তারা বেসালের পর তেমনিভাবে সাহায্য করেন যেমনিভাবে স্বীয় জীবদ্দশায় সাহায্য করতেন। কেননা আউলিয়া কেরামের কারামত হচ্ছে নবীগণের মুজিযা।"[১৩৫]

৪৯. ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (৮৫২ হি:)

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আল-ইসাবা[১৩৬] এবং ফতহুল বারীতে সেই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে ব্যক্তি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ারে ওসীলা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস ' اَللّٰهُمَّ إِنَّا

১৩৪. মোল্লা আলী কারী : আল-হিরজুস্ সমীন, পৃষ্ঠা : ২০২
১৩৫. হুসনুল আদাওয়া হামযাভী : মাশারিকুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা : ৫৯
১৩৬. ইবনে হাজর আসকলানী : আল-ইসাবা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৪

www.AmarIslam.com

كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ وَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ [১৩৭] এর অধীনে ইমাম বায়হাকীর বরাতে এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

جَاءَ رَجُل أَعْرَابِيّ إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَتَيْنَاك وَمَا لَنَا بَعِير يَئِطّ ، وَلَا صَبِيّ يَغِطّ . ثُمَّ أَنْشَدَهُ شِعْرًا يَقُول فِيهِ :

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَار النَّاس إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ

"এক বেদুঈন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। এমতাবস্থায় যে আমার কাছে না কোন উট ছিল যে দৌড়ে আসতে পারতাম এবং না কোন সন্তান ছিল যা গাইতে গাইতে আসত। তারপর সে পংক্তি আবৃত্তি করল।

আপনি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং হেদায়তের প্রত্যাশী লোক আম্বিয়া কেরাম ব্যতীত পালিয়ে কোথায় যেতে পারে।"[১৩৮]

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের অধীনে নবীর ওসীলা গ্রহণের একটি বর্ণনা উল্লেখ করতে গিয়ে মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার বরাত দিয়ে লেখছেন:

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ ، قَالَ : وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، اسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا ، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ : ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ السَّلامَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ لا آلُو إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

"মালেক আদ্ দার যিনি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর ধনভান্ডারের রক্ষক ছিলেন। তিনি বলেছেন: লোকেরা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু

[১৩৭]. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৩৬০, হাদিস : ৩৫০৭
[১৩৮]. ইবনে হাজর আসকলানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৫, ৪৯৬

আনহু র যুগ অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। তখন এক ব্যক্তি (হযরত বেলাল বিন হারেস রাদিআল্লাহু আনহু) হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা এ আনওয়ারে হাজির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আপনি তাদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। সেই সাহাবীকে স্বপ্নে বলা হল যে, ওমরকে গিয়ে সালাম বল এবং তাকে বল যে, তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। আর এটাও বল যে, (খিলাফতের কার্যাবলি সম্পাদন করার মধ্যে আরও) বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ কর। সেই সাহাবী হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে তা জানালেন। এতে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং আরয করলেন: হে আমার রব! যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব আমি ত্রুটি করছিনা।"[১৩৯]

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করছেন যে, যখন ফারুকে আযমের যুগে হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু কে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ওসীলা বানানো হয়েছিল, তখন হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এ দোয়া করেছিলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِل بَلَاء إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَلَمْ يُكْشَف إِلَّا بِتَوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْم بِي إِلَيْك لِمَكَانِي مِنْ نَبِيّك ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْك بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْك بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْث.

"হে আল্লাহ! গুনাহের কারণেই বালা ও কষ্ট অবতীর্ণ হয় এবং শুধু তওবাই বালাকে উঠিয়ে নেয়। তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার যে সম্পর্ক রয়েছে তার ভিত্তিতে লোকেরা আমাকে তোমার দরবারে ওসীলা বানিয়েছে। আমাদের এ হাত গুনাহে ভরপুর, তা তোমার সম্মুখেই এবং আমাদের কপালসমূহ তওবার সাথে নত হয়েছে। সুতরাং তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।"[১৪০]

[১৩৯]. ইবনে হাজর আসকলানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৫, ৪৯৬
[১৪০]. ১. ইবনে হাজর আসকলানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭
২. সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ১২৮
৩. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২

আল্লামা তকীউদ্দিন সবকী এ ঘটনার আলোকে সালেহীনদের ওসীলা গ্রহণের বৈধতার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখছেন:

وَكَذَالِكَ يَجُوْزُ مِثْلُ هَذَا التَّوَسُّلِ بِسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ وَهَذَا شَيْءٌ لاَ يُنْكِرُ مُسْلِمٌ بَلْ مُتَدَيِّنٌ بِمِلَّةٍ مِّنَ الْمِلَلِ.

"এবং এভাবে এ ঘটনা থেকে সকল সৎকর্মশীলদের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা সাব্যস্ত হয় এবং মুসলমানরা এটা অস্বীকার করেনা; বরং পূর্ববর্তী উম্মতের কোন দ্বীনদার উম্মতও একে অস্বীকার করেনি।"[১৪১]

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত বর্ণনার অধীনে ফতহুল বারীতে উত্তম লোক, সালেহীন ও আহলে বায়তে নবীর ওসীলায় শাফাআত এর দোয়া করা মুস্তাহাব হবার বিষয়ে আরও লেখছেন:

وَيُسْتَفَاد مِنْ قِصَّة الْعَبَّاس اِسْتِحْبَاب الِاسْتِشْفَاع بِأَهْلِ الْخَيْر وَالصَّلَاح وَأَهْل بَيْت النُّبُوَّة ، وَفِيهِ فَضْل الْعَبَّاس وَفَضْل عُمَر لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْرِفَته بِحَقِّهِ.

"হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ঘটনা থেকে এ রহস্য ও জানা যাচ্ছে যে, কল্যাণকামী, সালেহীন এবং নবীর আহলে বায়তের ওসীলা নিয়ে শাফায়াত কামনা করা মুস্তাহাব। এছাড়াও এ ঘটনা দ্বারা হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর মর্যাদা বর্ণনা করা, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ও হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা এবং তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়াটাও প্রমাণিত হচ্ছে।"[১৪২]

ইমাম ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নবহানী আল-মজমুআতুন নবহানিয়াতে বর্ণনা করছেন যে, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রাসূলের দরবারে নিজের পংক্তিমালা বাণী পেশ করতে গিয়ে নিবেদন করছেন:

يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُولَ الله قَدْ شَرَّفَتْ ... قَصَائِدِيْ بِمَدِيْحٍ قَدْ رَصَفَا
مَدَحْتُكَ الْيَوْمَ أَرْجُو الْفَضْلَ مِنْكَ غَدًا ... مِنَ الشَّفَاعَةِ فَالحِظْنِي بِهَا طَرَفَا

[১৪১]. সবকী : শেফাউস সেকাম ফি যিয়ারতে খাইরিল আনাম, পৃষ্ঠা : ১২৮
[১৪২]. ইবনে হাজর আসকলানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭

بِكَمْ تَوَسَّلَ يَرْجُو الْعَفْوَ عَنْ زَلَلٍ ... مِنْ خَوْفِهِ جَفْنِهِ الهَامِى لَقَدْ ذَرَفَا

"আমার মালিক! হে আল্লাহর রাসূল। আপনার প্রশংসায় লিখিত আমার কসীদা মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে গেছে। আজ আমি আপনার প্রশংসা বলছি এবং কাল আমাকে আপনার দৃষ্টিতে রাখবেন। আমি গুনাহগার আপনার ওসীলা নিচ্ছি, আমি আশা করছি, আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ভয়ের কারণে আমার চোখের পাতা থেকে অশ্রুও প্রবাহিত হচ্ছে।"[১৪৩]

৫০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি:)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি উমদাতুল কারীতে হযরত আবু তালেব এর কাসীদায়ে লামিয়ার এই পংক্তি:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

"সেই শুভ্র চেহারাবিশিষ্ট, যার নূরপূর্ণ চেহারার ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। যিনি এতিমদের অভিভাবক ও বিধবাদের প্রার্থনাস্থল।"

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণের বৈধতার উপর লেখেছেন:

أَنَّ مَعْنَى قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ هَذَا فِي الحَقِيْقَةِ تَوَسَّلَ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِنَبِيِّهِ لأَنَّهُ حَضَرَ اِسْتِسْقَاءُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ فَيَكُونُ اِسْتِسْقَاءُ النَّاسِ اَلْغَمَامَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِبَرْكَةِ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ.

"হযরত আবু তালেবের কথার অর্থ মূলত: এটা যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার নবীর ওসীলা পেশ করা হবে। কেননা তিনি (অর্থাৎ আবু তালেব) আবদুল মুত্তালিবের ইস্তেগফার এর সময় উপস্থিত ছিলেন এবং হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথে ছিলেন। সুতরাং তখন লোকদের বৃষ্টি প্রার্থনা করা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ালু চেহারার বরকতের ওসীলায় ছিল।"[১৪৪]

[১৪৩]. নবহানী : আল-মজমুআতুন নবহানিয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯১
[১৪৪]. আইনী : উমদাতুল কারী, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০

গভীর চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এ পংক্তিমালা শুনে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করাটা প্রকাশ করেননি। বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক চেহারা আনন্দিত হয়ে গিয়েছিল। যদি এ পংক্তি 'يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ' বলা হারাম কিংবা শিরক হত। তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই এ থেকে নিষেধ করে দিতেন এবং এটা শুনে আনন্দ প্রকাশ করতেন না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি আরও উল্লেখ করছেন যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু মিম্বরের উপর হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলায় দোয়া প্রার্থনা করেছেন। অতঃপর হযরত আব্বাসর রাদিআল্লাহু আনহু যিনি তার সাথে মিম্বরের উপর তাশরিফ নিচ্ছিলেন। তিনি নিম্মোক্ত বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِل بَلَاء إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَلَمْ يُكْشَف إِلَّا بِتَوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْم بِي إِلَيْك لِمَكَانِي مِنْ نَبِيّك.

"হে আল্লাহ! বালা মুসিবত গুনাহের কারণেই অবতীর্ণ হয় এবং তওবা দ্বারাই তা দূর হয়। এ লোকেরা আমার ওসীলায় তোমার দিকে ধাবিত হয়েছে। কারণ আমার সম্পর্ক রয়েছে তোমার নবীর সাথে।"[১৪৫]

৫১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (৯১১ হি:)

আল্লামা সুয়ুতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আদম আলাইহিস সালামের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ সম্পর্কিত বর্ণনাকৃত রেওয়ায়ত আদ্ দুররুল মনসূর এবং আল-খাসায়েসুল কুবরা ব্যতীত আর রিয়াদুল আনিকাতেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইমাম বায়হাকী এটাকে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম সুয়ুতী আদ্ দুররুল মনসূর গ্রন্থে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

[১৪৫]. ১. ইবনে হাজর আসকলানী : ফতহুল বারী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৭
২. সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ১২৮
৩. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭৭
৪. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২

لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ اَلذَّنْبَ الَّذِيْ أَذْنَبَهُ ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ : تَبَارَكَ اِسْمُكَ . لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِيْ إِلَى عَرْشِكَ فَإِذَا فِيْهِ مَكْتُوْبٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللهِ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اِسْمَهُ مَعَ اِسْمِكَ . فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ اِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، وَلَوْلاَ هُوَ مَا خَلَقْتُكَ.

"যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের এজতেহাদী ভুল হয়ে যায়। তখন তিনি স্বীয় মস্তক মুবারক আসমানের দিকে উত্তোলন করলেন এবং নিবেদন করলেন: হে প্রভু! যদি তুমি আমার দোয়া কবুল না কর, তাহলে আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করছি। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ওহী করলেন ও বললেন: হে আদম! মুহাম্মদ কি এবং মুহাম্মদ কে? হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন: হে বরকতময় নামের অধিপতি! যখন তুমি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছ, তখন আমি মাথা উঠিয়ে তোমার আরশ দেখেছি। তখন আরশের (পায়াতে) لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ লেখা ছিল। তাই আমি বুঝে নিলাম, তুমি যার নামকে তোমার মুবারক নামের সাথে সংযুক্ত করে লেখেছ, তিনি তোমার কাছে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অধিক প্রিয় হবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ তিনি আমার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রিয়। তিনি তোমার সন্তানদের মধ্যে থেকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে আখেরী নবী এবং যদি সেই (মুহাম্মদ) না হতেন। তাহলে আমি তোমাকে ও সৃষ্টি করতামনা।"[১৪৬]

[১৪৬]. ১. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮
২. সুয়ুতী : খাছায়েসুল কুবরা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭২, হাদিস : ৪২২৮
৪. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮৯
৫. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৪, হাদিস : ৬৫০২
৬. ইবনে জওযী : আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃষ্ঠা : ৩৩

আল্লামা সুয়ুতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ' وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ' আয়াতের অধীনে বর্ণনা করছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন:

أَنَّ يَهُوْدَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ. فَلَمَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنَ الْعَرَبِ، كَفَرُوْا بِهِ، وَجَحَدُوْا مَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنُ فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ أَخُوْ بَنِي سَلْمَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ، اِتَّقُوْا اللهَ وَأَسْلِمُوْا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ، وَتُخْبِرُوْنَنَا أَنَّهُ مَبْعُوْثٌ، وَتَصِفُوْنَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ.

"ইহুদীরা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হবার পূর্বে আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর বিজয় লাভ করার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করত। যখন আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'আলা আরবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে অস্বীকার করল এবং তারা স্বয়ং যা বলত তাও অস্বীকার করল। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং বনু সালমা গোত্রের হযরত বিশর ইবনে বারা রাদিআল্লাহু আনহুমা সেই ইহুদীদেরকে বলল, হে ইহুদীরা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং ইসলাম কবুল কর। (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা আমাদের উপর বিজয় লাভের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করতে। অথচ সে সময় আমরা মুশরিক ছিলাম এবং তোমরা আমাদেরকে বলতে যে, অতিসত্ত্বর সেই নবী প্রেরিত হবেন এবং তোমরা আমাদের কাছে তার গুণাবলী বর্ণনা করতে।"[১৪৭]

[১৪৭]. ১. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৪. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৫. শরবিনী : তাফসীরু সিরাজুল মুনির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬
৬. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৭. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতেই এ বর্ণনাটি কিছু শব্দগত পরিবর্তনসহ ইমাম সুয়ুতী (রহ) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

كَانَ يَهُودُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَبْلَ قُدُوْمِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَاتَلُوْا مَنْ يَلِيْهِمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ أَسَدٍ، وَغَطْفَانَ، وَجُهَيْنَةَ، وَعُذْرَةَ، يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُوْنَ، يَدْعُونَ عَلَيْهِمْ بِاسْمِ نَبِيِّ اللهِ فَيَقُوْلُونَ: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِاسْمِ نَبِيِّكَ وَبِكِتَابِكَ الَّذِيْ تَنَزَّلُ عَلَيْهِ اَلَّذِيْ وَعَدْتَنَا إِنَّكَ بَاعِثُهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করছেন যে, মদীনার ইহুদীরা হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (এ দুনিয়াতে) তাশরিফ আনয়নের পূর্বে যখন আরবের মুশরিদের মধ্য থেকে আসাদ, গাতফান, জুহাইনা এবং আযরা'র সাথে যুদ্ধ করত, তখন হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারকের সদকায় বিরোধীদের উপর বিজয় ও সাহায্য লাভের দোয়া করত এবং বলত, হে আল্লাহ! আমাদের মহান রব! তোমার সেই নবীর নাম মুবারক এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের ওসীলায় আমাদেরকে বিজয় দান করুন। যাকে আখেরী যমানায় প্রেরণ করার অঙ্গীকার তুমি আমাদের সাথে করেছ।"[১৪৮]

৫২. আল্লামা নুরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আস্ সমহুদী (৯১১ হি:)

আল্লামা নুরুদ্দীন সমহুদী স্বীয় গ্রন্থ ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফাতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের এবং নিজের পূর্বের নবীগণের ওসীলা নিয়ে ফাতেমা বিনতে আসাদ (আলী ইবনে আবি তালেবের মাতা) এর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন:

[১৪৮]. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৮

لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أَسَدِ بن هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولَ الله ﷺ بِحَفْرِ قَبْرِهَا، ثُمَّ إِضْطَجَعَ فِيْهِ وَقَالَ : اَللهُ الَّذِيْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ إِغْفِرْ لأُمِّيْ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ ﷺ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

"যখন হযরত আলী মুর্তযা রাদিআল্লাহু আনহুর আম্মাজান হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রাদিআল্লাহু আনহার বেসাল হয়েছিল, তখন হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত উসামা বিন যায়েদ, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুমা এবং একজন কালো বর্ণের গোলামকে) কবর খনন করার নির্দেশ দিলেন। তারপর হুযুর সেই কবরে শুয়ে গেলেন এবং এ দোয়া প্রার্থনা করলেন, "আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি জীবিত। তাঁর মৃত্যু নেই (হে আল্লাহ) আমার মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করে দাও। স্বীয় নবী এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওসীলায় তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও। নিশ্চয় তুমি সবচেয়ে বড় দয়ালু।"[১৪৯]

এ হাদিস হতে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন এবং অন্যান্য নবীগণের বেসালের পর তাঁদেরকে আল্লাহর দরবারে ওসীলা হিসেবে পেশ করা প্রমাণিত হচ্ছে।

আল্লামা নুরুদ্দীন সমহুদী (৯১১ হিজরী) আরও বলেছেন:

وَقَدْ يَكُوْنُ التَّوَسُّلُ بِهِ بِطَلَبِ ذَلِكَ الأَمْرِ بِمَعْنَي أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَي التَّسَبُّبِ فِيْهِ بِسَؤَالِهِ وَشَفَاعَتِهِ إِلَي رَبِّهِ فَيَعُوْدُ إِلَي طَلَبِ دُعَائِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعِبَارَةُ وَمِنْهُ

[১৪৯]. ১. সমহুদী : ওয়াফাউল ওয়াফাবি আখবারি দারিল মুস্তাফা, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৯৯
২. হাইসমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৬, ২৫৭
৩. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, খন্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৩৫১, হাদিস : ৮৭১
৪. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২১
৫. ইবনে জওযী : আল ইলালুল মুতনাহিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯, ২৬৮, হাদিস : ৪৩৩
৬. আলবানী : আত তওয়াস্সুল, পৃষ্ঠা : ১০২

قَوْلُ الْقَائِلِ لَهُ أَسْأَلُكَ مُرَافِقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.....، وَلاَ يَقْصُدُ بِهِ إِلاَّ كَوْنُهُ سَبَبًا وَشَافِعًا.

"হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ কখনও এভাবে হয়ে থাকে যে, তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া ও শাফাআত এর মাধ্যম হবার যোগ্য। এর অর্থ হবে, তাঁর কাছে দোয়া আবেদন করবে। যদিও দোয়ার ভাষ্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সাহাবীর (হযরত রবীয়া রাদিআল্লাহু আনহু) দোয়ার আবেদন এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। 'أَسْأَلُكَ مُرَافِقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ' (আমি আপনার সাথে বেহেশতে থাকার আবেদন করছি) এর উদ্দেশ্য এটাই যে, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মাধ্যম ও সুপারিশকারী হবেন।"[১৫০]

৫৩. ইমাম আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আল্-কস্তুলানী (৯১১ হি:)

অসংখ্য হাদিস শরীফে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আম্বিয়া, আউলিয়াল্লাহু এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের বরকতে রহমতের বৃষ্টি হয়ে থাকে এবং মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয় নসীব হয়। আল্লামা কস্তুলানী আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়াতে তাঁদের এরূপ ইরশাদ করছেন:

فَإِذَا عَرَضَتِ الْحَاجَةُ مِنْ أَمْرِ الْعَامَّةِ اِبْتَهَلَ فِيْهَا : اَلنُّقَبَاءُ ثُمَّ النُّجَبَاءُ ثُمَّ الأَبْدَالُ ثُمَّ الأَخْيَارُ ثُمَّ الْعَمَدُ فَإِنْ أَجِيْبُوْا وَ إِلاَّ اِبْتَهَلَ الْغَوْثُ فَلاَ يُتِمُّ مَسْأَلَتُهُ حَتَّي تُجَابُ دَعْوَتُهُ.

"যখন সর্বসাধারণ লোকেরা কোন মুসিবতে পতিত হয়, তখন সর্বপ্রথম নুকাবাগণ দোয়া করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে নুজাবা, আবদাল, আখইয়ার এবং তারপর উমাদের পালা আসে। যদি তাঁদের দোয়া কবুল হয়ে যায়। তাহলে তো তা উত্তম। নতুবা 'গাউস' দোয়া করেন এবং আবেদন শেষ হবার আগেই তাঁর দোয়া কবুল করে

[১৫০]. সমহুদী : ওয়াফাউল ওয়াফাবি আখবারি দারিল মুস্তাফা, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৭৪

নেওয়া হয়। (এটা তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া)"[১৫১]

ইমাম কস্তুলানী আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়াতে বর্ণনা করছেন যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজ ভুলের ক্ষমার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা পেশ করেছেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَمَّا اِقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ : يَا آدَمُ ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ، لأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَضِفْ إِلَى اِسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ اللهُ : صَدَقْتَ يَا آدَمُ ، إِنَّهُ لأَحِبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اُدْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইজতেহাদী ভুল হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন: হে প্রভূ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করছি তুমি আমার দোয়া কবুল করে নাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অথচ আমি এখনও তাঁকে সৃষ্টি করিনি? হযরত আদম আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি আমাকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার মধ্যে রূহ সঞ্চালন করেছেন, তখন আমি শির উঠিয়ে দেখলাম যে, আরশের পায়াসমূহে لا إله إلا الله محمد رسول الله লেখা ছিল। সুতরাং এতে আমি অবগত হলাম যে, তুমি যার নামকে নিজের নামের সাথে মিলিয়ে লিপিবদ্ধ করেছ, তিনি আপনার নিকট সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হবেন। আল্লাহ তা'আলা

[১৫১]. ১. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭২৬
২. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৮৭

ইরশাদ করলেন: হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। তিনি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর তুমি যেহেতু তাঁর ওসীলায় দোয়া করেছ এজন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি আমি মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতামনা।"[১৫২]

৫৪. আল্লামা ইবনুল হাজর আল মক্কী আল্ হায়তমী (৯৭৪ হি:)

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী। তিনি আল-ফতওয়া আল-হাদিসিয়াতে আবু আবদুল্লাহ কুরাইশীর বর্ণনাকৃত মুশাহাদা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা বেসালের পরেও জীবিতদের ন্যায় সাহায্য করেন এবং তাঁদের ফয়েয ও বরকতে কোন ভিন্নতা হয় না। তিনি হযরত আবু আবদুল্লাহ কুরশী রহমতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত এ ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, অত্যন্ত কঠিন অনাবৃষ্টি মিশরকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। দোয়া এস্তেগফার সত্ত্বেও বিপদ যে রূপ ছিল, সেরূপ রয়ে গেল। হযরত আবু আবদুল্লাহ কুরশী বলছেন:

فَسَافَرْتُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى قَرِيْبِ ضَرِيْحِ الْخَلِيْلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ تَلْقَانِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِجْعَلْ ضِيَافَتِيْ عِنْدَكَ الدُّعَاءِ لأَهْلِ مِصْرَ، فَدَعَا لَهُمْ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ.

"আমি সিরিয়ায় সফর করলাম, যখন আমি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের মাযার মুবারকের নিকট পৌঁছলাম। তখন তাঁর সাথে আগেই আমার সাক্ষাত হয়। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি অতিথি হিসেবে এসেছি। আমার আথিতেয়তা এভাবে করবেন যে, মিশরবাসীদের জন্য দোয়া করে দেবেন, হযরত খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম দোয়া করে দিলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অনাবৃষ্টি দূর করে দিলেন।"[১৫৩]

[১৫২]. ১. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২
২. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৪, হাদিস : ৬৫০২
৩. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮
৪. বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮৯
৫. সুয়ুতী : আল-খাছায়েসুল কুবরা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬

[১৫৩]. ইবনে হাজর মক্কী : আল-ফতওয়া আল-হাদিসিয়া, পৃষ্ঠা : ২৫৫, ২৫৬

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী আরও বর্ণনা করছেন যে, এ দুর্লভ ঘটনায় হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এর বিশ্লেষণ হযরত ইমাম ইয়াফেঈ (১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

فَقَوْلُهُ : تَلْقَانِي الخَلِيْلِ قَوْلٌ حَقٌّ لاَ يُنْكِرُهُ إِلاَّ جَاهِلٌ بِمَعْرِفَةِ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَحْوَالِ الَّتِيْ يُشَاهِدُوْنَ فِيْهَا مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَنْظُرُوْنَ الأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ غَيْرَ أَمْوَاتٍ.

"হযরত আবু আবদুল্লাহ ক্বুরশী রহমতুল্লাহি আলাইহির এ কথা বলা যে, হযরত খলীল আলাইহিস সালামের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বরহক্ব। এর অস্বীকার সেই মূর্খই করতে পারে যে আউলিয়া কেরামের অবস্থা ও মর্যাদাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা, এ ব্যক্তিগণ যমিন ও আসমানকে প্রত্যক্ষ করেন এবং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালামকে সম্পূর্ণ জীবিতাবস্থায় দেখে থাকেন।"[১৫৪]

এছাড়া আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী ওসীলা গ্রহণের বিষয় বস্তুর উপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আল-জওহারুল মুনাজ্জমও লেখেছেন। তাতে তিনি নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন।[১৫৫]

ইবনে হাজর মক্কী আস সওয়ায়িকুল মুহরিকাতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী আহলে বায়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিতে গিয়ে ফরমায়েছেন:

آلُ النَّبِيِّ ذَرِيْعَتِيْ وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيْلَتِيْ أَرْجُو بِهِمْ أُعْطَي غَدًا بِيَدِ الْيُمْنِ صَحِيْفَتِيْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন (আল্লাহর দরবারে) আমার ওসীলা ও মাধ্যম। আমি আশা রাখি যে, তাঁদের ওসীলাতে কিয়ামতের দিন আমার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।"[১৫৬]

---

[১৫৪]. ইবনে হাজর মক্কী : আল-ফতওয়া আল-হাদিসিয়া, পৃষ্ঠা : ২৫৬
[১৫৫]. ইবনে হাজর হাইতি : আল-জওহারুল মুনাজ্জম, পৃষ্ঠা : ৬১
[১৫৬]. ইবনে হাজর হাইতি : আস সওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃষ্ঠা : ১৮০

৫৫. শায়খ শামসুদ্দীন খতীব আশ শরবিনী (৯৭৭ হিজরী)

শায়খ শামসুদ্দীন খতীব আশ শারবীনী মিশরের প্রসিদ্ধ শাফেয়ী ফকীহ। তিনি তাফসীরে সিরাজুল মুনিরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে ইহুদীগণ কর্তৃক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় বিজয় লাভের দোয়া করা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

﴿وَكَانُوْا﴾ أَيْ اَلْيَهُودُ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أَيْ مِنْ قَبْلِ مَجِيْئِهِ ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ أَيْ يَسْتَنْصِرُوْنَ ﴿عَلَي الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ أَيْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ إِذَا قَابَلُوهُمْ يَقُولُونَ : اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِيْ نَجِدُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَيَقُوْلُوْنَ لأَعْدَائِهِمْ الْمُشْرِكِيْنَ : قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيْقِ مَا قُلْنَا فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ .

"সেই ইহুদীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় কাফেদের অর্থাৎ আরবের মুশরিদের উপর সাহায্য ও বিজয়ের দোয়া করত। যখন তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করত তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট এভাবে দোয়া করত: হে আল্লাহ! আখেরী যমানাতে প্রেরিতব্য যেই নবীর গুণ আমরা (স্বীয় কিতাব) তাওরাতে পাই। তাঁর ওসীলায় আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান কর) (সেই ইহুদীরা) নিজেদের মুশরিক শত্রুদেরকে বলত যে, অতিসত্ত্বর এমন যুগ আসবে যে, সেই নবী এ কথার সত্যায়ন করে তাশরিফ আনবেন, যা আমরা বর্ণনা করছি। তারপর আমরা তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদেরকে আদ ও ইরাম জাতির মত হত্যা করব।"[১৫৭]

৫৬. শায়খ মোল্লা আলী ক্বারী হানফী (১০১৪ হি:)

---

[১৫৭]. ১. শরবিনী : তাফসীরে সিরাজুল মুনির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৪. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৫. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭
৬. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৭. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭

ইমাম মুহাম্মদ বিন জযরী (৮৩৩ হিজরী) এর বক্তব্য ' وَتَوَسَّلَ إِلَي اللهِ بِأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোল্লা আলী ক্বারী আল-হিরযুস সমিন এ লিখেছেন:

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهُوَ مِنَ الْمَنْدُوْبَاتِ فَفِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ..... حَدِيْثُ عُمَرَ: اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ وَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ ، وَلِحَدِيْثِ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ فِى شَانِ الأَعْمَي رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَلَي الصَّحِيْحِ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَي شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

"লেখক বলেছেন যে, তাওয়াস্‌সুলের এ আমলটি মুস্তাহাবের অন্তর্ভূক্ত। সহীহ বুখারী শরিফের আবওয়াবুল ইস্তিস্কাতে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন, আগে আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করতাম। তখন (হে আল্লাহ তা'আলা) তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা আমাদের নবীর শ্রদ্ধেয় চাচার ওসীলায় দোয়া করছি তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হত।[১৫৮] তেমনিভাবে উসমান বিন হুনাইফের হাদিসে[১৫৯] অন্ধ সাহাবীর শানে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করার বর্ণনা রয়েছে যা ইমাম হাকেম স্বীয় মুসতাদরক গ্রন্থে রেওয়ায়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদিস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।"[১৬০-১৬১]

---

[১৫৮]. ১. বুখারী : আস্ সহীহ, আবওয়াবুল ইস্তিস্কা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৯৬৩
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৪
৩. আইনী : উমদাতুল কারী শরহে বুখারী, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০
৪. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫২

[১৫৯]. ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আবওয়াবু ইকামাতিস সালাতে, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদিস : ১৩৮৫
২. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৮
৩. বায়হাকী : দলায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৬৭

[১৬০]. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৭, হাদিস : ১৯৩০

[১৬১]. মোল্লা আলী কারী : আল-হিরজুস্ সমীন, পৃষ্ঠা : ১৭৬

মোল্লা আলী ক্বারী শরহু মুসনদু ইমামে আযমে বর্ণনা করেছেন:

قِيْلَ: إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ.

"বলা হয়েছে যে, যখন তোমরা বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে, তখন কবরবাসীদের সাহায্য গ্রহণ কর।" অর্থাৎ কবরবাসীদের ওসীলা নিয়ে দোয়া কর, আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করবেন।[১৬২]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল-মুসনদে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمْ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ.

"আবদাল সিরিয়াতে হবেন, তাঁরা চল্লিশজন পুরুষ। যখন তাঁদের একজন ওফাত পান, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থলে আরেক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। তাঁদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাঁদের মাধ্যমেই শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয়, তাঁদের কারণেই সিরিয়াবাসীদের আযাব দূর হয়।"[১৬৩]

মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাত শরহে মিশকাতে হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

أَىْ بِبَرْكَتِهِمْ أَوْ بِسَبَبِ وُجُوْدِهِمْ فِيْمَا بِهِمْ يَدْفَعُ الْبَلاَءُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ.

"আবদালগণের বরকত এবং তাদের মধ্যে তাঁদের সৌভাগ্যপূর্ণ মওজুদ হবার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয় এবং তাঁদের বরকতে উম্মতে মুহাম্মদীর বালা মুসিবত দূর হয়।"[১৬৪]

নুযহাতুল খাতের এ মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হুযুর গাউসে আযম রাদিআল্লাহু আনহুর এ বাণী উল্লেখ করেছেন:

---

[১৬২]. মোল্লা আলী কারী : শরহু মুসনদে ইমামে আযম, পৃষ্ঠা : ১১৪

[১৬৩]. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১২

[১৬৪]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাত শরহে মিশকাত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬০

৬০. আল্লামা খাইরুদ্দীন রমলী হানাফী (১০৮১ হি:)

দুররে মুখতার প্রণেতার শিক্ষক আল্লামা খাইরুদ্দীন রমলী হানফী আউলিয়াল্লাহ'র ওসীলায় হাজতাদি প্রার্থনা করা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন:

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: يَا شَيْخُ عَبْدَ الْقَادِرِ فَهُوَ نِدَاءٌ وَإِذَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ شَيْءٌ إِكْرَامًا لله فَمَا الْمُوْجِبُ لِحُرْمَتِهِ؟ (إِلَى أَنْ قَالَ) وَوَجْهُ التَّكْفِيْرِ بِأَنَّهُ طَلَبُ شَيْءٍ لله وَهُوَ جَلَّ وَعَلاَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْكُلُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَهَذَا لاَ يَخْتَلِجُ فِي خَاطِرِ أَحَدٍ فَإِنْ ذَكَرَهُ تَعَالَى لِلتَّعْظِيْمِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأَنَّ لله خُمُسَهُ﴾ وَمِثْلُهُ كَثِيْرٌ.

সর্বসাধারণ মুসলমানদের يَا شَيْخُ عَبْدَ الْقَادِرِ বলাটা আহবান এবং যখন এর সাথে شَيْئًا لله বৃদ্ধি করল তাহলে তা আল্লাহর মর্যাদা ও সন্তুষ্টির জন্য কোন জিনিস কামনা করা। এটা হারাম হবার কী কারণ থাকতে পারে! এটাকে কুফর বলার কারণ এটা বলা হয় যে, এটা আল্লাহ তা'আলার কোন বস্তুর অন্বেষণ করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। এ অর্থ কারো ধারণায়ও আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার যিকর হচ্ছে– মর্যাদার জন্য যেমন আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে: তাহলে এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য (রয়েছে) এবং এর উদাহরণ অনেক।"[১৭১]

৬১. ইমাম আবু আবদুল্লাহ আয যুরকানী আল্ মালেকী (১১২২ হি:)

ইমাম যুরকানী শরহু মওয়াহিবুল লুদুনিয়াতে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণকে প্রমাণ করেছেন। তিনি বর্ণনা করছেন যে, দোয়াকারী যখন বলবেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَشْفَعُ بِنَبِيِّكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ إِشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ.

[১৭১]. খায়রুদ্দিন রমলী : আল-ফতওয়া আল-খায়রিয়া, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮২

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার নবীকে সুপারিশকারী বানিয়েছি। হে রহমতের নবী! আপনার রবের নিকট আমার জন্য শাফাআত করুন।"[১৭২] তাহলে তার দোয়া কবুল করা হবে।

আল্লামা যুরকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি ব্যতীত ইমাম তবরানী,[১৭৩] ইমাম সুয়ুতী,[১৭৪] ইমাম বায়হাকী,[১৭৫] ইমাম হাকেম,[১৭৬] আল্লামা ইবনে আসাকের, আল্লামা ইবনে জওযী,[১৭৭] আল্লামা কুস্তলানী,[১৭৮] আল্লামা নবহানী এবং শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী আলাইহিমুর রহমান'র ন্যায় উচ্চস্তরের মুহাদ্দিসগণও স্ব স্ব গ্রন্থে এ রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন যে, যখন সৈয়্যদুনা আদম আলাইহিস সালামের ইজতেহাদী ভুল প্রকাশ হয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় এভাবে দোয়া করলেন।

يَا رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي.

"হে আমার রব! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ওসীলায় প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[১৭৯]

এছাড়া আল্লামা যুরকানী ইমাম কস্তলানী'র রেওয়ায়েতকৃত 'يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا' হাদীসটি স্বীয় কিতাব আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়াতে এনেছেন।[১৮০]

৬২. আল্লামা ইসমাঈল হক্কী হানাফী (১১৩৭ হি:)

আল্লামা ইসমাঈল হক্কী তাফসীরে রুহুল বয়ানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নেওয়ার বৈধতার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ

[১৭২]. ১. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৮-১২০
২. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২২০-২২৩
[১৭৩]. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৪, হাদিস : ৬৫০২
[১৭৪]. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮
[১৭৫]. বায়হাকী : দলায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮৯
[১৭৬]. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭২, হাদিস : ৪২২৮
[১৭৭]. ইবনে জওযী : আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃষ্ঠা : ৩৩
[১৭৮]. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১
[১৭৯]. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫০
[১৮০]. যুরকানী : শরহুয্ যুরকানী আলা আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫০

করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা ইরশাদ করেছেন:

﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أَيْ مِنْ قَبْلِ مَجِيْءِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ أَيْ يَسْتَنْصِرُوْنَ بِهِ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ وَيَقُولُونَ : اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِيْ نَجِدُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَيَقُوْلُوْنَ لِأَعْدَائِهِمُ الْمُشْرِكِيْنَ : قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيْقِ مَا قُلْنَا فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ .

"সেই ইহুদীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় কাফেরদের অর্থাৎ আরবের মুশরিক ও মক্কার কাফেরদের উপর সাহায্য ও বিজয় লাভের জন্য দোয়া করত। (যখন তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করত তখন) এভাবে দোয়া করত: হে আল্লাহ! আখেরী যমানাতে প্রেরিতব্য যেই নবীর গুণাবলী আমরা (আমাদের কিতাব) তাওরাতে পাই। তাঁর ওসীলাতে আমাদেরকে এদের উপর বিজয় দান কর। (সেই ইহুদীরা) নিজেদের মুশরিক শত্রুদেরকে বলত যে, অতিসত্ত্বর সেই যুগ আসবে যে, সেই নবী একথার সত্যায়ন করে তাশরিফ আনবেন, যা আমরা বর্ণনা করছি। তারপর আমরা তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদেরকে আদ ও ইরাম জাতির মত হত্যা করব।"[১৮১]

৬৩. মখদূম মুহাম্মদ হাশেম ঠঠভী (১১৭৪ হি:)

মখদূম মুহাম্মদ হাশেম ঠঠভী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর সমসাময়িক ওলামার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নাম

[১৮১]. ১. ইমসাঈল হক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৯
২. আলুসী : তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২০
৩. শরবিনী : তাফসীরে সিরাজুল মুনির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬
৪. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৫. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৬. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৭. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭
৮. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭

ভারতের আলেম ও বিজ্ঞজনদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্ক সিন্ধুর বাবুল ইসলামের সাথে ছিল। তিনি একজন মহান আলেম, সূফী, মুবাল্লিগ ও কবি ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এশ্‌ক তাঁর জীবনের মূলধন ছিল। তিনি স্বীয় কিতাব 'বজলুল কুওয়াত ফি হাওয়াদেছে সনিয়িন নুবুওয়াহ'তে রাসুলের দরবারের ওসীলা ও সাহায্য চেয়ে নিবেদন করেছেন:

أَضَاءَ بِكَ الأَكْوَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَيَا نُوْرَ اللهِ نَوِّرْ سَحَامَتِيْ

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলাতেই সৃষ্টিজগতের সকল দিক আলোকিত। অতঃপর হে আল্লাহর নূর! আমার আঁধারগুলোকে আলোকিত করে দাও।"

أَلاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا كَنْزَ رَحْمَةٍ يَا مَنْ لَدَيْهِ دَوَاءُ الدَّاءِ وَالأَلَمِ

"হে আল্লাহর রসুল! হে রহমতের ভাণ্ডার! হে সেই নবী, যাঁর কাছে সকল রোগ ও ব্যথার ঔষধ বিদ্যমান।"

أُنْظُرْ لَعِيْنُ الشَّفَاعَةِ نَحْوَ مُذْنِبٍ وَاسْئَلْ خَلاَصِيْ مِنَ اللهِ ذِيْ الْكَرَمِ

"আমি গুনাহগারের প্রতি শাফায়াতের দৃষ্টি দান করুন এবং আমার জন্য দয়ালু আল্লাহর (আযাব) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।"

فَإِنَّكَ مَرْجُوٌّ وَأَنْتَ وَسِيْلَةٌ وَقَدْ سَمَّاكَ رَبِّي شَافِعُ الأُمَمِ

"নিশ্চয় আপনিই আশার আকাঙ্ক্ষার মূলকেন্দ্র এবং আপনিই আমাদের ওসীলা। আর মহান রবও আপনার নাম, শাফেউল উমাম (উম্মতদের শাফাআতকারী) রেখেছেন।"

كِلْتَا يَدَيْكَ غِيَاثٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا حُزْتَ الخَلاَئِقِ بِالإِحْسَانِ كَالدِّيَمِ

"আপনার উভয় হাত মুবারক সম্পূর্ণই সাহায্যকারী, যার উপকার ব্যাপক এবং আপনি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে স্বীয় স্থায়ী উপকার দ্বারা নিজের কব্জায় রেখেছেন।"[১৮২]

অন্য এক স্থানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ইশকের জযবা প্রকাশ করতে গিয়ে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে وسيلتنا عند الإله সাব্যস্ত করতে গিয়ে নিবেদন করেছেন:

[১৮২]. মখদুম মুহাম্মদ হাশেম : বজলুল কওয়াতে, পৃষ্ঠা : ৮৪, ৮৮

إِلَيْكَ رَسُوْلَ اللهِ يَشْتَاقُ هَاشِمٌ فَأَنْتَ شَفِيْعٌ الْمُذْنِبِيْنَ وَ رَاحِمِ

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! হাশেম আপনার প্রতি অনুরক্ত এবং আপনিই গুনাহগারদের শাফায়াতকারী এবং দয়া প্রদর্শনকারী।"

وَسِيْلَتَنَا عِنْدَ الإِلَهِ وَ حَاتِمٌ وَ أَنْتَ خِتَامُ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتِمِ

"আপনিই মহান রবের নিকট আমাদের ওসীলা ও ফায়সালাকারী এবং আপনিই সর্বশেষ রসুল ও খাতেমুন্নবীয়্যীন।"

عَلَوْتَ مَقَامًا عَالِيًا وَفَخِيْمًا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"আপনি উচ্চ মর্তবা ও মহোত্তম মর্যাদার অধিকারী। (হে লোকেরা!) তাঁর প্রতি উত্তমভাবে দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।"[১৮৩]

৬৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৭৪ হি:)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী সেই সকল বড় বড় আউলিয়া ও আস্‌লাফের মধ্যে গণ্য যাঁরা স্বীয় খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও মারেফাতের কারণে অনেক বাতেনী হাক্বীকতসমূহকে শুধু দিব্যদৃষ্টিতে দেখতেন না বরং তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাও করে দিতেন। তিনি তাঁর মুশাহিদার অন্তর্ভুক্ত ফুয়ুজুল হারামাইন নামে যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যখানে মাধ্যম সাব্যস্ত করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন:

فَهِيَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَرُوْحُهُ نَبِيُّ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ إِنَّمَا أَخَذَتِ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ بِوَاسِطَةِ رُوْحِهِ فَكَمَا أَنَّ النَّبِيَّ تَرْجَمَانِ الحَقِّ فِي قَوْمِهِ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَكَذَالِكَ رُوْحُهُ ﷺ قَائِلٌ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى.

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাক্বীক্বত আল্লাহ তা'আলা এবং অন্যান্য হাক্বীক্বতসমূহের মধ্যখানে মাধ্যমস্বরূপ। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুকাদ্দাস নবীয়্যুল আম্বিয়া। এজন্য যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগণের রূহসমূহ

[১৮৩]. মখদুম মুহাম্মদ হাশেম : কলমী নুসখা দেওয়ানে মখদুম হাশেম, পৃষ্ঠা : ৪

ইলম ও মারেফাতসমূহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ আকদসের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং যেমনিভাবে নবী স্বীয় কওমের হক মুখপাত্র এবং আল্লাহ ও স্বীয় কওমের মাধ্যম, তেমনিভাবে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত রূহের হক মুখপাত্র এবং আল্লাহ তা'আলা সকল রূহসমূহের মাধ্যম। আর আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: 'অতঃপর সেই দিন কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী নেব এবং (হে হাবীব!) আমি অপনাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী বানাব)' এতে এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।"[১৮৪]

ফুয়ুজুল হারামাইনের নবম ও দশম মুশাহাদার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এরূপ। তিনি বলছেন:

"আমি মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলাম। তখন নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারককে দৃষ্টান্তযোগ্য আকৃতিতে 'حسی قوت' অনুভব শক্তি অর্থাৎ স্বচক্ষে সুস্পষ্টভাবে দেখেছি এবং সেদিন এ হাক্বীক্বত আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারককেও শরীরের ন্যায় দেখা যেতে পারে এবং আমাদের কাছে এ রহস্য ও উন্মোচিত হল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের ওফাতের পর হায়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য কী?"

"তৃতীয় দিন উপস্থিত হয়ে পবিত্র দরবারে দরূদ সালামের নজরানা পেশ করলাম এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদিআল্লাহু আনহুর সমীপেও উপস্থিত হলাম।"

"তারপর মুখাপেক্ষীতার সুরে নিবেদন করলাম, আক্বা, আমি খায়র, বরকত, ফয়েয, করম অর্জন করার জন্য বড় আশা নিয়ে হাজির হয়েছি, আমাকে আপনার পুণ্যদৃষ্টি দ্বারা ধন্য করুন।"

এরপরে দৃশ্যের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন:

[১৮৪]. শাহ ওয়ালি উল্লাহ : ফুয়ুজুল হারামাইন, পৃষ্ঠা : ২৯৬

فَانْبَسَطَ إِلَيَّ اِنْبِسَاطًا عَظِيمًا حَتَّي تَخَيَّلَتْ كَأَنَّ عَطَافَةَ رِدَائِهِ لِفِتْنِيْ وَغَشِيَتْنِيْ ثُمَّ غَطَّنِيْ غَطَّهُ وَتَبَدَّي لِي وَأَظْهَرَ لِيَ الأَسْرَارُ وَعَرَّفَنِيْ بِنَفْسِهِ وَأَمَدَّنِي إِمْدَادًا عَظِيمًا إِجْمَالِيًّا وَعَرَّفَنِيْ كَيْفَ أَسْتَمِدُّ بِهِ فِي حَوَائِجِيْ.

"হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন, এমনকি আমি মনে করেছিলাম যে, যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতার চাদরে আমাকে মুড়িয়ে নিল এবং ঢেকে নিল। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোলাকুলি করলেন এবং আমার সামনে প্রকাশ হলেন। বহুরহস্য উদঘাটিত হল এবং স্বয়ং নিজেই আমাকে সব জানালেন। সংক্ষিপ্তভাবে আমার বিরাট সাহায্য করলেন। আমাকে শিক্ষা দিলেন, আমার প্রয়োজনের সময় কিভাবে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য প্রার্থনা করব।"[১৮৫]

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কাসীদায়ে আতইয়াবুন নগমের ব্যাখ্যায় ফরমায়েছেন:

"প্রথম পরিচ্ছদে সূচনাস্বরূপ (অর্থাৎ ভূমিকাস্বরূপ) যুগের সেই সকল ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলোতে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।"

এরপর সরওয়ারে কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিবেদন করছেন:

وَصَلِّي عَلَيْكَ اللهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ ... وَيَا خَيْرَ مَأْمُوْلٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبِ
وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجِي لِكَشْفِ رَزِيَّةٍ ... وَ مِنْ جُوْدِهِ قَدْ فَاقَ جُوْدَ السَّحَائِبِ
وَ أَنْتَ مُجِيْرِيْ مِنْ هُمُوْمٍ مُلِمَّةٍ ... إِذَا أَنْشَبَ فِي الْقَلْبِ شَرُّ الْمَخَالِبِ

"আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর রহমতসমূহ অবতীর্ণ করুন। হে সমগ্র মখলুকের চেয়ে উত্তম। হে সর্বোত্তম আশারস্থল এবং হে সর্বোত্তম দানশীল।" "এবং হে সর্বোত্তম সেই সত্তা। যাঁর কাছে বিপদ

[১৮৫]. শাহ ওয়ালি উল্লাহ : ফুয়ুজুল হারামাইন, পৃষ্ঠা : ৮২

দূর করার জন্য আশা করা হয় এবং যাঁর দানশীলতা মেঘমালার চেয়েও উন্নত ও অধিক।"

"আপনি বিপদাপদের সময় আশ্রয়দাতা, যখন তা তার নিকৃষ্ট পাঞ্জা অন্তরে গেঁথে দেয়।"[১৮৬]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দরবারে গুনাহগারদের শাফাআতের ওসীলা সাব্যস্ত করতে গিয়ে স্বীয় কসীদায় লিখেছেন:

هُنَاكَ رَسُوْلَ اللهِ يَنْحُوْ لِرَبِّهِ ... شَفِيْعًا وَفَتَّاحًا لُبَابُ الْمَوَاهِبِ
فَيَرْجِعُ مَسْرُوْرًا بِنَيْلِ طَلَابِهِ ... أَصَابَ مِنَ الرَّحْمَنِ أَعْلَي الْمَرَاتِبِ

"সেই সময় আল্লাহর রাসূল গুনাহগারদের শাফাআত করার জন্য এবং ক্ষমা ও বদান্যতার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাজিরী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনের পর খুশী ও সানন্দে ফিরে আসবেন এবং আল্লাহর দরবার থেকে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করা হবে।"[১৮৭]

৬৫. শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (১২০৬ হি:)

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী রসায়িলুস শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব পুস্তকের ৫ম প্রকাশের ১২ পৃষ্ঠায় তাওয়াসসুলের বৈধতা এবং তার উপর আরোপিত অপবাদসমূহ হতে মুক্ত থাকাটা প্রকাশ করতে গিয়ে বর্ণনা করছেন:

إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ سُهَيْلٍ إِفْتَرَي عَلَي أُمُوْرًا لَمْ أَقُلْهَا وَلَمْ يَأْتِ أَكْثَرَهَا عَلَي بَالِي، فَمِنْهَا : أَنِّي أَكْفُرُ مَنْ تَوَسَّلَ بِالصَّالِحِيْنَ وَأَنِّي أَكْفُرُ الْبُوْصَيْرِيُّ لِقَوْلِهِ : يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ، وَأَنِّي أَحْرُقُ دَلَائِلَ الْخَيْرَاتِ وَجَوَابِي عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ أَقُوْلُ : سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

"সুলায়মান বিন সুহাইল কিছু এমন বিষয়ে আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে, যা আমি বর্ণনা করিনি। এসবের অধিকাংশই আমার ধ্যান

[১৮৬]. শাহ ওয়ালি উল্লাহ : কাসীদায়ে আত্‌য়াবুন নগম, পৃষ্ঠা : ২২
[১৮৭]. শাহ ওয়ালি উল্লাহ : কাসীদায়ে আত্‌য়াবুন নগম, পৃষ্ঠা : ২২

ধারণায়ও ছিল না। তার একটি হচ্ছে যে, যে সালেহীনদের থেকে তাওয়াসসুল করে, আমি তাকে কুফরী সাব্যস্ত করি, আমি ইমাম বূসীরী কে তাঁর 'يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ' পংক্তির কারণে তাঁকে কাফের সাব্যস্ত করি এবং এটাও যে, আমি দলায়িলুল খায়রাত জ্বালিয়ে দিই, এ সকল অপবাদগুলোর ব্যাপারে আমার উত্তর হচ্ছে- এটা যে 'سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ'[১৮৮]

৬৬. আল্লামা আহমদ সাবী মালেকী (১২২৩ হি:)

উমতাদুল মুফাসসিরীন আল্লামা আহমদ সাবী মালেকী সকল উম্মতের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে এবং সকল আম্বিয়া কেরামের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাধ্যম সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাফসীরে সাবীতে ফরমাচ্ছেন:

فَالأَنْبِيَاءُ وَسَائِطُ لأُمَمِهِمْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَوَاسِطَتُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ.

"আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম স্বীয় উম্মতের জন্য প্রত্যেক জিনিসের মাধ্যম এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যম হচ্ছেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"[১৮৯]

আল্লামা সাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে اَلْوَاسِطَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছেন:

فَهُوَ الْوَاسِطَةُ لِكُلِّ وَاسِطَةٍ حَتَّي آدَمَ.

"হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মাধ্যমের মাধ্যম। এমনকি তিনি আদম আলাইহিস সালামের ও মাধ্যম।"[১৯০]

৬৭. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (১২২৫ হি:)

কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথি তাফসীরে মাযহারীতে ইহুদীদের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে আরবের মুশরিকদের উপর বিজয় চাওয়ার বরাতে বর্ণনা করছেন:

---

[১৮৮]. মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদী : রিসালা নং ১. ১১, পৃষ্ঠা : ১২, ৬৪
[১৮৯]. সাবী : তাফসীরে সাবী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৭
[১৯০]. সাবী : তাফসীরে সাবী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২

﴿وَكَانُوْا﴾ أي اليهود ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أَيْ مِنْ قَبْلِ مَبعث النبي ﷺ ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ يَسْتَنْصِرُوْنَ ﴿عَلَي الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ أَيْ عَلَي مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَيَقُولُونَ : اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِيْ نَجِدُ نَعْتَهُ وَصِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَيَقُوْلُوْنَ لأَعْدَائِهِمْ الْمُشْرِكِيْنَ : قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيْقِ مَا قُلْنَا فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ .

"সেই ইহুদীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় কাফেরদের অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের উপর সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করত। (যখন তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করত তখন) এভাবে দোয়া করতঃ হে আল্লাহ! আখেরী যমানায় প্রেরিতব্য যেই নবীর গুণাবলী আমরা (স্বীয় কিতাব) তাওরাতে পাই তাঁর ওসীলাতে আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান কর। এতে তাদেরকে বিজয় দান করা হত। (সেই ইহুদীরা) তাদের মুশরিক শত্রুদেরকে বলত যে, অতিসত্ত্বর সেই যুগ আসছে যে, সেই নবী একথার সত্যায়িত করে তাশরিফ আনবেন, যা আমরা বর্ণনা করছি। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে আদ, সামুদ ও ইরাম জাতির ন্যায় হত্যা করব।"[১৯১]

৬৮. আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাবী (১২৩১ হি:)

আহনাফের নির্ভরযোগ্য আলেম আল্লামা তাহতাবী স্বীয় কিতাব হাশিয়া তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহতে তাওয়াসসুলের আদবসমূহ এবং এর গুরুত্বের অধীনে বর্ণনা করছেন যে, হাজতসমূহ পূরণ হওয়াটা মাধ্যম ও ওসীলার উপর নির্ভরশীল। তিনি ফরমায়েছেন:

---

[১৯১]. ১. পানিপতি, তাফসীরে মাযহারী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৪
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৪. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৫. সুয়ুতী : আদ্ দুররুল মনসূর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৭
৬. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৭. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭

ذَكَرَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ أَنَّ الأَدَبَ فِي التَّوَسُّلِ أَنْ يَتَوَسَّلَ بِالصَّاحِبَيْنِ إِلَى الرَّسُوْلِ الأَكْرَمِ ﷺ ثُمَّ بِهِ إِلَى حَضْرَةِ الحَقِّ جَلَّ جَلالُهُ وَتَعَاظَمَتْ أَسْمَاؤُهُ فَإِنَّ مُرَاعَاةَ لِوَاسِطَةِ عَلَيْهَا مَدَارُ قَضَاءُ الحَاجَاتِ.

"কোন একজন আরেফ বর্ণনা করেছেন যে, তাওয়াসসুলের আদব মানে হচ্ছে (যখন আপনি হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মাযারে উপস্থিত হয়ে সালাতু সালাম আরয করবেন এবং এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর উপর সালাম আরয করবেন, তখন আপনার উচিত হচ্ছে এরূপ করা) এ দুজন খলীফাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এবং এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চ ও মহান নামসমূহের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার দরবারে ওসীলা বানিয়ে দোয়া প্রার্থনা করবেন। কেননা মাধ্যমের বিবেচনার উপরই হাজতসমূহ পূরণ হবার ভিত্তি বিদ্যমান।"[১৯২]

৬৯. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১২৩৯ হি:)

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী সে সকল বুযুর্গ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য, যাঁদেরকে সকল গবেষক, লেখকগণ নিজেদের অগ্রগণ্য আলেমের মধ্যে অন্যতম হিসেবে মেনে নেন। তিনি তাফসীরে আজিজি (১:৯) এর 'وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ' এর তাফসীরে লিখেছেন।

"এ স্থানে এ বিষয়টি জানা প্রয়োজন যে, সাধারণভাবে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হারাম নয়। বরং এভাবে চাওয়া হারাম যে, সাহায্যপ্রার্থী সে ব্যক্তির উপর ভরসা করবে এবং এটা বুঝেনা যে, (হাকীকী) হাজতপূরণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা এবং এ ব্যক্তি হচ্ছেন প্রকাশ্য মাধ্যম। যদি এরূপ বিশ্বাস করে (অর্থাৎ হাকীকী হাজতপূরণকারী আল্লাহ তা'আলাকে জানা অবস্থায়) অন্যের কাছে সাহায্য চায় এবং এ গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সাহায্যের প্রকাশস্থল মনে করে, তাহলে এরূপ সাহায্য চাওয়া শরীয়তে জায়েয। আম্বিয়া ও

[১৯২]. তহতাবী : হাশিয়া তহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬০

আউলিয়া আলাইহিমুস সালামগণ এরূপ (সাহায্য চাওয়া) অপরের কাছ থেকে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ সাহায্য চাওয়াটা বিল গাইর (অপরের কাছ থেকে) নয়। বরং এ সাহায্য চাওয়াটা খোদার সাথেই সংশ্লিষ্ট।"

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল:

কোন বাতেনী শক্তির অধিকারী বা কাশফের অধিকারী অন্য কোন বাতেনী শক্তি বা কশ্ফের অধিকারী ব্যক্তির কবরের পাশে মুরাকাবা করে বাতেনীভাবে কিছু অর্জন করতে পারে কী? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অর্জন করতে পারে।[১৯৩]

অন্যস্থানে ফতোয়ায়ে আযীযীতেই কবর যিয়ারত এবং কবরের আদাবের বিষয়ে ফরমাচ্ছেন:

"সারকথা হচ্ছে যদি আউলিয়া ও সালেহীনদের কারো কবর যিয়ারত করতে যায়, তাহলে সেই বুযর্গের বুক বরাবর মুখ করে বসবে এবং একুশবার তার যবরে (ক্বলবে ধাক্কা লাগিয়ে) এটা পাঠ করবে- 'سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ' এবং সুরা কদর তিনবার পাঠ করবে ও অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর করে এবং অন্তরকে সেই বুযর্গের বুকের সামনে রাখবে। তাহলে এই বুযর্গের রূহের বরকতসমূহ যিয়ারতকারীর অন্তরে পৌছবে।"[১৯৪]

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী এ আয়াত শরীফ 'وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ' এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, ইহুদীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে স্বীয় শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করত:

[১৯৩]. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : ফতওয়ায়ে আজিজি, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬০
[১৯৪]. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : ফতওয়ায়ে আজিজি, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৬

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَحْمَدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَبِكِتَابِكَ الَّذِيْ تُنْزِلُ عَلَيْهِ آخِرُ مَا يَنْزِلُ أَنْ تَنْصُرَنَا عَلَى أَعْدَائِنَا.

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যাঁকে প্রেরণ করার ব্যাপারে তুমি আমাদের সাথে ওয়াদা করেছ, সেই কিতাবের বরকতে, যা তুমি তাঁর উপর সকল কিতাবের পর নাযিল করবে, তুমি আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের উপর সাহায্য ও বিজয় দান কর।"[১৯৫]

শাহ সাহেব তাফসীরে আজিজি পারা : ৩০, ৫০ পৃষ্ঠায় নশ্বর জগত থেকে বেসালকারী আউলিয়া ও সালেহীনদের কাছ থেকে উপকার ও সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন:

"বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া এবং অন্যান্য সালেহীন মুমিনদের কাছ থেকে উপকার ও সাহায্য সর্বদা জারি থাকে। এ সকল আউলিয়া ও সালেহীনদের থেকে উপকার ও সাহায্য লওয়া জায়েয। তবে সেই সকল মুর্দাদের কাছ থেকে জায়েয নেই, যাদেরকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের মাযহাব অনুযায়ী ও তাদের কাছ থেকে এরূপ বিষয়গুলো বৈধ নয়।"

ওফাতের পরেও আউলিয়াল্লাহদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"সেই বিশেষ আউলিয়াল্লাহগণ যাঁরা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন, তাঁরা ওফাতের পরও দুনিয়াতে ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি রাখেন, পরকালীন বিষয়াদিতে তাঁদের নিমগ্ন থাকাটা তাঁদের জ্ঞানের প্রশস্ততার কারণে দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করার প্রতিবন্ধক হয়না। সেই পর্যায়ের বুযর্গগণ স্বীয় বাতেনী কামালিয়াতসমূহ তাদের দিকে সম্পর্কিত করেন এবং হাজতমন্দ ব্যক্তিদের হাজত তালাশ করেন এবং তা পূর্ণ করেন। তাঁদের যুবানে হাল (সেই সময়কার বক্তব্য) যেন এটাই হয়: 'من آیم

[১৯৫]. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : তাফসীরে আজিজি, পৃষ্ঠা : ৩২৯

بجاں گر تو آئی بہ تن' যদি শরীর দ্বারা আমার কাছে আস, তবে আমি রূহ দ্বারা তোমার প্রতি অগ্রসর হব।"[১৯৬]

৭০. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (১২৪২ হি:)

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সীরাতে নববী বিষয়ে লিখিত স্বীয় কিতাব মুখতাসারু সিরাতুর রাসূলে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের পূর্বে বনু বকর ও খোযায়া গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বনু বকর কুরাইশের মিত্র এবং বনু খোযায়া নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র হয়ে যায়। এরপর বনু বকর সন্ধির এ সময়কে গণীমত মনে করল এবং কুরাইশের সহায়তা নিয়ে খোযায়ার উপর আক্রমণ করে বসল এবং লুটপাট করল। ওমর বিন সালেম খোযায়ী চল্লিশ জন লোক নিয়ে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য চাওয়ার জন্য মদীনা তাইয়্যেবার দিকে রওয়ানা হল।

এ ঘটনাকে ইমাম তবরানী আল-মু'জামুস সগীরে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মুল মোমেনিন হযরত মায়মুনা রাদিআল্লাহু আনহা ফরমাচ্ছেন:

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي مَتَوَضِّئِهِ لَيْلاً : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (ثَلاَثًا) نُصِرْتُ نُصِرْتُ (ثَلاَثًا) قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِي مَتَوَضِّئِكَ : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ثَلاَثًا نُصِرْتُ نُصِرْتُ ثَلاَثًا، كَأَنَّكَ تَكَلَّمَ إِنْسَانًا، فَهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : هَذَا رَاجِزُ بَنِيْ كَعْبٍ يَسْتَصْرِخُنِي، وَيَزْعَمُ أَنَّ قُرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَتْ مَيْمُوْنَةَ : فَأَقَمْنَا ثَلاَثًا ثُمَّ صَلَّى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ بِالنَّاسِ فَسَمِعْتُ الرَّاجِزَ يَنْشِدُ:

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ... حَلْفَ أَبِيْنَا وَأَبِيْهِ الأَتْلَدَا
إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا ... وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا
وَزَعَمُوْا أَنَّ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا ... نَصْرٌ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا أَيْدَا

[১৯৬]. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : তাফসীরে আজিজি, পারা : ৩০, পৃষ্ঠা : ১১৩

তিনি একদিন অযু করার স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ (আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত) এবং তিনবার نُصِرْتَ نُصِرْتَ (তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে, তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে) বলতে শুনলেন। যখন বাইরে তাশরিফ আনলেন। তখন আমি আরয করলাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে অযু করার স্থানে তিনবার لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ এবং তিনবার نُصِرْتَ نُصِرْتَ ফরমাতে শুনলাম। এমন মনে হচ্ছিল যেন আপনি কোন মানুষের সাথে কথা বলছিলেন। অযুখানায় কি কেউ আপনার সাথে ছিল? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন: হ্যাঁ, এ বনু কা'বের জিহাদের ময়দানে পদ্য পাঠকারী আমাকে সাহায্যের জন্য আহবান করছিল এবং সে বলছিল যে, কুরাইশের লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করেছে। তিনদিন পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ালেন, তখন আমি শুনলাম যে, জিহাদের ময়দানে পদ্য পাঠকারী এ পংক্তিমালা পেশ করছিলেন:

(হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার প্রাচীন অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। নিঃসন্দেহে কুরাইশগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা এ ধারণা পোষণ করে যে, আমি আমার সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতে পারব না। আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওফিক দান করুন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করেছেন।"[১৯৭]

তিনিও একজন সাহাবী যিনি তিনদিনের দূরত্ব থেকে রাসুলের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন এবং তাঁর ফরিয়াদ শ্রবণ করা হয়েছে।

হযরত সাওয়াদ বিন কারিব রাদিআল্লাহু আনহু আরয করেছেন:

وَأَنْتَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً ... إِلَى اللهِ يَا بْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ ... بِمُغْنٍ فَتِيلًا عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

[১৯৭]. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদী : মুখতাসারু সিরাতুর রাসূল, পৃষ্ঠা : ৩৩৩

(পবিত্র ও সম্মানী বুযর্গগণের সন্তান! আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সকল রসুলগণের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী ওসীলা। আপনি সেদিন আমার সুপারিশকারী হবেন। যেদিন কোন সুপারিশকারী সাওয়াদ বিন কারিবকে কোনই বদান্যতা করতে পারবে না)[১৯৮]

৭১. শাহ ইসমাঈল দেহলভী (১২৪৬ হি:)

শাহ ইসমাঈল দেহলভী স্বীয় কিতাব সিরাতে মুস্তাকিমে শায়খ ও মুর্শিদকে আল্লাহতা'আলা পর্যন্ত পৌঁছানোর ওসীলা ও মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আয়াত 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ' এর ব্যাখ্যাতে উসিলা অর্থ মুর্শিদের পথ প্রদর্শনকেই নিয়ে থাকেন। যেমন- তিনি লিখেছেন-

"সুলুকের অনুসারীগণ এ আয়াতে ওসীলা অর্থ মুর্শিদ নিয়েছেন। প্রকৃত সফলতা অর্জনের জন্য মুজাহাদা ও রিয়াজতের আগে ভালভাবে মুর্শিদ অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আল্লাহতা'আলা হক্বপথের সালেকদের জন্য এ নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ কারণে মুর্শিদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এ পথের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।"[১৯৯]

সিরাতে মুস্তাকিমের দ্বিতীয় হেদায়তের আগে ইফাদার অধীনে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী বর্ণনা করেছেন:

"হযরত আলী মুর্তযা রাদিআল্লাহ আনহুর জন্য শায়খাইনের উপর ও একগুণ ফযীলত সাব্যস্ত রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে তাঁর অনুসারীদের অধিক হওয়া, বেলায়তের মক্বাম বরং কুতুবিয়াত, গাউসিয়াত, আবদালিয়াত এবং এভাবে আরও অনেক খেদমত তাঁর যুগ থেকে নিয়ে দুনিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁরই মাধ্যমে চালু রয়েছে। বাদশাহদের বাদশাহী ও আমীরদের রাজত্বে তিনি এমন স্থান দখল করে আছেন, যা আলেমে মালাকূতে ভ্রমণকারীদের কাছে গোপন নেই।"[২০০]

শাহ ইসমাঈল দেহলভীর এ কথা দ্বারা এ হাক্বীক্বত প্রকাশ হয়ে গেল যে, বাদশাহী, আমীরী, বেলায়ত এবং গাউসিয়াত হাসিল করার জন্য হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হচ্ছেন ওসীলা।

[১৯৮]. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদী : মুখতাসারু সিরাতুর রাসূল, পৃষ্ঠা : ৬৯

[১৯৯]. ইসমাঈল দেহলভী : সিরাতে মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা : ৫৮

[২০০]. ইসমাঈল দেহলভী : সিরাতে মুস্তাকিম, দ্বিতীয় হেদায়ত, পৃষ্ঠা : ৬০

৭২. শাহ আবদুল গনী দেহলভী

শাহ আবদুল গণী দেহলভী সুনানে ইবনে মাজার পাদটীকা মিসবাহুজ জুযাযাহতে একটি হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগীতে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালের পর ওসীলা গ্রহণের বৈধতার বিষয়ে এভাবে লিখেছেন:

وَالحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَي جَوَازِ التَّوَسُّلِ وَالإِسْتِشْفَاعِ بِذَاتِهِ المُكَرَّمِ فِي حَيَوتِهِ وَأَمَا بَعْدُ مَمَاتِهِ.

"হাদিস শরীফহি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাতের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্তার দ্বারা ওসীলা লওয়া ও শাফায়াত চাওয়া বৈধ হবার উপর প্রমাণ বহন করছে।"[২০১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন যে, হে আল্লাহ! আবু জেহেল বা ওমর ইবনে খাত্তাব হতে যে তোমার কাছে অধিক প্রিয় তার মাধ্যমে ইসলামকে বিজয় দান কর। হাদীসের বাণী নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ.

"হে আল্লাহ! এ দু ব্যক্তি আবু জেহেল বা ওমর ইবনে খাত্তাব হতে যে তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দুজনের মধ্যে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু অধিক প্রিয় ছিলেন।"[২০২]

৭৩. শায়খ মুহাম্মদ বিন আলী শওকানী (১২৫০ হি:)

কাযী শওকানী স্বীয় কিতাব তুহফাতুয যাকিরীনে হযরত ওসমান ইবনে হানীফ রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস এবং ইস্তেস্কার হাদীস দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু

[২০১]. শাহ আবদুল গণি দেহলভী : মিসবাহুজ জুযাযাহ, পৃষ্ঠা : ১০০
[২০২]. তিরমিযি : আস্ সুনান, আবওয়াবুল মানাকিব, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬১৪, হাদিস : ৩৬৮১

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সালেহীনগণের তাওয়াস্সুলের উপর প্রমাণ দিতে গিয়ে লিখেছেন:

أَقُوْلُ وَمِنَ التَّوَسُّلِ بِالأَنْبِيَاءِ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ وَالحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَي شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمُ مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ أَنَّ أَعْمي أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : أُدْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِي، قَالَ: أَوْ أَدْعُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ شَقَّ عَلَّي ذِهَابَ بَصْرِيْ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ..... الحديث. وَسَيَأْتِي هَذَا الحَدِيْثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ صَلاَةِ الحَاجَةِ وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بَالصَّالِحِيْنَ فَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحِ أَنَّ الصَّحَابَةَ اِسْتَسْقُوْا بِالْعَبَّاسِ ﷺ عَمُّ رَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ عُمَرُ ﷺ : إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا.

"আমি বলছি যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের ওসীলা নেওয়া বৈধ হবার উপর সেই হাদীস দলীল, যেই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী,[২০৩] ইমাম নাসাঈ,[২০৪] ইমাম ইবনে মাজাহ[২০৫] এবং ইমাম ইবনে খোযায়মা স্ব স্ব সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকেম[২০৬] এ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন: এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী। হযরত ওসমান বিন হানীফ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একজন অন্ধ সাহাবী হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং আরয

[২০৩]. তিরমিযি : আস্ সুনান, আবওয়াবদ দাওয়াত, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৬৯, হাদিস : ৩৫৭৮
[২০৪]. নাসায়ী : আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা,পৃষ্ঠা : ৪১৮, হাদিস : ৬৬০
[২০৫]. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদিস : ১৩৮৫
[২০৬]. ১. হাকেম : আল-মুসতাদরক, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৭, হাদিস : ১৯৩০
২. বুখারী : আত তারিখুল কবির, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০৯, ২১০
৩. আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৮
৪. বায়হাকী : দলায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৬৭
৫. থানবী : নশরুত তিব, অধ্যায় : ৬

"আম্বিয়া ও সালেহীনদের ওসীলা লওয়া নিষেধকারীরা কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকে: 'তারা (তাদের মূর্তিপূজার মিথ্যা বৈধতার জন্য এটা বলে যে) আমরা এগুলোকে শুধু এ কারণে পূজা করি যে, সেগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বানিয়ে দিবে।' 'সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো উপাসনা কর না।' 'তার জন্যই হক (অর্থাৎ তাওহীদ) এর দাওয়াত এবং সেই (কাফের) লোকেরা তিনি ব্যতীত যার (বাতেল উপাস্যসমূহ বা মূর্তিসমূহ) ইবাদত করে, তা তাদের কোন জিনিসের উত্তর দিতে পারে না।' এ আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ নয়। কেননা সূরা যুমারের ৩নং আয়াতে এ বর্ণনা যে মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত। আর যে ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন আলেমের ওসীলা নিয়ে দোয়া করে, সে সেই আলেমের ইবাদত করে না; বরং সে এটা ধারণা করে যে, এ আলেমের এলমের কারণে আল্লাহর নিকট তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। সে এ কারণেই তাঁর ওসীলা নিয়ে দোয়া করে। এভাবে 'সূরা জ্বীন' এর ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে আহবান করতে (বা ইবাদত করতে) নিষেধ করেছেন। যেমন- কেউ বলবে: আমি আল্লাহ ও অমুকের ইবাদত করছি। আর যে ব্যক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন আলেমের ওসীলায় দোয়া করে, সে শুধু আল্লাহর কাছেই দোয়া করে এবং আল্লাহর কিছু নেককার বান্দাদের আ'মালে সালেহার ওসীলা পেশ করে। যেমন- এক গুহায় তিন ব্যক্তি ছিল। সেই গুহার মুখে একটি পাথর এসে পড়ল। তখন তারা তাদের আ'মালে সালেহার ওসীলায় দোয়া করল। এভাবে সূরা রা'দ এর ১৪ নম্বর আয়াতে সে সকল লোকের সমালোচনা করা হয়েছে, যারা এ লোকদেরকে (মা'বুদ মনে করে) আহবান করত। যারা এদের ডাকে কোন সাড়া দিতে পারত না এবং নিজেদের রবকে ডাকত না, যিনি তাদের দোয়া কবুল করেন। আর উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি কোন আলেমের ওসীলায় দোয়া করে, সে শুধু আল্লাহর কাছেই দোয়া করে এবং অন্য কারো কাছে দোয়া করে না। আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে এবং আল্লাহর সাথে অন্য কারো কাছেও দোয়া করেনা।"[২০৯]

[২০৯]. আবদুর রহমান মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৩

৭৪. আল্লামা শিহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমূদ আলূসী (১২৭০ হি:)

আল্লামা আলূসীর দৃষ্টিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগীতে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মহানত্বের ওসীলা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেছেন:

لاَ أَرَى بَأْساً فِي التَّوَسُّلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِجَاهِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى حَياً وَمَيْتاً ، وَيُرَادُ مِنَ الجَاهِ مَعْنَى يَرْجِعُ إِلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى ، مِثْلُ أَنْ يُرَادُ بِهِ اَلْمَحَبَّةُ التَّامَّةُ اَلْمُسْتَدْعِيَةُ عَدْمُ رَدِّهِ وَقُبُوْلُ شَفَاعَتِهِ ، فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلُ الْقَائِلِ : إِلَهِيْ أَتَوَسَّلُ بِجَاهِ نَبِيِّكَ ﷺ أَنْ تَقْضِيْ لِي حَاجَتِيْ ، إِلَهِي اِجْعَلْ مُحَبَّتَكَ لَهُ وَسِيْلَةً فِي قَضَاءِ حَاجَتِي ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلُكَ : إِلَهِيْ أَتَوَسّ ل بِرَحْمَتِكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا إِذْ مَعْنَاهُ أَيْضاً إِلَهِيْ اِجْعَلْ رَحْمَتَكَ وَسِيْلَةً فِي فِعْلِ كَذَا ، بَلَ لاَ أَرَى بَأْساً أَيْضاً بِالإِقْسَامِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِجَاهِهِ ﷺ بِهَذَا المَعْنَى ، وَالْكَلاَمُ فِي الْحُرْمَةِ كَالْكَلاَمِ فِي الجَاهِ ، وَلاَ يَجْرِيْ ذَلِكَ فِي التَّوَسُّلِ وَالإِقْسَامِ بِالذَّاتِ الْبُحْتِ ، نَعَمْ لَمْ يَعْهَدِ التَّوَسُّلُ بِالجَاهِ وَالْحُرْمَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ تَحَاشِياً مِنْهُمْ عَمَّا يَخْشَى أَنْ يُعَلِّقَ مِنْهُ فِي أَذْهَانِ النَّاسِ إِذْ ذَاكَ وَهُمْ قَرِيْبُوْ عَهْدٌ بِالتَّوَسُّلِ بِالأَصْنَامِ شَيْءٌ ، ثُمَّ اقْتَدَى بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنَ الأَئِمَّةِ الطَّاهِرِيْنَ ، وَقَدْ تَرَكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَدْمُ الْكَعْبَةِ وَتَأْسِيْسُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ لِكُوْنِ الْقَوْمِ حَدِيْثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي «الصَّحِيْحِ» ، وَهَذَا الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ إِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الحَرَجِ عَنِ النَّاسِ وَالْفِرَارِ مَنْ دَعْوَى تَضْلِيْلِهِمْ كَمَا يَزْعَمُهُ الْبَعْضُ فِي التَّوَسُّلِ بِجَاهِ عَرِيْضُ الجَاهِ ﷺ لاَ لِلْمَيْلِ إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ كَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ اِسْتِعْمَالِ

الأَدْعِيَةِ الْمَأْثُوْرَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْكِتَابُ وَصَرَّحَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامِ ﷺ وَتَلَقَّاهُ مَنْ بَعْدُهُمْ بِالْقَبُولِ أَفْضَلُ وَأَجْمَعُ وَأَنْفَعُ وَأَسْلَمُ.

"হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগী এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালের পর তাঁর মর্যাদা ও মহানত্বের ওসীলা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাতে আমার মতে কোন ক্ষতি নেই। হুযুরের মর্যাদা মানে হচ্ছে এখানে আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। যেমন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সেই পরিপূর্ণ মুহাব্বত, যার চাহিদা হচ্ছে এটা যে, আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াকে ফিরিয়ে দেবেন না এবং তাঁর শাফায়াতকে কবুল করবেন। যখন কোন ব্যক্তি দোয়াতে বলবে, আল্লাহ! আমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার ওসীলায় দোয়া করছি যে, তুমি আমার হাজত পূরণ করে দাও।" তখন এর অর্থ হচ্ছে এটা যে: আল্লাহ! আমি আমার এই হাজত পূরণ হবার জন্য তোমার মুহাব্বতকে ওসীলা বানাচ্ছি এবং এ দোয়া ও তোমার এ কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতকে ওসীলা বানাচ্ছি যে, তুমি আমার এ কাজটি পূরণ করে দাও।" বরং আমি এ কথা বলাও বৈধ মনে করছি যে, কোন ব্যক্তি এটা বলবে যে, আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার নবীর মর্যাদার কসম দিচ্ছি যে, তুমি এই কাজ পূরণ করে দাও।" মর্যাদা ও সম্মানের সাথে কোন কিছু চাইল, তাতে যেরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে, তাওয়াসসুল ও শুধু সত্তার কসম দেওয়াতে সেই ব্যাখ্যা জারি হবে না। হ্যাঁ, সম্মান ও মর্যাদার ওসীলা নিয়ে দোয়া করা কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত নেই। সম্ভবত এর কারণ এটা হবে যে, সাহাবারা ওসীলা নিয়ে দোয়া করা থেকে এ কারণে বিরত থাকতেন যাতে মানুষের ধারণায় এতে কোন বদআকীদা স্থান করে না নেয়। কেননা তাঁদের যুগ মূর্তির ওসীলা নেওয়ার যুগের নিকটবর্তী ছিল। আর পূণ্যাত্মা ইমামগণ ও সাহাবাদের অনুসরণে ওসীলার সাথে দোয়া করেননি। রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কা'বাঘরের সেই সময়ের ভবন ভেঙ্গে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ভিত্তির উপর তা পুনরায় নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর কওম

সদ্য কুফর থেকে বের হয়ে এসেছিল। এজন্য তিনি ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কায় নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন, যা সহীহ হাদীসে রয়েছে। আমি সম্মানের ওসীলা গ্রহণ এবং কসম দেবার বৈধতা এবং এর ব্যাখ্যা এজন্য বর্ণনা করেছি, যাতে সাধারণ মুসলমানদের এ দোয়াতে কোন ক্ষতি না হয়। কেননা কেউ কেউ হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার ওসীলায় দোয়া করাতে গোমরাহীর বিধান প্রয়োগের দাবী করে। এ বক্তব্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এভাবে ওসীলা নিয়ে দোয়া করা কুরআন মজীদ ও হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ থেকে উত্তম। আর যা সাহাবা ও তাবেয়ীগণ নিঃসন্দেহে কবুল করে নিয়েছেন তা থেকেও অধিক উত্তম, অধিক পরিপূর্ণ, অধিক উপকারী, অধিক নিরাপদ- এটাও উদ্দেশ্য নয়।"[২১০]

আল্লামা আলূসী 'وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ' আয়াতের অধীনে বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করত। তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

نَزَلَتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَبْعَثِهِ قَالَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ ﷺ وَقَتَادَةَ وَالْمَعْنَى يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْصُرُهُمْ بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ ، كَمَا رَوَى السُّدِّيُّ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا اشْتَدَّ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَخْرَجُوْا التَّوْرَاةَ وَوَضَعُوْا أَيْدِيْهِمْ عَلَى مَوْضَعٍ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالُوْا : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِيْ وَعَدْتَنَا أَنْ تُبْعِثَهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَنْ تَنْصُرَنَا الْيَوْمَ عَلَى عَدُوِّنَا فَيَنْصُرُوْنَ.

"এ আয়াত বনী কুরায়যা ও বনী নযীর এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় বিজয় লাভের দো'আ প্রার্থনা করত। হযরত

২১০. আলুসী : তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১২৮

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ এটা যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করত যে, সেই নবীর ওসীলায় মুশরিকদের বিপরীতে যেন তাদেরকে সাহায্য করা হয়। যেমনটি ইমামুদ্দীন বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাদের (ইহুদী) ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ কঠোরভাবে শুরু হত। তখন তারা তাওরাত খুলে সেই স্থানে যেখানে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ থাকত তাতে হাত রেখে দিত এবং দোয়া করতঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে তোমার সেই নবীর সদকায় দোয়া করছি, যাঁকে তুমি আখেরী যমানায় প্রেরণ করবেন বলে আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছ, আজ আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান কর) তারপর (এ দোয়ার বরকতে) তাদেরকে সাহায্য করা হত।"[২১১]

আল্লামা সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী নৈকট্যপ্রাপ্ত ও নেককার বান্দাদেরকে ওসীলা বানানো এবং তাঁদের কাছ থেকে রূহানী সাহায্য চাওয়ার সম্ভাবনা ও বৈধতার অধ্যায়ে "সূরা নাযিআত'এর প্রারম্ভিক আয়াতগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে এভাবে লিখেছেন:

وَلِذَا قِيْلَ..... إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الأُمُورِ فَاسْتَعِيْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ أَيْ أَصْحَابُ النُّفُوسِ الْفَاضِلَةِ الْمُتَوَفِّيْنَ وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ لِزَائِرِهِمْ مَدَدٌ رُوْحَانِيٌّ بِبَرْكَتِهِمْ وَكَثِيْراً مَّا تَنْحَلُّ عَقْدُ الأُمُورِ بِأَنَامِلِ التَّوَسُّلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِحُرْمَتِهِمْ.

"এজন্য বলা হয়েছে যে, যখন তোমাদের উপর বিপদাপদ আসবে তখন মাযারবাসীদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ আল্লাহর সে সকল প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য বান্দাদের যারা নফসে কুদসিয়ার (পবিত্র

[২১১]. ১. আলুসী : তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২০
২. ফিরুজাবাদী : তানভিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা : ১৩
৩. তবরী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৫
৪. যেমহশরী : আল-কাশ্শাফ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৪
৫. আজরী : কিতাবুস শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
৬. নসফী : মাদারিকুত তানযিল, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭
৭. পানিপতি, তাফসীরে মাযহারী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৪

আত্মা) অধিকারী এবং বেসাল প্রাপ্ত হয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি তাঁদের মাযারে উপস্থিত হয়। তারা তাঁদের বরকতে রূহানী সাহায্য প্রাপ্ত হন। অনেক সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের সম্মানের ওসীলা পেশ করলে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়।"[২১২]

তারপর বলেছেন:

وَقِيْلَ أَقْسَامٌ بِالنُّفُوسِ حَالَ سُلُوكِهَا وَتَطْهِيْرُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا بِالاِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّرَقِّي فِي الْمَعَارِفِ الإِلٰهِيَّةِ.... فَتَسَبَّحْ فِي مَرَاتِبِ الاِرْتِقَاءِ فَتَسَبَّقَ إِلَى الْكَمَالاَتِ حَتَّى تَصِيْرُ مِنَ الْمُكَمَّلاَتِ لِلنُّفُوسِ النَّاقِصَةِ.

"এবং এটাও বলা হয়েছে যে, এ বাক্যগুলোতে এ পবিত্র হৃদয় লোকদের কসম করা হয়েছে, যারা সুলুকিয়াতের ময়দানে অগ্রসর হন। ইবাদত, রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে যাহের ও বাতেনকে পবিত্র করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর মারেফাত অর্জন করে নেন। (সে সকল পুণ্য গুণসম্পন্ন লোকদের জন্য এ বাক্যগুলোর প্রয়োগ এভাবে হবে যে) তাঁরা নিজেকে নফসের চাহিদাসমূহ থেকে বিরত রেখে পবিত্র জগতের প্রতি ধাবিত হয় এবং উন্নত মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করে কামালিয়াতসমূহের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যান। এমনকি তাঁরা অপূর্ণাঙ্গও অকর্মণ্য লোকদেরকে কামেল, সফল ও মকবুল বানানোর যোগ্য হয়ে যান।"[২১৩]

৭৫. মাওলানা কাসেম নানুতবী (১২৯৭ হি:)

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী তাঁর কসায়েদে কাসেমীতে হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাইতে গিয়ে আরয করছেন:

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

[২১২]. আলুসী : তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ২৭, ২৮
[২১৩]. আলুসী : তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ২৮

ثنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے
تو اس سے کہ اگر ش سے ہے کچھ درکار
یہ ہے اجابت حق کو تیری دعا کا لحاظ
قضا مبرم و مشروط کی سنیں نہ پکار

৭৬. আল্লামা হাসান আল্ আদবী আল্ হামযাবী (১৩০৩ হি:)

আল্লামা হাসান আল আদবী আল হামযাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সর্বাবস্থায় ওসীলা গ্রহণ ও সাহায্য চাওয়া বৈধ ও প্রমাণিত বিষয়। তিনি মাশারিকুল আনওয়ারে লিখেছেন:

ثُمَّ إِنَّ كُلاًّ مِنَ الإِسْتِغَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَجُّهِ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَمَا ذَكَرَهُ فِي تَحْقِيْقِيْ النُّصْرَةِ وَاقِعٌ فِي كُلِّ حَالٍ قَبْلَ خَلْقِهِ وَ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي مُدَّةِ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا ﷺ وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي مُدَّةِ الْبَرْزَخِ وَبَعْدَ الْبَعْثِ فِي عَرْصَاتِ الْقِيَامَةِ.

"তাওয়াস্‌সুল, এস্তেগাসা, শাফায়াত ও তাওয়াজ্জুহ এ সকল বিষয় যেভাবে তাহকিকুন নাসরাহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে– নবী আলাইহিস সালাম হতে তা সর্বাবস্থায় সাব্যস্ত রয়েছে। হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা লওয়া তাঁর শুভ জন্মের আগে, শুভ জন্মের পর, দুনিয়াতে তাঁর জিন্দেগীতে, বেসালের পর বরযখ (কবর) জগতের সময় কালে এবং পুনরুত্থানের পর কিয়ামতের ময়দানে জায়েয ও বাস্তব।"[২১৪]

হাসান আল্ আদবী হামযাবী মাশারিকুল আনওয়ারে শিহাবুদ্দীন রমলী'র আক্বীদা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ اَلرَّمَلِيُّ عَمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامَّةِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فُلَانٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَلْ لِلْمَشَائِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مُوْتِهِمْ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الإِغَاثَةَ

[২১৪]. হুসনুল আদাওয়া হামযাভী : মাশারিকুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা : ৫৯

بِالأَوْلِيَاءِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ جَائِزَةٌ، فَإِنَّ لَهُمْ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ كَحَيَاتِهِمْ، فَإِنَّ مُعْجِزَاتُ الأَنْبِيَاءِ كَرَامَةٌ لِلأَوْلِيَاءِ.

"শায়খুল ইসলাম রমলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সর্বসাধরণ লোকেরা বিপদপাদের সময় ইয়া শায়খ অমুক ইত্যাদি বলে থাকে। মাশায়েখ কেরাম কি বেসালের পর সাহায্য করেন? তিনি বললেন: আউলিয়া আম্বিয়া, সালেহীন এবং আলেমগণের কাছ থেকে সাহায্য চাওয় বৈধ, কেননা তারা বেসালের পর তেমনিভাবে সাহায্য করেন। যেমনিভাবে স্বীয় জীবদ্দশায় সাহায্য করতেন। কেননা আউলিয়া কেরামের কারামত হচ্ছে নবীগণের মুজিযা।"[২১৫]

৭৭. মুফতি আহমদ বিন যয়নী দহলককান আশ শাফেয়ী আল্ মক্কী (১৩০৪ হি:)

মুফতি আহমদ বিন যয়নী দহলান ফরমাচ্ছেন:

اَلتَّوَسُّلُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

"তাওয়াস্‌সুলের (বৈধ হবার) উপর আহলে সুন্নাতের ইজমা রয়েছে।"[২১৬]

৭৮. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (১৩০৬ হি:)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সেই মহান ওলামা ফোকাহাদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের প্রজ্ঞা, মেধা ও ফিক্‌হী দক্ষতা ছিল কালজয়ী। রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার তাঁর মহান ইলমী ও গবেষণা কর্ম। যখন আল্লামা শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি এত বড় ইলমী ও ফিকহী কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছাপোষণ করলেন, তখন স্বীয় মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর দরবারে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ওসীলা পেশ করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা এবং হযরত ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলাইহির ওসীলা পেশ করতে গিয়ে আরয করেন:

[২১৫]. হুসনুল আদাওয়া হামযাভী : মাশারিকুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা : ৫৯
[২১৬]. যায়নী দাহলান : আদ দুরারুস্ সনিয়া, পৃষ্ঠা : ৪০

যার কাছে প্রয়োজন। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে দান করে থাকেন।"[২২০]

৮০. শায়খ রশীদ আহমদ গংগুহী (১৩২৩ হি:)

শায়খ রশীদ আহমদ গংগুহী ফতওয়া রশিদিয়া প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদাআত এ 'أَعِيْنُونِيْ يَا عِبَادَ اللهِ' বাক্য দ্বারা তাওয়াস্‌সুলের বৈধতা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"কিছু রেওয়ায়তে এসেছে 'أَعِيْنُونِيْ يَا عِبَادَ اللهِ'[২২১] তা প্রকৃতপক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া নয়। বরং আল্লাহর যে সকল বান্দাগণ মরুভূমিতে থাকেন, তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সেই কাজের জন্য সেখানে নির্ধারণ করেছেন।"[২২২]

শায়খ রশিদ আহমদ গংগুহর এ বাক্য দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অপারগতার সময় গাইরুল্লাহ থেকে তাওয়াস্‌সুল এবং সাহায্য চাওয়া বৈধ। তিনি ফতওয়া রশিদিয়া ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, আল্লাহর দরবারে এ আবেদন করা যে, অমুক ব্যক্তির অসিলায় আমাকে অমুক কাজটি সম্পাদন করে দিন, এটা সকলের সম্মতিক্রমে বৈধ। তিনি আরো লিখেন:

"ইস্তেআনত (সাহায্য চাওয়া) এর তিনটি অর্থ রয়েছে। ১. আল্লাহর কাছে এ দোয়া করা যে, অমুক ব্যক্তির অসিলায় আমার অমুক কাজটি করে দিন। এটি সবার সম্মতিক্রমে বৈধ। চাই তা কবরের পাশে হোক বা কবর থেকে দূরে হোক। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। ২. কবরবাসীর কাছে আবেদন করা যে, তুমি আমার অমুক কাজটি করে দিন। এটি সম্পূর্ণ শিরক। চাই তা কবরের পাশে হোক বা কবর থেকে দূরে হোক। কিছু কিছু রেওয়ায়তে যা এসেছে 'أَعِيْنُونِيْ يَا عِبَادَ اللهِ' তা প্রকৃতপক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া নয়। বরং আল্লাহর যে সকল বান্দাগণ মরুভূমিতে থাকেন, তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সেই কাজের জন্য

[২২০]. বুপালী : মিসকুল খেতাম শরহ বুলুগুল মুরাম, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮৬
[২২১]. জযরী : আল-হিসনুল হাসিন, পৃষ্ঠা : ২২
[২২২]. রশিদ আহমদ গংগুহী : ফতওয়া রশিদিয়া, কিতাবুল বিদাআত, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৯

সেখানে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তখন তা শিরকের বিষয়ের কথা হবে না। এ থেকে ওসীলার বৈধতারর দলীল গ্রহণ করা মূর্খতা। হাদিসের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে এটা যে, কবরের পাশে গিয়ে বলবে, হে অমুক তুমি আমার জন্য দোয়া কর, আল্লাহ তা'আলা আমার কাজ পূর্ণ করে দিন। এতে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে, মৃতরা শ্রবণ করার বৈধতাদানকারীরা এটা বৈধ হওয়ার স্বীকৃতি দেন এবং মৃতরা শ্রবণ করার অস্বীকারকারীরা এটাকে নিষেধ করেন। সুতরাং এর ফায়সালা এখন করাটা অসম্ভব। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শ্রবণে কারো মতভেদ নেই। এ কারণে তাঁদেরকে এ থেকে পৃথক করেছেন এবং তা বৈধতার দলীল হচ্ছে ফোকাহায়ে কেরামগণ কবর মুবারকের যিয়ারতের সময় সালামের পর শাফাআত ও মাগফিরাতের আরয করার কথা লিখেছেন। সুতরাং বৈধতার জন্য এটা যথেষ্ট।"

৮১. শায়খ ওয়াহিদুজ্জামান (১৩২৭ হি:)

প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শায়খ ওয়াহিদুজ্জামান হেদায়তুল মুহতদিতে বেসালের পর ওসীলা গ্রহণের উপর নিজের ধারণাসমূহ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন:

إِذَا ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِغَيْرِ اللهِ فَأَيُّ دَلِيْلٍ يَخُصُّهُ بِالأَحْيَاءِ وَلَيْسَ فِي أَثَرِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَي مَنْعِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ وَهُوَ إِنَّمَا تَوَسَّلَ بِالْعَبَّاسِ لِإِشْرَاكِهِ فِي الدُّعَاءِ مَعَ النَّاسِ وَالأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ وَكَذَا الشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُوْنَ وَقَدْ إِدَّعَي اِبْنُ عَطَاءَ عَلَي شَيْخِنَا اِبْنُ تَيْمِيَةَ ثُمَّ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذَا أَنَّهُ يَقُولُ لاَ تَجوزُ الإِسْتَعَانَةُ بِمَعْنَي الْعِبَادَةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَعَمْ يَجُوزُ التَّوَسُّلُ بِهِ وَقَدْ عَلِمَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَي عُثْمَانَ فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ دُعَاءٌ وَفِيْهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ....إِلَي آخِرِهِ.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَيْتَ شِعْرِيْ إِذَا جَازَ التَّوَسُّلُ إِلَى اللهِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِنَصٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيُقَاسُ عَلَيْهَا التَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِيْنَ أَيْضًا، قَالَ الجَزْرِيُّ فِي الحِصْنِ فِي آدَابِ الدُّعَاءِ مِنْهَا أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهِ، وَوَرَدَ فِي حَدِيْثٍ آخَرَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي، قَالَ السَّيِّدُ : إِنَّهُ حَدِيْثٌ حَسَنٌ لاَ مَوْضُوعَ وَقَدْ وَرَوَي الحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ حَدِيْثُ دُعَاءُ آدَمَ وَفِيْهِ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَفِيْهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عِنْدَكَ وَكَرَامَةٌ عَلَيْكَ، قَالَ السَّبَكِيُّ : يُحْسِنُ التَّوَسُّلَ وَالإِسْتِغَاثَةَ وَالتَّشَفُّعَ زَادَ الْقَسْطَلاَنِي وَالتَّضَرُّعَ وِالتَّجَوَّهَ وَالتَّوَجُّهَ بِالنَّبِيِّ إِلَي رَبِّهِ وَلَكَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ جَاءَ اِبْنُ تَيْمِيَةَ فَأَنْكَرَهُ.

"যখন দোয়াতে গাইরুল্লাহর ওসীলা নেওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত আছে, তাহলে একে জীবিতদের সাথে নির্দিষ্ট করার কি দলীল রয়েছে? হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু যে হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলায় দোয়া করেছিলেন। তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নেওয়ার নিষিদ্ধ হবার দলীল নয়। তিনি হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা নিয়ে এজন্য দোয়া করেছেন। যাতে হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে লোকজনের সাথে দোয়াতে শরীক করেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম স্ব স্ব কবরে জীবিত। এভাবে শোহাদায়ে কেরাম, সালেহীনগণও জীবিত। ইবনে আতা আমাদের আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বিপরীত দাবী করেছেন। অতঃপর তিনি এটা ব্যতীত অন্য কিছু সাব্যস্ত করেননি যে, ইবাদত হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ, হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা পেশ করা বৈধ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত ওসমান বিন হানীফ রাদিআল্লাহু

আনহু সেই ব্যক্তিকে তাঁর ওসীলা নিয়ে দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন, যে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে যাচ্ছিলেন এবং হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন না। সেই দোয়াতে এ বাক্য ছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দোয়া করছি এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীয়ে রহমতের ওসীলা নিয়ে তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি।

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী মুত্তাসিল সনদে নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমার বিবেক যদি সেই অস্বীকারকারীদের কাছে থাকত! যখন কিতাব ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমালে সালেহার ওসীলা পেশ করা বৈধ, তাহলে সালেহীনদের ওসীলাকেও এর উপর কিয়াস (তুলনা) করা যাবে এবং ইমাম জযরী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাব হিসনুল হাসিনে দোয়ার আদবের অধ্যায় লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আম্বিয়া ও সালেহীনদের ওসীলা পেশ করা উচিত। অপর একটি হাদীসে আছে: ইয়া মুহাম্মদ! আমি আপনার ওসীলায় স্বীয় রবের দিকে মনোনিবেশ করছি। সৈয়্যদ বলেছেন যে, এ হাদীস হাসান, মওযূ নয়। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এক হাদীসে আছে, আমি তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসা আলাইহিস সালামের ওসীলায় দোয়া করছি। এটি আল্লামা ইবনে আসীর রহমতুল্লাহি আলাইহি নেহায়াতে এবং আল্লামা তাহের পাঠনী রহমতুল্লাহি আলাইহি মাজমাউল বেহারিল আনওয়ারে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম, ইমাম তবরানী ও ইমাম বায়হাকী হযরত আদম আলাইহিস সালামের এই দোয়া বর্ণনা করেছেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় দোয়া করছি" এবং ইবনে মুনযির বর্ণনা করেছেন: হে আল্লাহ! তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই সম্মান ও মর্যাদা বিদ্যমান। আমি তার ওসীলায় দোয়া করছি। আল্লামা সবকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, ওসীলা পেশ করা, সাহায্য চাওয়া এবং শাফায়াত প্রার্থনা করা মুস্তাহসান। আল্লামা কস্তুলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলার দিকে

ধাবিত হয়ে আহাজারি করাকে মুতাকদ্দেমীন ও মুতাআখখেরীনদের মধ্যে কেউ অস্বীকার করেননি। অবশেষে ইবনে তাইমিয়া আসল এবং সে অস্বীকার করল।"[২২৩]

রূপক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নওয়াব সাহেব লিখেছেন:

وَكَمَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَسْنَدَ الخَلْقَ وَالإِبْرَاءَ إِلَى عِيسَى مَجَازًا فَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ عِيسَى رُوحُ اللهِ أَنْ يُحْيِيَ مَيْتًا بِإِذْنِ اللهِ فَلاَ يُكُونُ شِرْكًا أَكْبَرَ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ وَلِيٍّ حَيٍّ أَوْ مِنْ رُوحِ نَبِيٍّ أَوْ صَالِحٍ أَنْ يَهَبَ لَهُ الأَوْلاَدَ أَوْ يَشْفِيَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ سُوْءً بِإِذْنِ اللهِ وَأَمَرَهُ فَهَذَا لَا يَكُونُ شِرْكًا أَكْبَرَ.

"এবং যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী (এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটির কাদা থেকে পাখির আকৃতির মত (মূর্তি) বানাতে। তারপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে তখন সেই (মূর্তি) আমার নির্দেশে পাখি হয়ে যেত এবং যখন তুমি মাতৃগর্ভের অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী (অর্থাৎ ধবল রোগী)কে আমার নির্দেশে সুস্থ করে দিতে) এখানে সৃষ্টি করা এবং সুস্থতা দান করার সম্বন্ধ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি রূপকভাবে করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন করে যে, তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করুক, তাহলে এটা শিরকে আকবর হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি জীবিত অলী হতে কিংবা নবী বা অলীর রূহ হতে এ আবেদন করে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাকে সন্তান দেন কিংবা তার অসুস্থতা দূর করে দেন, তাহলে এটা শিরকে আকবর হবে না।"[২২৪]

৮২. মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১৩৪৬ হি:)

মাওলানা রখলীল আহমদ আহমদ সাহারানপুরী হুসসামুল হারামাইন এর খণ্ডনে লিখিত তাঁর পুস্তিকা আল-মুনিদ আলাল মুফনিদে দেওবন্দের

[২২৩]. ওয়াহিদুজ্জমান : হাশিয়া হেদায়তুল মুহতদি, পৃষ্ঠা : ৪৯-৭৪
[২২৪]. ওয়াহিদুজ্জমান : হাশিয়া হেদায়তুল মুহতদি, পৃষ্ঠা : ১৯

আলেমদের আকায়েদ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আমাদের এবং আমাদের মাশায়েখদের মতে দোয়াসমূহে আম্বিয়া, সালেহীন, আউলিয়া, শোহাদা এবং সিদ্দীকীন রাহেমাহুল্লাহ আলাইহিমের ওসীলা লওয়া তাঁদের হায়াতে বা ওফাতের পরে বৈধ। আরবের আলেমগণ তাকে প্রশ্ন করলেন যে:

١ - هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَسَّلَ فِي دَعْوَاتِهِ بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الْوَفَاةِ أَمْ لاَ؟

٢ - أَيَجُوزُ التَّوَسُّلُ عِنْدَكُمْ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَأَوْلِيَاءِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَمْ لاَ؟

(১) ওফাতের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করা বৈধ কিনা?

(২) আপনার মতে সলফে সালেহীন অর্থাৎ আম্বিয়া সিদ্দীকীন, শোহাদা ও আউলিয়াল্লাহর ওসীলা নেওয়া বৈধ কিনা?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে খলীল আহমদ সাহারানপুরী স্বীয় পুস্তিকা আল-মুনিদ আলাল মুফনিদে লিখেছেন:

عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَشَائِخِنَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ فِي الدَّعْوَاتِ بِالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيْقِيْنَ فِي حَيَوتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ بِأَنْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفُلاَنٍ أَنْ تُجِيْبَ دَعْوَتِي وَتَقْضِي حَاجَتِيْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا وَمَوْلاَنَا اَلشَّاهْ مُحَمَّدْ إِسْحَاقْ اَلدِّهْلَوِيُّ ثُمَّ الْمُهَاجِرُ الْمَكِّيُّ ثُمَّ بَيَّنَهُ فِي فَتَاوَاهُ شَيْخُنَا وَمَوْلاَنَا رَشِيْدْ اَحْمَدْ اَلْغَنْغَوْهِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَفِي هَذَا الزَّمَانِ شَائِعَةٌ مُسْتَفِيْضَةٌ بِأَيْدِيْ النَّاسِ وَهَذِهِ الْمَسْئَلَةُ مَذْكُورَةٌ عَلَى صَفْحَةِ ٩٣ مِنَ الْجِلْدِ الأَوَّلِ مِنْهَا فَلْيُرَاجِعْ إِلَيْهَا مَنْ شَاءَ.

"আমাদের এবং আমাদের মাশায়েখগণের দৃষ্টিতে দোয়াসমূহে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, সালেহীন, আউলিয়া, শোহাদা এবং সিদ্দীকীন রাহমতুল্লাহি আলাইহি আজমাঈনের ওসীলা নেওয়া বৈধ। তাঁদের হায়াতে ও ওফাতের পরে। এভাবে যে, দোয়াকারী বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে অমুক বুযুর্গের ওসীলা পেশ করছি যে,

তুমি আমার দোয়াকে কবুল কর এবং আমার হাজতকে পূরণ কর। কিংবা এরূপ অন্য কোন বাক্য বলবে। যেমনটি আমাদের শায়খ মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী অতঃপর মুহাজেরে মক্কী বলেছেন। অতঃপর মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী ও স্বীয় ফত্ওয়াতে এটাকে বর্ণনা করেছেন। যা ছাপাকৃত অবস্থায় বর্তমানে মানুষের হাতে মওজুদ রয়েছে। এ মাসআলা এর প্রথম খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। যার ইচ্ছা হয় যেন দেখে নেয়।"[২২৫]

৮৩. ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবহানী (১৩৫০ হি:)

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবহানী শওয়াহিদুল হকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে ওসীলা বানানোর বরাতে এ রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ دَعَا اللهَ تَعَالَى مَتَوَسِّلاً بِالإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَعَجَّبَ إِبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّ الشَّافِعِيَّ كَالشَّمْسِ لِلنَّاسِ وَكَالْعَافِيَةِ لِلْبَدَنِ.

"ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতে গিয়ে হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে ওসীলা বানাতেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ এতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন: ইমাম শাফেয়ী মানুষের জন্য সূর্য এবং শরীরের জন্য সুস্থতা স্বরূপ।"[২২৬]

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবহানী শওয়াহিদুল হকে ইমাম কামালুদ্দীন যমলকানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির একটি অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ কসীদা উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি তাওয়াস্সুল সাহায্য প্রার্থনা করার অস্বীকারকারীদের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন:

يَا صَاحِبَ الجَاهِ عِنْدَ خَالِقِهِ ... مَا رَدَّ جَاهَكَ إِلاَّ كُلُّ أَفَّاكِ

[২২৫]. খলিল আহমদ সাহারানপুরী : আল-মুনিদ আলাল মুফনিদ, পৃষ্ঠা : ৩১

[২২৬]. নবহানী : শওয়াহিদুল হক, পৃষ্ঠা : ১৬৬

(হে দয়ালু মাহবূব! যিনি স্বীয় খালেক ও মালিকের নিকট মহান মর্যাদা ও মর্তবার অধিকারী। আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই খোদাপ্রদত্ত পদমর্যাদা ও মক্বামের অস্বীকার শুধু মিথ্যাবাদী ও অপবাদদানকারী ব্যক্তিরাই করেছে)।

أَنْتَ الْوَجِيْهُ عَلَى رَغْمِ الأَعْدَاءِ أَبَداً ... أَنْتَ الشَّفِيْعُ لِفَتَّاكٍ وَ نَسَّاكٍ

(আপনি শত্রু ও দুশ্চরিত্র লোকদের ইচ্ছার বিপরীত আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত মর্যাদা ও নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আপনিই জুলুম ও শত্রুতার শিকার ওর ইবাদতগুজার লোকদের শাফাআতকারী)।

يَا فِرْقَةَ الزَّيْغِ لاَ لَقِيْتِ صَالِحَةً ... وَلاَ شَفَى اللهُ يَوْمًا قَلْبَ مَرْضَاكِ

(হে বক্রতা ও কপটতার শিকার দল! আল্লাহ করুন, যেন তোমাদের কখনও নেকী নসীব না হোক এবং কোনদিনও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ব্যধিকে দূর না করুন)।

وَ لاَ حَظَيْتَ بِجَاهِ الْمُصْطَفَي أَبَدًا ... وَ مَنْ أَعَانَكِ فِي الدُّنْيَا وَ وَالاَكِ

(প্রিয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও সম্মানের কোন উপকার তোমার জন্য অকাট্যভাবে নসীব না হোক এবং দুনিয়াতে তোমার সাহায্যকারী ও বন্ধুদের জন্যও না হোক)।[২২৭]

ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নবহানী আল মজমুআতুন নবহানিয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী দরবারে রিসালতে স্বরচিত পংক্তিমালা পেশ করতে গিয়ে নিবেদন করছেন:

يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شَرَّفَتْ ... قَصَائِدِيْ بِمَدِيْحٍ قَدْ رَصَفَا

("আমার আক্বা! হে আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রশংসায় আবৃত্তি করায় আমার কসীদা মর্যাদাপূর্ণ হয়ে গেছে।)

مَدَحْتُكَ الْيَوْمَ أَرْجُو الْفَضْلَ مِنْكَ غَدًا ... مِنَ الشَّفَاعَةِ فَالحِظْنِيْ بِهَا طَرَفَا

(আজ আমি আপনার না'ত তথা প্রশংসা করছি এবং কাল (কিয়ামতে) আমি আপনার শাফায়াতের প্রত্যাশী। সেখানে আমাকেও যেন আপনার দৃষ্টিতে রাখেন)।

[২২৭]. নবহানী : শওয়াহিদুল হক, পৃষ্ঠা : ২৮৯

بِكَمْ تَوَسَّلَ يَرْجُو الْعَفْوَ عَنْ زَلَلٍ مِنْ خَوْفِهِ جَفْنُهُ الْهَامِي لَقَدْ ذَرَفَا

((আমি) গুনাহগার বান্দা আপনার ওসীলা নিয়েছে, সে আশান্বিত যে, তার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ভয়ের কারণে তার চোখের পাতায় অশ্রু বয়ে যাচ্ছে)।[২২৮]

৮৪. আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি:)

আল্লামা মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজিতে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর হায়াতে তাইয়্যেবাতে এবং বেসালের পর উভয় অবস্থায় তাওয়াস্‌সুলের বৈধতার উপর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন:

أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ثُمَّ تَوَسَّلَ بِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَوَسُّلُهُمْ هُوَ اِسْتِسْقَاؤُهُمْ بِحَيْثُ يَدْعُو وَيَدْعُونَ مَعَهُ فَيَكُونُ هُوَ وَسِيلَتُهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ فِي مِثْلِ هَذَا شَافِعًا وَدَاعِيًّا لَهُمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ التَّوَسُّلَ بِهِ ﷺ يَكُونُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَفِي حَضْرَتِهِ وَمَغِيبِهِ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَثَبَتَ التَّوَسُّلُ بِغَيْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لِعَدَمِ إِنْكَارِ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى عُمَرَ ﷺ فِي تَوَسُّلِهِ بِالْعَبَّاسِ ﷺ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ ﷺ.

"নিঃসন্দেহে (সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহু) হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী জিন্দেগীতে বৃষ্টির জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা বানাতেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালের পরে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা লওয়া হয়েছিল এবং তাঁর ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি চাওয়া হয়েছে। তাঁদের (এস্তেস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনা) এভাবে হত

[২২৮]. নবহানী : আল-মজমুআ আন নবহানিয়া, পৃষ্ঠা : খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯১

যে, হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া করতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম তাঁর সাথে দোয়া করতেন। অতঃপর এভাবে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁদের ওসীলা হতেন এবং হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাবম রূপ কাজে তাঁদের সুপারিশকারী এবং তাঁদের হকে দোয়া করতেন। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এটা যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা গ্রহণ তাঁর জাহেরী হায়াত এবং বেসাল মুবারকের পরে এবং তাঁর উপস্থিত অনুপস্থিত সর্বদা হতে পারে। এ বিষয়টি আপনার নিকট গোপন নয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী জিন্দেগীতে তাঁর ওসীলা লওয়া সাব্যস্ত আছে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসাল হবার পর হুযুর ভিন্ন অন্যদের ওসীলা গ্রহণ সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এ সুকুতী দ্বারা প্রমাণিত আছে। কেননা, যখন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা নিয়েছেন। তখন তাঁদের মধ্যে কেউ হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর এক কাজের অস্বীকার করেননি। আমার দৃষ্টিতে তাওয়াস্‌সুলের বৈধতাকে শুধু হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট করা কোন কারণ নেই। (অর্থাৎ অন্যান্য আউলিয়া ও সালেহীনদের দ্বারাও তাওয়াসসুল হতে পারে)।"[২২৯]

আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বরাতে ওসীলা গ্রহণের বৈধতার বিষয় এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"আল্লামা ইবনে তাইমিয়া স্বীয় পুস্তিকা আত তওয়াস্‌সুল ওয়াল অসিলাতে লিখেছেন যে, সাহাবা, মুহাজেরীন এবং আনসারদের উপস্থিতিতে হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর দোয়া সহীহ এবং আলেমদের মতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। হযরত ফারুকে আযম রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলায় দোয়া প্রার্থনা করেছেন। এটা সেই দোয়া যা সকল সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম সাব্যস্ত রেখেছেন এবং কেউ এর অস্বীকার

[২২৯]. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে তিরমিযি, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮২

করেননি। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ইজমায়ে এক্বরারী (স্বীকৃতিমূলক ইজমা)। এরূপ দোয়া হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় খিলাফতকালে করেছিলেন।"[২৩০]

আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজিতে ওসীলা গ্রহণের বৈধতার উপর বিভিন্ন ওলামাদের উদ্ধৃতিসমূহ বর্ণনা করেছেন। শায়খ শওকানীর বরাতে লিখেছেন যে, তাওয়াস্‌সুলের বৈধতার উপর ওসমান বিন হানিফের হাদীস প্রমাণ বহন করছে। আল্লামা মুবারকপুরী লিখেছেন:

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي تُحْفَةِ الذَّاكِرِينَ : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

"আল্লামা শওকানী স্বীয় কিতাব তুহফাতুয যাকিরীনে লিখেছেন যে, এ হাদীস হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার বৈধতা রয়েছে। কিন্তু এ আক্বীদার সাথে যে, প্রকৃত কর্তা আল্লাহ তা'আলা, তিনি দান করেন এবং বাধা দানকারী। তিনি যা চান, তাই হয়, এবং তিনি যা চান না তা হয়না।"[২৩১]

আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী বর্ণনা করেছেন যে, কাযী শওকানী ওসীলা গ্রহণের উপর বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন:

مَا يُورِدُهُ الْمَانِعُونَ مِنَ التَّوَسُّلِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ لَيْسَ بِوَارِدٍ بَلْ هُوَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ بِمَا هُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ ، فَإِنَّ قَوْلَهُمْ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ

[২৩০]. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে তিরমিযি, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৫
[২৩১]. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে তিরমিযি, খন্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৬

زُلْفَى﴾ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُمْ عَبَدُوهُمْ لِذَلِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مِثْلًا لَمْ يَعْبُدْهُ بَلْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَزِيَّةً عِنْدَ اللهِ بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ فَتَوَسَّلَ بِهِ لِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ فَإِنَّهُ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يُدْعَى مَعَ اللهِ غَيْرُهُ كَأَنْ يَقُولَ بِاللهِ وَبِفُلَانٍ ، وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَدْعُ إِلَّا اللهَ فَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْهُ التَّوَسُّلُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ بَعْضُ عِبَادِهِ كَمَا تَوَسَّلَ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ الْآيَةَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ دَعَوْا مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَلَمْ يَدْعُوا رَبَّهُمُ الَّذِي يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَالْمُتَوَسِّلُ بِالْعَالِمِ مَثَلًا لَمْ يَدْعُ إِلَّا اللهَ وَلَمْ يَدْعُ غَيْرَهُ دُونَهُ وَلَا دَعَا غَيْرَهُ مَعَهُ.

"আম্বিয়া ও সালেহীনদের তাওয়াসসুল হতে নিষেধকারীরা কুরআন মজীদের এ সকল আয়াত দিয়ে প্রমাণ দিয়ে থাকে:

(১) তারা (নিজেদের মূর্তি পূজার মিথ্যা বৈধতার জন্য এটা বলে থাকে যে) আমরা তো এগুলোর পূজা শুধু এ কারণে করি যে, সেগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বানিয়ে দেবে।

(২) সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না।

(৩) তার জন্যই হক (অর্থাৎ তাওহীদ) এর দাওয়াত এবং সেই (কাফের) লোকেরা তিনি ব্যতীত (বাতেল উপাস্য মানে মূর্তিসমূহ) ইবাদত করে, তা তাদের কোন জিনিসের উত্তর দিতে পারে না।

"এ আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ নয়। কেননা সূরা যুমার'র ৩ নম্বর আয়াতের বিশ্লেষণ হচ্ছে মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত। আর যে ব্যক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন আলেমের ওসীলা নিয়ে দোয়া করে, সে তো তার ইবাদত করে না। বরং সে এটা ধারণা করে যে, এ আলেমের ইলমের কারণে আল্লাহর নিকট তাঁর ফযিলত ও মর্যাদা রয়েছে। সে এ কারণেই তাঁর ওসীলা নিয়ে দোয়া করে। এভাবে 'সূরা জ্বীন'এর ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে ডাকতে

(ইবাদত করতে) নিষেধ করেছেন। যেমন- কেউ এভাবে বলবে যে, আমি আল্লাহ ও অমুকের ইবাদত করছি। আর দৃষ্টান্তস্বরূপ যে ব্যক্তি কোন আলেমের ওসীলায় দোয়া করে সে শুধু আল্লাহর কাছেই দোয়া করে এবং আল্লাহর কিছু নেককার বান্দাদের আমালে সালেহার (সৎ কর্ম) ওসীলা পেশ করে। যেমন- তিনজন ব্যক্তি একটি গুহায় ছিল। সেই গুহার মুখে একটি বড় পাথর এসে পড়ল। তখন তারা তাদের আমালে সালেহার ওসীলায় দোয়া করল। এভাবে 'সুরা রা'দ এর ১৪ নম্বর আয়াতে সে সকল লোকের সমালোচনা করা হয়েছে, যারা এ লোকদেরকে (মা'বুদ মনে করে) আহবান করত। যারা এদের ডাকে সাড়া দিতে পারত না এবং নিজেদের রবকে ডাকতনা, যিনি তাদের দোয়া কবুল করেন। অপর দিকে যে ব্যক্তি কোন আলেমের ওসীলায় দোয়া করে, সে শুধু আল্লাহর কাছেই দোয়া করে এবং অন্য কারো কাছে দোয়া করে না, না আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে, না আল্লাহর সাথে অন্য কারো কাছেও।"[২৩২]

৮৫. মাওলানা আশরফ আলী থানভী (১৩৬২ হি:)

মাওলানা আশরফ আলী থানভী নশরুত তিবের ঊনত্রিশতম পরিচ্ছেদ এর শিরোনামই 'দোয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে অসিলা লওয়া রেখেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাওয়াস্‌সুল দোয়া দ্রুত কবুল হবার মাধ্যম। তিনি বলেছেন যে, যদিও কেউ এ মাসআলাতে কিছু মতভেদ করেছেন। কিন্তু জমহুর এটা বৈধ হবার প্রবক্তা। থানভী সাহেব ওসীলা গ্রহণের বৈধতার উপর নিজের এ অবস্থানের সমর্থনে হাদীস শরীফের বরাত দিতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন:

"প্রথম রেওয়ায়ত সুনানে ইবনে মাজাহ, باب صلاة الحاجة এ হযরত ওসমান বিন হানিফ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল যে, দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে সুস্থ করে দেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি চাও (ধৈর্যধারণ করে) একে মুলতবী রাখ এবং এটা অধিক উত্তম হবে এবং যদি তুমি চাও তাহলে দোয়া করে দেব। সে আরয করল যে,

[২৩২]. মুবারক পুরী : তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে তিরমিযি, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৩

দোয়া করে দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু'রাকাত নামায পড়ে এ দোয়া করার নির্দেশ দিলেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোয়া করছি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীয়ে রহমতের ওসীলায় আপনার প্রতি ধাবিত হচ্ছি। হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনার ওসীলায় আমার এ হাজতে স্বীয় রবের দিকে মনোনিবেশ করছি। যেন সেটা পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত আমার বেলায় কবুল করুন।"[২৩৩-২৩৪]

থানভী সাহেব এ হাদীস দিয়ে দোয়া করার সাথে সাথে যাত (সত্তা) ও ব্যক্তিগণের ওসীলা নেওয়ার বৈধতার দলীল দিতে গিয়ে লিখেছেন:

"এ থেকে তাওয়াসসুল সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল এবং যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার জন্য দোয়া করা কোথাও বর্ণিত নেই। (সুতরাং) এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যেমনিভাবে কারো দোয়ার ওসীলা লওয়া জায়েয, তেমনিভাবে দোয়াতে কোন সত্তার ওসীলা লওয়াও জায়েয। দোয়াতে ওসীলা লওয়ার সারকথা হচ্ছে– হে আল্লাহ! অমুক বান্দা তোমার রহমতের স্থল এবং রহমতের স্থলের সাথে ভক্তি মুহাব্বত রাখায় (অর্থাৎ রহমত অর্জনের কারণ) আমরা তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও ভক্তি রাখি। সুতরাং আমাদের উপরও রহমত করুন। অর্থাৎ আমলের ওসীলা লওয়াতেও সামান্য পরিবর্তনসহ এই বক্তব্য (অর্থাৎ এ পদ্ধতি) বিদ্যমান। অর্থাৎ এই আমলসমূহ তোমার কাছে রহমতের কারণ এবং এগুলোর কর্তার ওপরও রহমত করা হয়। আমি এ আমলসমূহ করেছি, তাই আমার উপর দয়া করুন।"[২৩৫]

ওফাতের পর ওসীলা গ্রহণের বৈধতার উপর থানভী সাহেব নশরুত তিবে আল-মু'জামুল কবিরের নিম্ন রেওয়ায়ত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

[২৩৩]. ১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত, باب ماجاء في صلاة الحاجة খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদিস : ১৩৫৮

২. তিরমিযি : আস্ সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في دعاء الضيف খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৬৯, হাদিস : ৩৫৭৮

[২৩৪]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৬

[২৩৫]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৬

"এক ব্যক্তি হযরত ওসমান বিন আফফান রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট একটি কাজে যাচ্ছিলেন এবং তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন না। লোকটি হযরত ওসমান বিন হানীফ রাদিআল্লাহু আনহুকে তা বললেন। তিনি বলেন, তুমি অযু করে মসজিদে যাও এবং সেই উপরের দোয়া শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, এটা পাঠ কর। সুতরাং তিনি সেরূপ করলেন এবং হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে যখন পুনরায় গেলেন, তখন তিনি তাঁর অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা করলেন এবং কাজ পূর্ণ করে দিলেন।"[২৩৬-২৩৭]

এ হাদীস হতে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে থানভী সাহেব লিখেছেন:

"এ থেকে ওফাতের পর ওসীলা গ্রহণ করাটা প্রমাণিত হল এবং রেওয়ায়েত ব্যতীত দিরায়ত তথা যুক্তিগতভাবে ও তা সাব্যস্ত হল। কেননা প্রথম বর্ণনার অধীনে তাওয়াস্‌সুলের যে সারকথা বর্ণনা করা হয়েছিল। তা উভয় অবস্থাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।"[২৩৮]

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলায় বৃষ্টির দোয়া করার বরাতে থানভী সাহেব নিম্ন বর্ণিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন:

"তৃতীয় রেওয়ায়ত মিশকাত শরীফে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, যখন মানুষের উপর অনাবৃষ্টি (খরা) হত, তখন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন এবং ফরমাতেন যে, হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া করতাম। আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার

[২৩৬]. ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩১, হাদিস : ৮৩১১
২. তাবারানী : আল-মু'জামুস সগীর, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪-১৮৩
৩. বায়হাকী : দলায়িলুন নুবুওয়াহ, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৮-১৬৭
৪. মুনযিরি : আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬-৪৭৪
৫. সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ১২৫
৬. হাইসমী : মাজমাউয যওয়ায়েদ, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৯
[২৩৭]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৭
[২৩৮]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৭

দরবারে আপনার নবীর চাচার ওসীলা পেশ করছি। সুতরাং আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। অতএব এতে বৃষ্টি হত।"[২৩৯]

মাওলানা আশরফ আলী হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস থেকে নবী ছাড়া অন্যদের ওসীলা গ্রহণের বৈধতার উপর দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন:

"এ হাদীস হতে নবী ছাড়া অন্যদের ওসীলা গ্রহণ বৈধ হওয়াটা সাব্যস্ত হল, যখন তাদের সাথে নবীর কোন সম্পর্ক থাকে। চাই তা অনুভূতিযুক্ত আত্মীয়তার হোক। কিংবা অর্থগত আত্মীয়তা হোক। সুতরাং নবীর ওসীলা গ্রহণের একটি পদ্ধতি এটাও বের হল এবং লেখকগণ বলেন যে, এ বিষয়ে জানানোর জন্য হযরত ওমর হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ওসীলা গ্রহণ করেছেন। এ কারণে নয় যে, ওফাতের পর নবীর ওসীলা গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। যখন অন্য পদ্ধতিতে এটার বৈধতা প্রমাণিত এবং যেহেতু এ ওসীলা গ্রহণে কোন সাহাবার অস্বীকৃতি বর্ণিত নেই, এ কারণে এটা অর্থগত ইজমাতে পৌঁছেছে।"[২৪০]

মদীনাবাসীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ারের ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। থানভী সাহেব এ প্রসঙ্গে আবুল জওযা আউস বিন আবদুল্লাহ হতে সহীহ সনদে বর্ণিত নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন:

"চতুর্থ বর্ণনাটি আবুল জওযা আউস বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, মদীনাতে একবার বেশী অনাবৃষ্টি হল। লোকেরা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহুকে এ আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারককে দেখে উহার বিপরীতে আসমানের দিকে তাতে একটি ছিদ্র করে দাও (অর্থাৎ তাতে একটি জানালা আসমানের দিকে এমনভাবে খুলে দাও, যাতে কবরে আনওয়ার ও আসমানের মধ্যখানে কোন পর্দা না থাকে) যাতে উহার এবং আসমানের মধ্যখানে কোন পর্দা না থাকে। সুতরাং তেমনিই করা হল। এতে অত্যন্ত জোড়ে বৃষ্টি হয়েছিল।"[২৪১-২৪২]

[২৩৯]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৮
[২৪০]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৮
[২৪১]. ১. দারমী : আস্ সুনান, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩, হাদিস : ৯৩

থানভী সাহেব আবুল জওযা আউস ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর লিখছেন:

"অর্থাৎ উপরোক্ত (অর্থাৎ ওসমান বিন হানিফ ও হযরত ওমরের হাদীস হতে) কথার মাধ্যমে তাওয়াসসুল সাব্যস্ত হয়েছিল। এর দ্বারা কার্যত তাওয়াসসুল ও প্রমাণিত হল। এর অর্থ ও সেই অবস্থায় এটা ছিল যে, এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, যাকে আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারকের স্পর্শের কারণে বরকতময় মনে করি।"

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালের পর এক বেদুঈনের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে আনওয়ারে আগমন এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলাতে ক্ষমা চাওয়ার বরাতে থানভী সাহেব নিম্নলিখিত রেওয়ায়েত উল্লেখ করছেন:

"পঞ্চম বর্ণনা মওয়াহিব গ্রন্থে ইমাম আবুল মনসুর সাবাগ, ইবনু নজার, ইবনে আসাকের এবং ইবনুল জওযী রাহমতুল্লাহি আলাইহিম মুহাম্মদ বিন হারব মিলাল হতে বর্ণনা করেন যে, আমি কবর মুবারকের যিয়ারত করে এর সামনে বসাছিলাম। তখন একজন বেদুঈন আসল এবং যিয়ারত করে আরয করল। হে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর একটি সত্য কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে ইরশাদ করেছেন: 'وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا'[২৪৩] '(এবং (হে হাবীব!) যদি তারা স্বীয় আত্মার উপর অত্যচার করতঃ আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যেত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে তারা (এ ওসীলা ও শাফায়াতের ভিত্তিতে) অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী অত্যন্ত দয়ালু পেত)।' আমি আপনার দরবারে আমার

২. ইবনে জওযী : আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তাফা, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮০১
৩. সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ১২৫
৪. কুসতুলানী : আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭৬
৫. যুকানী : শরহুল মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৫০
[২৪২]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৮
[২৪৩]. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪

গুনাহসমূহের ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার রবের নিকট আমি আপনার ওসীলায় শাফাআত কামনা করতে এসেছি। (আতবী'র রেওয়ায়েত এ এটা আছে যে, তারপর বেদুঈন লোকটি তো চলে গেল এবং আমার ঘুম এসে গেল। আমি স্বপ্নে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফরমালেন। আতবী! যাও, এই বেদুঈনকে সুসংবাদ শুনাও যে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন)।"[২৪৪]

এ হাদীস বর্ণনা করার পর থানভী সাহেব লিখেছেন:

"এই মুহাম্মদ বিন হারবের ওফাত ২২৮ হিজরীতে হয়েছিল। মোটকথায় তিনি সর্বোত্তম যুগের ছিলেন এবং কারো কাছ থেকে সে সময় অস্বীকৃতি বর্ণিত নেই। সুতরাং তা দলীল হয়ে গেল।"[২৪৫]

মাওলানা আশরফ আলী থানভী দেওবন্দী এমদাদুল ফতোয়ার কিতাবুল আকায়েদ ওয়াল কালামে লিখেছেন যে, মানুষের পরাধীন শক্তি মেনে নিয়ে তার কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ। যদি ও মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে চাওয়া হোক। তার বক্তব্য নিম্নরূপ:

"যেই এস্তেআনত ও এস্তেমদাদ (সাহায্য প্রার্থনা) ইলম ও কুদরত এর আকীদায় স্বতন্ত্র হয় তা শিরক এবং ইলম ও কুদরতের আকীদায় যা পরাধীন হয় এবং সেই ইলম ও কুদরত কোন দলীল দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন তা বৈধ। চাই যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় সে জীবিত হোক কিংবা বেসালপ্রাপ্ত হোক।"[২৪৬]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মখলুক জীবিত হোক বা মৃত হোক। তাদের পরাধীন কুদরত মেনে নিয়ে তাদের ওসীলা নিয়ে সাহায্য চাওয়া জায়েয ও শরীয়তসম্মত। এটা শিরক ও বেদআত নয়।

মাওলানা আশরফ আলী থানভী নমরুত তিবের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভই তাওয়াসসুলের হাদীস দিয়ে করেছেন। তা হযরত আদম আলাইহিস সালাম হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে দোয়া প্রার্থনা করার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২৪৪]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৯
[২৪৫]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ২৭৮
[২৪৬]. আশরাফ আলী থানবী : এমদাদুল ফতোয়া, কিতাবুল আকায়েদ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তন নূরই হযরত আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল হবার মাধ্যম হয়েছিল। তিনি বর্ণনা করেছেন:

"হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন আদম আলাইহিস সালামের ইজতেহাদী ভুল হয়ে গেল, তখন তিনি (আল্লাহর দরবারে) আরয করলেন যে, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আবেদন করছি যে, আমার দোয়া কবুল করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, হে আদম আলাইহি সালাম! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে চিনেছ? অথচ আমি তাঁকে এখনও দুনিয়াতে সৃষ্টিও করিনি। তিনি আরয করলেন যে, হে আমার রব! আমি এভাবে চিনেছি যে, যখন আপনি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার রূহ আমার মধ্যে সঞ্চালন করেছেন, তখন আমি মাথা উঠিয়ে আরশের পায়াসমূহে এটা লেখা দেখেছি, 'لا إله إلا الله محمد رسول الله' তখন আমি বুঝে নিলাম যে, আপনি আপনার নাম মুবারকের সাথে এমন বুযর্গের নাম সংযুক্ত করবেন, যিনি আপনার কাছে সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হবেন, আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। বাস্তবিকই তিনি আমার কাছে সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আর যখন তুমি তাঁর মাধ্যমে আমার কাছে আবেদন করেছ, তাই আমি তোমার দোয়া কবুল করলাম। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হতেন তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"[২৪৭]

মাওলানা আশরফ আলী থানভী দেওবন্দী স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী'র তাওয়াস্‌সুল করতে গিয়ে, তাকে তার আশ্রয়স্থল ও প্রার্থনাস্থল সাব্যস্ত করে লিখেছেন:

يَا مُرْشِدِيْ يَا مَوْلَائِي يَا مَفْزَعِي ... يَا مَلْجَائِي فِي مَبْدَئِي وَمَعَادِي
إِرْحَمْ عَلَيَّ أَيَا غِيَاثٌ فَلَيْسَ لِي ... كَهْفِي سِوَي حُبِّكُمْ مِنْ زَادِ
فَازَ الأَنَامُ بِكُمْ وَ إِنِّي هَائِمٌ ... فَانْظُرْ إِلَي بِرَحْمَةٍ يَا هَادِ

[২৪৭]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পরিচ্ছেদ : ৩৮

يَا سَيِّدِيْ لله شَيْئًا إِنَّهُ ... أَنْتُمْ لِي اَلْمَجْدِي وَ إِنِّي جَادِي

"হে আমার মুর্শিদ! আমার মওলা! আমার ভয়ের সময়ের আশ্রয়স্থল। আমার দুনিয়ার, আমার দ্বীনের হে আশ্রয়স্থল। হে আমার সাহায্যকারী! আমার উপর দয়া কর, কেননা আমি আপনার মুহাব্বত ব্যতীত পথের সম্বল অন্য কিছু রাখি না। আপনার কারণে মানুষ সফল হয়েছে। আমি পেরেশান, সুতরাং হে পথপ্রদর্শক, আমার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করুন। আমার সর্দার! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করুন। আপনি আমার দাতা, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার ভিখারী।"[২৪৮]

থানভী সাহেবের নিজ পীর ও মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রাহমতুল্লাহি আলাইহির সমীপে এ কাব্যিক প্রার্থনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সলফে সালেহীন ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে ওসীলা বানানো শিরক নয়।

মাওলানা আশরফ আলী থানভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব নশরুত তিবের শেষে 'শায়মুল হাবিবের' আরবী পংক্তিমালার অনুবাদ করেছেন। যার নাম 'শায়মুত তিব' রেখেছেন। যাতে হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে স্বেচ্ছায় সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। পংক্তিগুলো অনুবাদসহ নিম্নরূপ:

يَا شَفِيْعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِيْ ... أَنْتَ فِي الإِضْطِرَارِ مُعْتَمِدِيْ
لَيْسَ لِي مَلْجَأٌ سِوَاكَ أَغِثْ ... مَسَّنِيَ الضُّرُّ سَيِّدِيْ سَنَدِيْ
غَشَّنِيَ الدَّهْرُ يَا ابْنَ عَبْدِ الله ... كُنْ مُغِيْثًا فَأَنْتَ لِي مَدَدِيْ

(১) হে বান্দাদের শাফাআতকারী নবী! আমাকে সাহায্য করুন। বিপদাপদের সময় আপনিই আমার অভিভাবক।

(২) আপনি ব্যতীত আমার অন্য কোন আশ্রয় নেই। বিপদাপদ আমাকে স্পর্শ করেছে, হে আমার মালিক।

(৩) হে ইবনে আবদুল্লাহ! যুগের মুসিবত আমাকে ঢেকে ফেলেছে। হে আমার মালিক! আপনি আমার খবর নিন।[২৪৯]

[২৪৮]. মুহাম্মদ আশেক এলাহী : তাযকেরাতমর রশিদ, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৪

[২৪৯]. আশরাফ আলী থানবী : নশরুত তিব, পৃষ্ঠা : ১৮৬

থানভী সাহেব জেমানুত তাকমিলের ১৭২ পৃষ্ঠায় রাসুলের দরবারে ওসীলা গ্রহণ ও সাহায্য চাইতে গিয়ে আরয করেছেন:

يَـا حَبِيْـبَ الإِلَـهِ خُـذْ بِيَـدِيْ مَـا لِعِجْـزِيْ سِـوَاكَ مُـسْتَنَدِيْ

(হে আল্লাহর মাহবূব! আমাকে সাহায্য করুন, আপনি ব্যতীত আমার অপারগতা প্রকাশের অন্য কোন ঠিকানা নেই)।

كُـنْ رَحِـيْمًا لِـذِلَّتِيْ وَاشْـفَعْ يَـا شَـفِيْعَ الْـوَرَى إِلَى الـصَّمَدِ

(আপনি আমার বিচ্যুতির জন্য দয়া করুন এবং হে মখলুখের শাফায়াতকারী, আল্লাহর দরবারে শাফাআত করুন)।

إِعْتِـصَامِي سِـوَى جَنَابِـكَ لِي لَـيْسَ يَـا سَـيِّدِيْ إِلَى أَحَـدِ

(আক্বা! আপনার দরবার ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় নেই!)[২৫০]

৮৬. মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (১৩৬৯ হি:)

মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী তাফসীরে উসমানীতে ' وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' এর তাফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহর মকবুল ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কাছে প্রকাশ্য সাহায্য চাওয়া জায়েয। কেননা এ সাহায্য চাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য চাওয়া। তিনি লিখিছেন:

"এ আয়াত শরীফ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা ব্যতীত কারো কাছে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। হ্যাঁ, যদি মকবুল বান্দাদেরকে শুধু আল্লাহর রহমতের মাধ্যম এবং পরাধীন মনে করে যাহেরী সাহায্য তাদের কাছ থেকেও চাওয়া হলে, তা জায়েয। কেননা এ সাহায্য চাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য চাওয়া।"[২৫১]

৮৭. আল্লামা যাহেদ আল্ কাউসারী (১৩৭১ হি:)

আল্লামা যাহেদ আল্ কাউসারী নিকটবর্তী অতীতে মিশরের সুদক্ষ আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি তাওয়াস্সুলের মাসআলার উপর স্বীয় অদ্বিতীয় পুস্তিকা 'মুহিক্কুত তাকাউল ফি মাসআলাতিত তাওয়াস্সুল'-এ শক্তিশালী প্রমাণাদি দ্বারা

[২৫০]. আশরাফ আলী থানবী : জেমানুত তাকমিল, পৃষ্ঠা : ১৭২

[২৫১]. শিব্বির আহমদ উসমানী : তাফসীরে উসমানী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২

ওসীলার সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে এবং বিরুদ্ধাবাদীদেরকে খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন:

"ওসীলা বিভিন্ন ব্যক্তিরও হতে পারে এবং সৎকাজেরও হতে পারে। ওসীলা শব্দটি স্বীয় ব্যাপকতার কারণে দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। বরং শরীয়তে ব্যক্তির ওসীলায় প্রথমত বুঝে আসে। অতঃপর এ প্রসঙ্গে এটা বলা যে, শুধু জীবিত ব্যক্তির ওসীলা নেওয়া যেতে পারে, এটা সেই লোকের আক্বীদা হতে পারে যার ধারণা হচ্ছে রূহসমূহ শরীর থেকে পৃথক হবার পর বিলীন হয়ে যায়। যার অর্থ এটা হল যে, হাশর নশর কোন কিছু নয়। রূহসমূহ শরীর থেকে পৃথক হবার পর সেগুলোর অনুভূতি অনুধাবন ও বিলীন হয়ে যায়। অথচ সুস্পষ্ট হচ্ছে একথা শরয়ী প্রমাণাদির সম্পূর্ণ বিরোধী।"

সত্তা ও ব্যক্তির ওসীলার বৈধতার উপর 'وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ' আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যাহেদ আল্ কাউসারী এরূপ লিখেছেন:

"এটা যা বলা হয়েছে যে, বর্ণিত আয়াতে ওসীলা শব্দটি ব্যক্তির ওসীলা লওয়াকেই অন্তর্ভুক্ত, এটা শুধু সাধারণ কোন লোকের অভিমত নয়, এরূপও নয় যে, ওসীলার আভিধানিক ব্যাপকতা থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে। বরং এ অর্থটি হযরত ফারূকে আযম রাদিআল্লাহু আনহু হতেও বর্ণিত আছে। বৃষ্টির জন্য দোয়াতে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহ আনহুর ওসীলা নিয়েছেন এবং এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু ওমর বাক্য ব্যবহার করেছেন। ' هَذَا وَاللهِ الْوَسِيْلَةُ إِلَي اللهِ عَزَّوَجَلَّ'[২৫২] খোদার শপথ! (ইনি হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু) আল্লাহর নিকট ওসীলা। হযরত ওসমান বিন হানীফ রাদিআল্লাহু আনহু হতে অন্ধ সাহাবীর এ কথাগুলো বর্ণিত আছে: ' يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَي رَبِّكَ'[২৫৩] হে মুহাম্মদ! আমি আপনার ওসীলায় আপনার রবের প্রতি মনোনিবেশ করছি।"

[২৫২]. ইবনে আবদিল বর : আল ইস্তিআব, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮১৫

[২৫৩]. ১. তিরমিযি : আস্ সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, باب ماجاء في دعاء الضيف খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৬৯, হাদিস : ৩৫৭৮

২. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, আবওয়াবু ইকামাতিস সালাত, باب ماجاء في صلاة الحاجة খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪১, হাদিস : ১৩৫৮

"হুযুর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধ সাহাবীকে স্বয়ং এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। এতে এটাই সুস্পষ্ট হল যে, এতে ব্যক্তির ওসীলা রয়েছে। আমালের ওসীলা নয়। এ হাদীস থেকে এর প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে অন্য কোন অর্থ নিগর্ত করা মানে নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে বাক্য পরিবর্তনের গুনাহে লিপ্ত হওয়া।"[২৫৪]

আইম্মা ও মুহাদ্দেসীনে কেরামের এ সকল বিশ্লেষণ থেকে এ সত্যটি দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আম্বিয়া, রসুল, সাহাবা, তাবেয়ী এবং ইমাম ও মুজতাহিদগণ সর্বদা খোদার দরবারে স্বীয় হাজতসমূহ পেশ করার সময় আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ওসীলা পেশ করে আসছেন। ওসীলা গ্রহণের এ আমল এমন একটি শরীয়তসম্মত, মুবাহ ও জায়েয আমল, জমহুর উম্মত যা সর্বদা আমল করে আসছেন। একে শিরক, বেদআত, কিংবা নাজায়েয সাব্যস্ত করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুধাবন করতে না পারারই পরিচায়ক।

[২৫৪]. যাহেদ আল-কওছরী : মুহিক্কুত তাকাউল ফি মাসআলাতিত তাওয়াস্সুল, পৃষ্ঠা : ৭

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. আজরী : আবু বকর মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আব্দুল্লাহ (৩৬০ হি.), **আশ্ শরীয়াহ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল ওয়াতান, ১৪২০ হি./১৯৯৯ ইং।

৩. আলুসী : মাহমুদ ইবনে আবদিল্লাহ হুসাইনী, (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ খ্রি.), **রুহুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআন আল-আযিম ওয়াস সাবয়িল সামানী**, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবী।

৪. ইবনে আবী হাতেম : আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ ইং) **আস্ সেকাত**।

৫. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।

৬. ইবনুল হাজ্ব : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবদরী, ফাসী, মালেকী (৭৩৭ হি.) **আল-মদখল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৭. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), **আত তাওয়াস্সুল ওয়াল অসিলা** : লাহোর, পাকিস্তান, এদারা তরজমানুস্ সুন্নাহ।

৮. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), **আস্-সারিমুল মাসলুল** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইবনে হাযম, ১৪১৭ হি.।

৯. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮

ইং), **মজমুআ ফতওয়া** : কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

১০. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), **কুতুব ও রসায়েল ও ফতওয়া ইবনে তাইময়া লি ফেকাহ** : কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

১১. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **সিফাতুস সাফওয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং।

১২. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আল-ইলালুল মুতানাহিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি.।

১৩. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আল-ওয়াফা বি আহওয়ালির মুস্তাফা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং।

১৪. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং।

১৫. ইবনে হাজর মক্কী : আহমদ শিহাবুদ্দীন হাইতমী (৯০৯-৯৭৪ হি.), **আল-খায়রাতুল হেসান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং।

১৬. ইবনে হাযর মক্কী : ইবনে হাজর মক্কী : আহমদ শিহাবুদ্দীন হাইতমী (৯০৯-৯৭৪ হি.), **আস্ সওয়ায়িকুল মুহরিকা** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৯৯৭ ইং।

১৭. ইবনে হাযর মক্কী : ইবনে হাজর মক্কী : আহমদ শিহাবুদ্দীন হাইতমী (৯০৯-৯৭৪ হি.), **আল-ফতওয়া আল হাদিসিয়া** : কায়রো, মিসর, মুস্তাফ আল-বাবী, আল-হালবী, ১৩৫৬ হি./১৯৩৭ ইং।

১৮. ইবনে হুমাইদ : আবদ বিন হুমাইদ বিন নসর আবু মুহাম্মদ (২৪৯হি.) **আল-মুসনাদ** : কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস্ সুন্নাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং।

১৯. ইবনে সা'আদ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ হি./৭৮৪-৮৪৫ ইং), **আত-তাবকাতুল কুবরা**, বৈরুত, লেবানন, দারে বৈরুত লিত-তাবা'আতে ওয়ান নাসার, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

২০. ইবনুস সুন্নী : আহমদ বিন মুহাম্মদ দিনূরী (২৮৪-৩৬৪ হি.), **আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা**, বৈরুত, লেবানন, দারে ইবনে হাযম, ১৪২৫ হি./২০০৪ ইং।

২১. ইবনে আবেদীন শামী : আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আমীন বিন ওমর বিন আবদুল আজিজ আবেদীন দেমশকী (১২৪৪-১৩০৬ হি.), **রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার** : কুওয়াইটা, পাকিস্তান, মাকতাবায়ে মাজেদিয়া, ১৩৯৯ হি.।

২২. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ ইং), **ইল ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি.।

২৩. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ ইং), **তারিখে দামিশক আল-কাবির** (তারিখে ইবনে আসাকির), বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪২১ হি./২০০১ ইং।

২৪. ইবনে কুদামা : আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-মুকাদ্দেসী (৬২০ হি.) **আল-মুগনী ফিফিকহীল**

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আশ্ শায়বানী, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.।

২৫. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

২৬. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **তাফসিরুল কুরআনিল আযিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

২৭. ইবনে কাইয়িম : আবু আবদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয়ুব আয্-যরয়ী (৬৯১-৭৫১ হি.) **যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খায়রিল ইবাদ** : কুয়েত, মাকতাবাতুল মানার আল ইসলামিয়া, ১৯৮৬ ইং।

২৮. ইবনে কাইয়িম : আবু আবদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয়ুব আয্-যরয়ী (৬৯১-৭৫১ হি.) **তরিকুল হিজরতাইনে ওয়া বাবুস সাআদতাইনে** : দারে ইবনে কাইয়িম, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

২৯. ইবনে হেশাম : আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক হেশাম হিময়ারী (২১৩ হি./৮২৮ ইং) **আস সিরাতুন নববিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইবনে কাসীর, ১৪২৩ হি./২০০৩ ইং।

৩০. ইবনে হুমাম : কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ সিওয়াসী (৬৮১ হি.), **ফতহুল কদির** : কুওয়াইটা, পাকিস্তান, মাকতাবায়ে রশিদিয়া।

৩১. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৩২. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত,

লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

৩৩. ইসমাঈল দেহলভী : শাহ (১২৪৬ হি.) **সিরাতে মুস্তাকিম** : দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, কুতুবখানা আশরাফিয়া।

৩৪. ইসমাঈল হক্কি : বরুসবী বা উস্কোদারী (১০৬৩-১১৩৭ হি./১৬৫২-১৭২৪ ইং) **তাফসীরে রুহুল বয়ান** : কুওয়াইটা, পাকিস্তান, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৩৫. থানভী : আশরফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৩ ইং) **নশরুত তিব** : করাচী, পাকিস্তান, এইচ. এম. সাঈ; কোম্পানী, ১৯৮৯ ইং।

৩৬. থানভী : আশরফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৩ ইং) **এমদাদুল ফতোয়া** : করাচী, পাকিস্তান, মতবুয়া দারুল উলুম করাচী।

৩৭. থানভী : আশরফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৩ ইং) **জেমানুত তাকমীল** : দিল্লি, ভারত।

৩৮. আলবানী : মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ ইং) **আত তাওয়াস্সুল আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রাফি।

৩৯. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৪০. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আত তারিখুল কবির** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৪১. বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ ইং), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি.।

৪২. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

৪৩. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **শুআবুল ঈমান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৪৪. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **দলায়িলুন নুবুওয়াহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৪৫. পানিপথি : কাযী মুহাম্মদ সানা উল্লাহ (১২২৫ হি./১৮১০ ইং) **তাফসীরে মাযহারী** : কুওয়াইটা, পাকিস্তান, বলুসিস্তান বুক ডিপো।

৪৬. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

৪৭. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবী।

৪৮. জযরী : সমশুদ্দিন মুহাম্মদ শাফেয়ী (৮৩৩ হি.) **হিসনুল হাসিন** : মিসর।

৪৯. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

৫০. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বায লিন নশর ওয়াত তওযি'।

৫১. হাসকফী : আলা উদ্দিন (১০৮৮ হি./১৬৭৭ ইং) **দুররে মুখতার** : এইচ. এম. সাঈ; কোম্পানী।

৫২. খাযেন : আলী বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন ওমর বিন খলিল (৬৭৮-৭৪১ হি./১২৭৯-১৩৪০ ইং) **লুবাবুত তাবিল ফি মা'নিত তানযিল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা।

৫৩. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ ইং), **তারিখে বাগদাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫৪. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ ইং) **আস্ সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.।

৫৫. রাযী : মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হাসান বিন হোসাইন বিন আলী তাইমি (৫৪৩-৬০৬ হি./১১৪৯-১২১০ ইং) **তাফসীরে কবির** : তেহরান, ইরান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫৬. রমলী : খায়রুদ্দিন, **আল ফতোয়া আল-খায়রিয়া** : কান্দাহার, আফগানিস্তান।

৫৭. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী, মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ ইং.), **শরহুল মওয়াহিবুল**

লুদুনিয়া, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ ইং।

৫৮. যেমহশরী : ইমাম জারুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর বিন মুহাম্মদ খওয়ারযমী (৪২৭-৫৩৮ হি.) **তাফসীরে কাশ্‌শাফ** : কায়রো, মিসর, ১৩৭৩ হি./১৯৫৩ ইং।

৫৯. সবকী : তকী উদ্দিন আবুল হাসন আলী বিন আবদুল কাফী বিন আলী বিন তামাম বিন ইউসুফ বিন মূসা বিন তামাম আনসারী (৬৮৩-৭৫৬ হি./১২৮৪-১৩৫৫ ইং) **শেফাউস সেকাম** : হায়দরাবাদ, ভারত, দায়েরা মা'রেফে নেজামিয়া, ১৩১৫ হি.।

৬০. সাহারানপুরী : খলিল আহমদ (১৩৪৬ হি.) **আল-মুহনিদ আলাল মুফনিদ** : লাহোর, পাকিস্তান. মাকবাতুল ইলম।

৬১. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আল-খাসায়িসুল কুবরা**, ফায়সল আবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরিয়া রেজভীয়া।

৬২. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আর রিয়াদুল আনিকা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৬৩. সমহুদী : নূরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আল মিসরী (৯১১ হি.) **ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা** : মিসর, মাতবায়াতুস সাআদাহ, ১৩৭৩ হি./১৯৫৪ ইং।

৬৪. সুহাইলী : আবু কাশেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন আবু হাসন খাশমায়ী (৫০৮-৫৮১ হি.) **আর রওজুল আনিফ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ ইং।

৬৫. ওয়ালি উল্লাহ : শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (১১৭৪ হি./১৭৬২ ইং) **হামআত** : হায়দরাবাদ, পাকিস্তান, শাহ ওয়ালি উল্লাহ একাডেমী।

৬৬. ওয়ালি উল্লাহ : শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (১১৭৪ হি./১৭৬২ ইং) **কাসীদাতু আতয়াবুন নগম** : দিল্লি, ভারত।

৬৭. উসমানী : শব্বির আহমদ উসমানী (১৮৮৫-১৯৪৯ ইং) **তাফসীরে উসমানী** : লাহোর, পাকিস্তান, মাকবায়ে রহমানিয়া।

৬৮. শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), **তুহফাতুয যাকিরীন** : দারুত তরবিয়া।

৬৯. শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), **আদ্ দুররুন নদীদ ফি ইখলাসি কলিমাতিত তাওহীদ** : এদারাতুত তাবাআ।

৭০. সাবী : আহমদ বিন মুহাম্মদ খলওয়াতী, মালেকী (১১৭৫-১২৪১ হি./১৭৬১-১৮২৫ ইং) **হাশিয়া আলা তাফসীরিল জালালাইন** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

৭১. বুপালী : সিদ্দিক হাসান বুপালী, নওয়াব (১৩০৭ হি.) **মিসকুল খেতাম**।

৭২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসত** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৭৩. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুস সগীর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং।

৭৪. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা।

৭৫. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং.), **জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৭৬. তাহতাভী : আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাভী (১২৩১ হি.) **হাশিয়া আলা মারাকিউল ফালাহ** : মিসর, মাতবাআ মুস্তাফা আল-বাবী, ১৩৫৬ হি.।

৭৭. দেহলভী : আবদুল আজিজ দেহলভী (১২২৯ হি.) **ফতোয়া আজিজি** : দিল্লি, ভারত, মাতবাআ মুজতাবায়ী।

৭৮. দেহলভী : শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (১২২৯ হি.) **ফতহুল আজিজ প্রসিদ্ধ তাফসীরে আজিজি** : দিল্লি, ভারত, আফগানি দারুল কুতুব, ১৩১১ হি.।

৭৯. দেহলভী : আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হি./১৫৫১-১৬৪২ ইং) **আশি'য়াতুল লুমআত** : সাকার, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরিয়া রেজভিয়া, ১৯৭৬ ইং।

৮০. দেহলভী : আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হি./১৫৫১-১৬৪২ ইং) **জুবদাতুল আসরার** : বুম্বাই, ইন্ডিয়া, মাতবাআ বুকস লিনক কোম্পানী।

৮১. দেহলভী : আবদুল গণি দেহলভী. **মিসবাহুজ জুযাযাহ** : দিল্লি, ভারত, মাকতাবায়ে রশিদিয়া।

৮২. আবদুল ওয়াহাব : আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১২৪২ হি.) **মুখতামারু সিরাতুর রাসূল** : লাহোর, পাকিস্তান, আল-মাতবাআতুল আরবিয়া, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।

৮৩. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস্ সাহাবা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।

৮৪. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **ফতহুল বারী**

: লাহোর, পাকিস্তান, দারুন নশরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৮৫. আলবী মালেকী : সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আলবী (১৪২৫ হি./২০০৪ ইং) **মাফাহিম ইয়াজিবু আন তুসাহহিহ** : আবুধাবী, দারুল ফজর, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৮৬. আইনী : বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মূসা বিন আহমদ বিন হোসাইন বিন ইউসুফ বিন মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি./১৩৬১-১৪৫১ ইং) **উমদাতুল কারী** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।

৮৭. গাযালী : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-হাযালী (৫০৫ হি.) **ইহয়াউল উলুমুদ্দিন** : মিসর, মাতবাআয়ে উসমানিয়া, ১৩৫২ হি./১৯৩৩ ইং।

৮৮. আত্তার : ফরিদুদ্দীন আত্তার, **তাযকেরাতুল আউলিয়া** : বুম্বাই, ভারত, মাতবাআ ফতহুল করিম, ১৩০৫ হি.।

৮৯. ফিরুজাবাদী : আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন ওমর বিন আবু বকর বিন আহমদ বিন মাহমুদ (৭২৯-৮১৭ হি./১৩২৯-১৪১৪ ইং) **তানবিরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস** : মিসর, ১৩৫৬ হি.।

৯০. নানুতবী : মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, **আল-কাসায়েদুল কাসেমিয়া** : মুলতান, পাকিস্তান।

৯১. কাযী আয়াজ : আবুল ফজল আয়াজ বিন মূসা বিন আয়াজ বিন আমর বিন বিন মূসা বিন আয়াজ বিন মুহাম্মদ বিন মূসা বিন আয়াজ ইয়াহসবী (৪৭৬-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ ইং) **আশ শেফা বি তা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা** : মুলতান, পাকিস্তান, আবদুত তওয়াব একাডেমী।

৯২. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ ইং.), **আল-জামে লি আহকামিল**

কুরআন, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৯৩. কস্তুলানী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আবদুল মলিক বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ ইং) **আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া** : বৈরুত, লেবানন, আল-মকতবুল ইসলামী, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং।

৯৪. গনগুহী : রশিদ আহমদ (১৯০৫ ইং) **ফতোয়ায়ে রশিদিয়া** : করাচী, পাকিস্তান, মুহাম্মদ আলী কারখানা।

৯৫. মাতুরিদী : আবু মনসুর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ হানফী (৩৩৩ হি.) **তাবিলাতে আহলিস্ সুন্নাহ** : মুআসসিসাতুর রিসালা নাশিরুন।

৯৬. মানে' হিময়ারী : ঈসা বিন আবদুল্লাহ, **আত তায়াম্মুল ফি হাকিকতিত তাওয়াস্সুল** : বৈরুত, লেবানন, দারে কুরতুবা।

৯৭. মুবারক পুরী : আবু আলা মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহিম (১২৮৩-১৩৫৩ হি.) **তুহফাতুল আহওয়াজী** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৯৮. আলফে সানী : শায়খ আহমদ সরহিন্দি প্রসিদ্ধ মুজাদেদ্দে আলফে সানী, (১১৩৪ হি.) **মাকতুবাত** : দিল্লি, বারত, মাতবাআ মুরতাদাভী, ১২৯০ হি.।

৯৯. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

১০০. মোল্লা আলী কারী : মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী (১০১৪ হি.) **আল-হিরজুস সমীন শরহে হিসনুল হাসিন** : মক্কা, সৌদি আরব, মতবুয়া মাতবাআ আল-মিরিয়া।

১০১. মোল্লা আলী কারী : নূরুদ্দীন বিন সুলতান মুহাম্মদ হারভী, হানফী (১০১৪ হি./১৬০৬ ইং) **মিরকাতুল মাফাতিহ** : বুম্বাই, ভারত, আসহহুল মাতাবে'।

১০২. মোল্লা আলী কারী : নূরুদ্দীন বিন সুলতান মুহাম্মদ হারভী, হানফী (১০১৪ হি./১৬০৬ ইং) **নুযহাতুল খাতের আল-ফাতের** : ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, সুন্নী দারুল এশায়াত।

১০৩. মোল্লা আলী কারী : নূরুদ্দীন বিন সুলতান মুহাম্মদ হারভী, হানফী (১০১৪ হি./১৬০৬ ইং) **শরহু মুসনদুল ইমাম আযম** : লাহোর, পাকিস্তান, মতবুয়া মাতবাআ মুহাম্মদী।

১০৪. মুনযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম ইবনে আবদুল ক্বাবী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'আদ (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ ইং), **আত-তারগীব ওয়াত তারহীব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি.।

১০৫. নবহানী : ইউসুফ বিন ইসমাঈল (১২৫৬-১৩৫০ হি./১৮৪৮-১৯৩২ ইং) **শওয়াহিদুল হক** : লাহোর, পাকিস্তান, হামেদ এন্ড কোম্পানী।

১০৬. নবহানী : ইউসুফ বিন ইসমাঈল (১২৫৬-১৩৫০ হি./১৮৪৮-১৯৩২ ইং) **আল-মজমুআ আন নবহানিয়া** : বৈরুত, লেবানন।

১০৭. নাসায়ী : আহমদ বিন শুআইব আনন নাসায়ী (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং) **আস্ সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ ইং।

১০৮. নাসায়ী : আহমদ বিন শুআইব আনন নাসায়ী (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং) **আমালাল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৭ হি.।

১০৯. নসফী : ইমাম আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ বিন আহমদ (৭১০ হি.) **মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত তাবিল** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরবী।

১১০. নব্বী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ বিন মুররী বিন হাসান বিন হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন জমআ

বিন হেযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩৩-১২৭৮ ইং) **আল-আযকার** : আলমতবুয়াতুল খায়রিয়া, ১৩২৩ হি. ।

১১১. নব্বী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ বিন মুররী বিন হাসান বিন হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন জমআ বিন হেযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩৩-১২৭৮ ইং) **আল-মজমু'** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর ।

১১২. ওয়াহিদুজ্জমান : ওয়াহিদুজ্জমান (১৩২৭ হি.) **হাদয়াতুল মুহতদি** : ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, চিশতী কুতুবখানা, ১৯৮৭ ইং ।

১১৩. হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), **মাযমাউজ জাওয়ায়িদ**, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং ।

تمت